দশভুজা

(পৌরাণিক নাটক)

[দি নিউ স্বরাজ অপেরায় অভিনীত]

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য-রত্ন প্রণীত

তৃতীয় মুদ্রণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৫৯।২

প্রকাশক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

উৎসর্গ

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ী
তারাচাঁদ দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস মহাশয়কে
আশীর্ব্বাদস্বরূপ **দশভুজা** নাটকখানি
অর্পণ করিলাম।

মায়ের আশিস্ ঝরিয়া পড়ুক
ধন্য করুক প্রাণ।
উন্নত হোক বাণীর দেউল
লভিয়া মায়ের দান॥

ইতি—
আশীর্ব্বাদক—
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

তেহাট্টা
বর্দ্ধমান

ভূমিকা

দুর্ভাগ্য-পীড়িত মহারাজ সুরথের মৃন্ময়ী দশভুজার অর্চ্চনা—অভয়ার অভয়বারি বর্ষণে দুর্ভাগ্যের পরাজয়—সৌভাগ্যের অরুণোদয়; ইহা লইয়াই দশভুজা নাটকখানি রচিত হইয়াছে। আশা করি উক্ত নাটকখানি জনসাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে।

আমি অতি তুচ্ছ—হীন; আমার কোনই ক্ষমতা নাই সেই জগন্মাতা মায়ের রূপকে লেখনী-অস্ত্রে ফুটাইয়া তুলি; তবে যতটুকু ফুটিয়াছে সবই সেই মহিমময়ী মায়ের কৃপায়।

কষ্ট কল্পনায় নাটক রচনা করা এবং অপর নাট্যকারের ভাব ছায়া গ্রহণ ও ভাষা চুরি করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমি পণ্ডিত নই, অতএব আমার নাটকে পাণ্ডিত্য থাকিবে কোথায়? লোকশিক্ষাই নাটকের মূল উদ্দেশ্য—আমি উহারই পক্ষপাতী। যাহাতে দেশ ও দশের কল্যাণ সাধিত হয়, রচনার দ্বারা আমি তাহাই প্রকাশ করি, আর কিছুই চাই না। ইতি—

তেহাট্টা
বর্দ্ধমান

বিনীত—
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মদনমোহন, মার্কণ্ড, মেধস

সুরথ	কোলাপুররাজ
মহীরথ	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
অনিলাক্ষ্য	ঐ সেনাপতি
শান্তশীল	জনৈক ব্রাহ্মণ
গিরিধারী	কোলাপুরের পুরোহিত
প্রদীপ	ঐ পুত্র
অগ্নিমিত্র	হৈহয়-সেনাপতি
উতঙ্ক	ঐ ভ্রাতা
মাধবসর্দ্দার	ভীলসর্দ্দার
উমানন্দ	সাধক

কন্যাকর্ত্তা, মালী, শিষ্যগণ, হৈহয়-সৈন্যগণ, কোলাপুরের সৈন্যগণ ও শবরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

চামুণ্ডা	
সিদ্ধেশ্বরী	ছদ্মবেশী ভগবতী
সুনন্দা	মহীরথের মাতা
মাধবিকা	কোলাপুরের রাণী
মঞ্জুলা	সুরথের পালিতা কন্যা
অনিমা	উতঙ্কের ভগ্নী
ষণ্ডেশ্বরী	গিরিধারীর পত্নী

মালিনী, নর্ত্তকীগণ, রমণীগণ ও ভীলরমণীগণ ইত্যাদি

দশভুজা

প্রস্তাবনা।

মার্কণ্ড-আশ্রম।

যজ্ঞানল জ্বলিতেছিল, মার্কণ্ড উপবিষ্ট,

শিষ্যবালকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

ওঁ জয়ত্বং দেবী চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণী।
জয় সর্ব্বগতে দেবী কালরাত্রি নমোহস্তুতে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রাকালী কপালিকে।
দুর্গা শিবাক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে॥
মধু-কৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো দেহি,
মহিষাসুর নির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ,
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো দেহি॥

[প্রণাম।

মার্কণ্ড। ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনাঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরী॥
ওঁ সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে॥

[প্রণাম।

বালকগণ। যথা আজ্ঞা গুরুদেব !

[প্রস্থান ।

মার্কণ্ড । মা ! মা ! মা !
স্বষ্টির প্রারম্ভ হ'তে
একাক্ষরে মধুময় নাম
ধ্বনিত বিশ্বের বুকে প্রণব নিনাদে ।
মা ! মা ! মা !
যুগান্তের সাধনায়
তবু নাই অভয়ার অভয় ঝঙ্কার ।
কতকাল শিরে ধরি
প্রকৃতির দুর্নিবার অত্যাচার শত
বল মাগো স্থরেশ্বরি !
লভিব দর্শন তোর ?
দিনে দিনে দিন গত হয়,
না হইল কামনা পূরণ ।
তোরই কৃপায় মার্কণ্ড
রচিল এক মহাগ্রন্থ,
সেই গ্রন্থ চণ্ডী নামে
অমর হইয়া রবে ভারতের বুকে—
যাহাতে মহিমা তব
রহিবে মণ্ডিত ।
কিন্তু হায় ! কাল ব'য়ে যায়,
কালভয় নিবারিণি
তবু তো এলি না ?

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

ফুল্ল প্রকৃতি আজ, পরি অভিনব সাজ,
মায়ের আসার পথে ওই চেয়ে আছে গো।
কুসুমিত তরু হ'তে, মায়ের আসার পথে,
সুরভি ছড়ায়ে পড়ে শ্যামলার বুকে গো॥
ওই আসে দুঃখহরা, মোছ রে নয়নধারা,
সাজা রে বোধন-সাজ উল্লাসে মাতি গো॥

[প্রস্থান।

মার্কণ্ড। মা! মা! মা!

ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। মার্কণ্ড! আমি এসেছি।

মার্কণ্ড। কে—কে তুই বিরাট নৈরাশ্যঘেরা মরুর বুকে শান্তির বারিধারা নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলি? কে—কে তুই?

ভগবতী। যাকে তুমি ডাক্‌ছ—যার জন্য উন্মাদ—আত্মহারা—সর্ব্বত্যাগী।

মার্কণ্ড। তাহ'লে তুমি মা?

ভগবতী তোমার কি মনে হয় মার্কণ্ড?

মার্কণ্ড। আমার মনে হয়, তুমি পাষাণী।

ভগবতী। পাষাণের বুকেই যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত।

মার্কণ্ড। সে ক্ষীরধারা এখন শুষ্ক।

ভগবতী। অভিমান ত্যাগ কর মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। কেন অভিমান ত্যাগ কর্‌বো? পুত্রের জন্য যে মায়ের প্রাণ কাঁদে না, সেই মায়ের উপর পুত্র কি অভিমান করে না?

ভগবতী। আর অভিমান ক'রো না পুত্র! এই আমি এসেছি। বল কি চাও?

মার্কণ্ড। এই নে মা, তোর মহিমামণ্ডিত শ্রীশ্রীচণ্ডী! মার্কণ্ডের সহস্র সাধনার পুষ্পাঞ্জলি। বৃথা পরিশ্রম হ'ল মা শঙ্করি, এই গ্রন্থ রচনা ক'রে। রচনার সার্থকতা কোথায়?

ভগবতী। আমার আশীর্ব্বাদে এই অমূল্য গ্রন্থ আবহমান কাল জগতে পূজিত হবে। এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ কিংবা শ্রবণে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ—সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ। আরও শোন মার্কণ্ড! তোমার এই গ্রন্থ যুগান্তরে মহর্ষি মেধস কর্ত্তৃক জগতের বুকে প্রচারিত হবে।

মার্কণ্ড। মহর্ষি মেধস কর্ত্তৃক?

ভগবতী। হ্যাঁ বৎস! চৈত্রবংশ-সম্ভূত মহারাজ সুরথ শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে মহামুনি মেধসের আশ্রমে উপস্থিত হবে, সেই স্থানে সেই মেধসের মুখে চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে তারই পুণ্যফলে হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্‌বে। যাও বৎস! তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ।

[অন্তর্দ্ধান।

মার্কণ্ড। ধন্য—ধন্য তুমি মার্কণ্ড! এতদিনে তোমার শ্রম সার্থক। মাতৃ-মহিমা-মণ্ডিত শ্রীশ্রীচণ্ডী—তোমার মহিমা-উৎস বিশ্বের বুকে সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ুক।

[চণ্ডী মস্তকে করতঃ প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীর।

ভীলবালকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

আজ হামাদের সইয়ের সাদি
রোশনী আলায় মিঠি হাওয়াতে
সই মিঠি হাওয়াতে ॥
বাজায় ভেঁপু মরদগুলো
নিদ্ নেহি লো আঁখিতে ॥
দিল্ হামাদের বেজায় খুসী,
দরিয়ায় যাই লো ভাসি,
বাজ্‌বে মাদল আস্‌বে নাগর লো,
হামারা তখন নাচ্‌বো কেতো লো,
জ্বাল্‌বো রঙীন হাজার আলো
হামাদের মরদগুলোর সাথে ॥

[প্রস্থান।

দ্রুত উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। একটু জল! একটু জল দাও! ওগো, কে কোথায় আছ, একটু জল দাও। উঃ! আর যে পার্‌ছিনে। [পতন]

সৈন্যগণসহ অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর ওই পলাতক রাজদ্রোহী উতঙ্ককে।

উতঙ্ক। উঃ! দাদা! দাদা!

অগ্নিমিত্র। চুপ্! কে দাদা? কাকে তুই আজ কাতরকণ্ঠে দাদা ব'লে ডাকছিস্? দাদা নেই। সৈন্যগণ!

উতঙ্ক। একটু জল দাও দাদা—একটু জল দাও! আমি যে আর কথা কইতে পারছি না।

অগ্নিমিত্র। জল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! মূর্খ, জল চাচ্ছিস্? জল কোথায় পাবি? উত্তপ্ত মরুর বুকে এসে জল জল ক'রে চীৎকার করলেও এক ফোঁটাও জল তুই পাবি নে। সৈন্যগণ! অপেক্ষা ক'রো না—একযোগে আক্রমণ কর।

উতঙ্ক। দাদা! উঃ—ভগবান্! দাদা! আমি তোমার কনিষ্ঠ সহোদর। মধুর সম্বন্ধ যে তোমাতে আমাতে। ভুল করছ কেন দাদা? তুচ্ছ স্বার্থের জন্য আজ তুমি ভাইয়ের জীবন নিতে এসেছ? বড় পিপাসা—আগে একটু জল দাও—তারপর—

অগ্নিমিত্র। না—না, জল নেই!

উতঙ্ক। কেন, আমি কি করেছি দাদা? কিছুই তো করিনি তোমার। শৈশব হ'তে আজও পর্য্যন্ত তোমারই পদতলে আমার শির নত ক'রে রেখেছি। যে উতঙ্ক একদিন তোমার স্নেহের দ্বারে আত্ম-বন্দী ছিল, কেন, কি জন্য সে আজ তোমার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হয়েছে? এস দাদা, কাছে এস—আমি তোমার ওই শতবাঞ্ছিত চরণ-তলে শত শ্রদ্ধা সম্পূরিত অন্তরে শির নত ক'রে দিয়ে তোমায় দাদা

দাদা ব'লে ডাকি; আর তুমিও শ্রাবণের বারিধারার মত নেমে এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিয়ে ভাই ব'লে আদরে বুকে টেনে নাও।

অগ্নিমিত্র। আবার সেই এক কথা? ভ্রাতৃদ্রোহী তুই। আমার আদেশ অমান্য ক'রে মহারাজের আদেশ পালন না ক'রে পালিয়ে যাচ্ছিস্; কিন্তু আজ যাবি কোথায়? শোন্ মূর্খ! অনিমাকে বন্দিনী ক'রে রেখেছি, আর আজ তোকেও হত্যা কর্‌বো।

উতঙ্ক। চমৎকার—চমৎকার! নিজ ভগ্নীকে বন্দী ক'রে রেখেছ, তাকে একটা লম্পটের হাতে তুলে দিয়ে অগাধ ঐশ্বর্য্য লাভ ক'র্‌বে ব'লে—আর আমায় এসেছ হত্যা ক'রে নিষ্কণ্টক হ'তে? বাঃ, সুন্দর তোমার আত্মসুখের পূজা-আয়োজন! পিতৃকুলের মর্য্যাদা চিরতরে ডুবে যাক্—বুকের বল, বাহুর শক্তি ভাই—সেও মরুক; তবু চাই তোমার আত্মসুখ। উঃ, দাদা! তুমি কি মানুষ? না—না, তুমি মানুষ নও, —তুমি পিশাচ—তুমি দানব—তুমি শয়তান। পালাও—পালাও, তোমার পাপভার পৃথিবী আর সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছে না। ওই দেখ, থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। ওই আকাশ হ'তে এখুনি বাজ এসে তোমার দুরন্ত লালসার অবসান ক'রে দেবে। পালাও—পালাও।

অগ্নিমিত্র। বটে রে দর্পিত! আবার আমার অপমান? সৈন্যগণ।

উতঙ্ক। উঃ—উঃ—দাদা। আমি যে তোমার ভাই। ভাইয়ের রক্তের জন্য তুমি এত লালায়িত? কিন্তু এই ভারতের বুকে যে ভ্রাতৃপ্রেমের মধুর তরঙ্গ কত রঙ্গে ভঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। ওই শোন দাদা, প্রকৃতি তার বেতার বীণায় ভ্রাতৃপ্রেমের বেহাগ সুর কেমন আত্মহারা হ'য়ে আলাপ ক'র্‌ছে! ওই দেখ, ভারতের শ্যাম দুর্ব্বার বুকে বুকে ভ্রাতৃ-প্রেমের জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে। এ বড় সুন্দর দেশ। এ দেশের

ভাই ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেয়—ভাইয়ের জন্য ভিখারী সাজে, আবার ভাইয়ের জন্য আনন্দে নেচে ওঠে। তুমিও যে সেই পুণ্য দেশের সন্তান। তারই পবিত্রতায় যে তোমারও জীবন গঠিত হয়েছে দাদা! ওঃ। আর পার্‌ছিনে। সারাদিন পথপর্য্যটনে পিপাসায় কণ্ঠরোধ হ'য়ে আস্‌ছে; একটু জল—একটু জল। দাদা! দাদা!

অগ্নিমিত্র। বধ কর—বধ কর সৈন্যগণ!

উতঙ্ক। একটু জল। কে আছ একটু জল দাও।

জলপাত্রহস্তে শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও তৃষ্ণার্ত্ত! আমি জল নিয়ে যাচ্ছি। এ্যা, একি!

অগ্নিমিত্র। সাবধান! দাঁড়াও ব্রাহ্মণ ওইখানে—আর এক পাও এগিও না।

শান্তশীল। কেন বাপু। তৃষ্ণার্ত্ত জল চাইছে—আমি জল দেবো না? পথ ছাড়।

অগ্নিমিত্র। না, দিতে পার্‌বে না ব্রাহ্মণ! আমি আজ ওকে হত্যা ক'র্‌বো।

উতঙ্ক। একটু জল দাও।

শান্তশীল। কেন, ওকে কি জন্য হত্যা ক'র্‌বে?

অগ্নিমিত্র। তার কৈফিয়ৎ তোমায় দিতে হৈহয়-সেনাপতি অগ্নিমিত্র অক্ষম। যাও—নচেৎ ব্রাহ্মণ হ'লেও নিস্তার পাবে না।

শান্তশীল। বেশ। কিন্তু আমায় কৈফিয়ৎ না দিলেও ওই উপরে গিয়ে তোমায় তো একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে বাপু। যাক্, এখন

পথ দাও—আগে আমি ওকে একটু জল দিই, তারপর মার্‌তে হয় মার্‌ —রাখতে হয় রাখ।

অগ্নিমিত্র। না—না, হবে না। বাচালতা ত্যাগ কর—স'রে যাও।

শান্তশীল। তা কি হয়? ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই যে আর্ত্তের সেবা করা —বিপন্নের জীবন রক্ষা করা—আর দুষ্টের দমন করা।

অগ্নিমিত্র। কি স্পর্দ্ধার কথা! সৈন্যগণ! ব্রাহ্মণকে গলাধাক্কা দিয়ে এখান হ'তে তাড়িয়ে দে। কি সাহস ওই ভিক্ষাজীবীর। চৈত্য-সেনাপতির নিকট এসেছে ব্রাহ্মণত্ব দেখাতে।

শান্তশীল। আরে আরে দুরাচার। ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা? জান না ব্রাহ্মণের কত ক্ষমতা? শীর্ণকায় দীনদরিদ্র দুর্ব্বল হ'লেও—জেনে রেখো দুরন্ত, এর এই ক্ষুদ্র বক্ষে বিশ্বধ্বংসী বাড়বানল আছে—এর নিঃশ্বাসে প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাত আছে। এই আমি জল দিচ্ছি, দেখি ব্রাহ্মণের কার্য্যের প্রতিকূলে দাঁড়াতে তোমার কতখানি শক্তি। [অগ্রসর]

অগ্নিমিত্র। [বাধা দিয়া] আর এক পা অগ্রসর হ'য়ো না। কি, শুন্‌বে না? আরে—আরে—ভিক্ষাজীবি! সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর অগ্রে ওই উন্মাদ ব্রাহ্মণকে—দেখি ওকে কে আজ রক্ষা করে।

অনুচরগণসহ মাধব সর্দ্দারের প্রবেশ।

মাধব। হামি রক্ষা কর্‌বে রে বেইমান—হামি রক্ষা কর্‌বে। এ ভাই সব। ওই দুষমনটাকে হামাদের পুণ্যির রাজ্যি হ'তে ভাগিয়ে দে।

অগ্নিমিত্র। বধ কর সৈন্যগণ! ওই বন্য শূকরদের।

মাধব। মার্‌—মার্‌ বেইমানকো।

[যুদ্ধ ও অগ্নিমিত্রের পলায়ন]

শান্তশীল। [উতঙ্ককে জল দিল] মাধব—মাধব। আশীর্ব্বাদ করি

বন্ধু ! তুমি আদর্শ মানুষ হও। আমি আজ হ'তে তোমার মহিমার দ্বারে আত্ম-বিক্রয় করলাম। তুমি না এলে আজ হয়তো একটী অমূল্য জীবন নষ্ট হ'য়ে যেতো। এই দেখ, একজন নিরীহের প্রতি কি নির্য্যাতন !

মাধব। কে ? ও—ঠাকুর বাবা ?

শান্তশীল। জানি না, তবে এ হৈহয়-বাসী। হৈহয়-রাজ-নিগৃহীত কোন প্রজা। এস বৎস ! আর তোমার ভয় নেই, ধাম্মিককে রক্ষা কর্‌তে পরমেশ্বরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে সর্ব্বত্রই বিরাজিত।

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ ! আমার পরিচয় জান্‌বে না ?

শান্তশীল। জান্‌বো পরে। তুমি শত্রু হও—মিত্র হও—তবু আজ হ'তে তুমি আমার আশ্রিত। আমি তোমার রক্ষক। চল মাধবদাস ! অদ্যকার মত তোমার আলয়ে অবস্থান ক'রে কল্য প্রত্যূষে রাজধানীতে ফির্‌বো। তীর্থ-পর্য্যটন ক'রে ফের্‌বার পথেই আজ আমার তীর্থফল লাভ হ'ল। চল।

মাধব। হামি যে ছোট্টা জাত আছে। তুহি হামার ঘরে থাক্‌বি ঠাকুর বাবা ? কৈ ভদ্দর আদমি হামার ঘরে আসে না—থাকে না —আমাদের পরশ কর্‌তে ঘৃণা বোধ করে।

শান্তশীল। না—না, মস্ত ভুল তাদের মাধবদাস ! জন্ম আর কর্ম্ম আকাশ-পাতাল ব্যবধান। বন্ধু ! তোমার মহাপ্রাণতা সুসভ্যতার বহু উচ্চে। যাদের অন্তর এত উদার—কর্ম্ম এত গরীয়ান্—পূজা এত ভক্তি-শ্রদ্ধার; তারা কখনো সমাজের নিম্নস্তরে থাকতে পারে না। চল মাধবদাস ! আজ আমি আভিজাত্যের অহঙ্কার ভুলে গিয়ে, তোমার সেই সারল্যমণ্ডিত পর্ণকুটীরে বাস ক'র্‌বো। তোমার শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি সাদরে গ্রহণ ক'রবো। তার জন্য যদি সমাজচ্যুত হই—ক্ষতি নেই,

তবু আমি তোমায় ভাই ব'লে বুকে টেনে নিতে কুণ্ঠিত হবো না। এস, এস অস্পৃশ্য! তোমার অস্পৃশ্যতার পুণ্য স্পর্শনে আমার বুকে মানবত্বের দীপ্তি আভা ফুটে উঠুক। [মাধবকে বক্ষে গ্রহণ]

মাধব। চল্—চল্—ঠাকুর বাবা! তবে তুহি হামার ঘরে চল্। আজ হামার লেড়কীর সাদি আছে। তুহাদের পালে হামার কেত্তো আনন্দ হোবে। হো হো হো! হাম্মর ঘরে আজ ঠাকুর বাবা যাচ্ছে। কৈ হামায় আর ছোটা জাত বোল্‌বে না। কৈ—কৈ তুহারা আয়, তুরন্ত আয়, ঠাকুর বাবাকে হামাদের কুঁড়িয়ামে লিয়ে যাবি আয়।

গীতকণ্ঠে ভীলরমণীগণের প্রবেশ।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

চল্ তুহারা চল্।
ছোটা জাতের ছোটা ঘরে
চল্ তুহারা চল্॥
আন্‌বো মেরে বরা হরিণ,
তুহাদের দিবে খাতে,
বিছিয়ে দিবে পাতার আসন
তুহাদের শুতে
মিঠি হাওয়াতে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গিরিধারীর বহির্ব্বাটী।

গিরিধারী।

গিরিধারী। গিন্নি—গিন্নি! ও গিন্নি! বলি শুন্‌ছ? এখনো কি তোমার মঙ্গলবার করা হয় নি?

ষণ্ডেশ্বরীর প্রবেশ।

ষণ্ডেশ্বরী। কেন গা, ষাঁড়ের মত অমন চেঁচাচ্ছ!

গিরিধারী। ষণ্ডেশ্বরীর প্রাণবল্লভ ষণ্ডেশ্বর না হ'য়ে কি আর ছাগলেশ্বর হবে, না ভেড়াশ্বর হবে? বলি শুন্‌ছ?

ষণ্ডেশ্বরী। বাবা, পরাণটা গেলেই বাঁচি! মিন্সের জন্যে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হবে না। মাত্র আড়াই পোয়া চিঁড়ের সঙ্গে গণ্ডা চার-পাঁচ আম মেখে ফলার খেয়ে—ওমা, ভুলে যাচ্ছি, সেরখানেক মুড়কিও ছিল; যেমনি রুটী ক'খানা খেতে যাবো, অমনি পেছু ডাকা—খাওয়া হ'ল না। না খেয়ে আমায় মর্‌তে হবে গা। আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট।

গিরিধারী। আ-হা-হা! তাইতো বিধুমুখীর আজ মোটেই আহার হ'ল না গা! ছি-ছি-ছি—কর্‌লাম কি? অমন সাধের মঙ্গলবারটা মাঠের মাঝখানে মারা গেল। যাক্, আসছে মঙ্গলবারে এখন সুদ সমেত সব মিটিয়ে নিও। আমি আজই দশ সের চিঁড়ে আর পাঁচ সের মুড়কির বায়না দেবো; বলি শুন্‌ছ? ব্যাটার ছেলে যে মদ ধরেছে।

যণ্ডেশ্বরী। আহা, ঘটী ঘটী থাক্।

গিরিধারী। এঁ্যা, সে কি? তুমি কি বল্‌ছ গিন্নি? তোমার কথা শুনে যে আমার গর্ভপাত হবার উপক্রম হ'চ্ছে। ঘটী ঘটী মদ খাবে কি?

যণ্ডেশ্বরী। তুমি যেমন কলকে কল্‌কে গাঁজা খাও, ছেলেও তেমনি ঘটী ঘটী মদ খাবে।

গিরিধারী। এঁ্যা, ওইটুকু ছেলে মদ খাবে কি?

যণ্ডেশ্বরী। তারপর তোমার মাথাও খাবে।

গিরিধারী। কি, আমার কথার উপর কথা?

যণ্ডেশ্বরী। চুপ কর—চুপ কর—যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। মেলা বাড়াবাড়ি ক'রো না—ঝাঁটার চোটে কুঁজ ফাটিয়ে দেবো।

গিরিধারী। কি বল্‌লে গিন্নি—এটা আমার কুঁজ? থুড়ি থুড়ি—কি বল্‌ছ তুমি—এটা আমায় কুঁজ? উঁহু, না—না, এটা কুঁজ নয়। এটা বিষয় বুদ্ধির ফোঁড় বেরিয়েছে।

যণ্ডেশ্বরী। এইবার আকাশ পানে ঠেলে উঠবে।

গিরিধারী। শ্রীকৃষ্ণ গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন, আমিও স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণের পিঠে এই গিরিরূপ কুঁজ ধারণ করেছি ব'লে আমার নাম গিরিধারী। আমার সঙ্গে মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বে গিন্নি! বিষয়-বুদ্ধি আমার অত্যন্ত ব'লে একটু আধটু গাঁজা খেতে হয় গিন্নি!

যণ্ডেশ্বরী। বেশ—খুব খাও। যাই পঞ্চগব্যি ক'রে মঙ্গলবারটা সেরে নিই গে। ছি-ছি, আধখানা ক'রে কি রাখতে আছে?

[প্রস্থান।

গিরিধারী। সাম্‌লে রে—মঙ্গলবার আর ষষ্ঠী সংক্রান্তি ক'রে গিন্নী আমার মাথাটা খাবে দেখছি।

প্রদীপের প্রবেশ ।

প্রদীপ। বাবা! বাবা! ' এই দেখ এক জোড়া গোঁফ লাগিয়েছি। সকলেই ব'লে খোকা খোকা, এইবার আর কোন শালাও খোকা বল্‌বে না। বল তো বাবা, কেমন মানিয়েছে ?

গিরিধারী। আ-হা-হা, চমৎকার মানিয়েছে। ছি-ছি-ছি—তোমায় লোকে বলে কি না খোকা ? হরি হরি হরি! দেখ ধন, তোমার গোঁফ না উঠ্‌লেও তুমি সব বিদ্যেই শিখেছ। জ্যাঠামি—ইয়ারকি—ফোচ্‌কেমি—আরও কত কি। আবার নাকি মদও ধরেছ ?

প্রদীপ। তুমি গাঁজা খাও কেন ? তুমি ডাঙ্গা পথে যাও, আমি না হয় জল পথে যাই। দেখ বাবা, মদ খেতে ভারি চমৎকার।

গিরিধারী। কুলাঙ্গার—কুলাঙ্গার! এই বয়সে অধঃপাতে গেল দেখছি। লেখাপড়া ত শিকেয় উঠেছে। বামুনের ছেলে দশকর্ম্ম শেখা, তাও নেই। ওরে অকালকুষ্মাণ্ড, তুই খাবি কি ক'রে ?

প্রদীপ। যেমন তুমি হাত দিয়ে খাও।

গিরিধারী। ওঃ! বাছার আমার কি টন্‌টনে বুদ্ধি। ছেলে বটে একখানা। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক! সার্থক তোমার প্রদীপ নাম। আহা, আমার কুলের প্রদীপ—ঝাড় লণ্ঠন। যাও—যাও বাবা, বাড়ীর ভেতর যাও—আহা, ক্ষিদে পেয়েছে দেখছি।

প্রদীপ। দেখ বাবা!

গিরিধারী। বল বাবা!

প্রদীপ। তোমার পিঠে ওটা কি ?

গিরিধারী। তোমার গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করগে বাবা!

প্রদীপ। আমার তো এখন বিয়ে হয়নি গর্ভধারিণী কি ক'রে হবে ?

গিরিধারী। বেরো—বেরো হারামজাদা, গো-মুখ্যু।

[প্রহারোদ্যত]

প্রদীপ। সাবধান! সাবধান! এখুনি এক কিলে তোমার কুঁজ বোম্বাট ক'রে দেবো। মেরে তোমায় আমি খারাপ ক'রে দেবো। জানো—আমি গোঁফ লাগিয়েছি।

গিরিধারী। দূর হ—দূর হ—তোর মুখদর্শন কর্‌তে চাই না।

প্রদীপ। তবে আমার পিঠ দেখ।

গিরিধারী। হারামজাদা! আবার ইয়ারকি হ'চ্ছে। [প্রহার]

প্রদীপ। কি, চড় মারলে? দাঁড়াও কুঁজোরাম—এই এক ঘুসি।

[কুঁজে ঘুসি মারিয়া প্রস্থান।

গিরিধারী। উ-হু-হু, গেছিরে বাবা! ব্যাটা সজোরে ঠিক বুদ্ধির ফোঁড়ের উপর কিল মেরে গেল। দাঁড়াও—দাঁড়াও, ব্যাটাকে আজই তেজ্য-পুত্তুর ক'রে ছাড়্‌বো। মাথা খেলে—মাথা খেলে ওই হারামজাদী মাগি! যণ্ডেশ্বরী—অণ্ডেশ্বরী—খণ্ডেশ্বরী ওর মাথাটা খেলে। যাই দেখি এখন রাজবাড়ী পানে, যদি কিছু দাঁও-টাও মার্‌তে পারি। শিব শম্ভু—শিব শম্ভু! তাইতো, ভুলে যাচ্ছি যে, মহারাণী স্বস্ত্যয়ন কর্‌বেন—এইবার মোটা রকম পাওনা হবে। গিন্নি—গিন্নি! বলি শুন্‌ছ?

যণ্ডেশ্বরীর প্রবেশ।

যণ্ডেশ্বরী। ওমা, আবার কেন ডাকাডাকি গা? এইমাত্র এই দু'খানা রুটী মুখে তুলেছি। মিন্সে আমার মঙ্গলবারটা কর্‌তে দিলে না গা? ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমায় সব গেল। [বসিয়া ক্রন্দন] আমার একি হ'লো গো—আমার সব গেল গো—ও মা গো তুমি কোথায় গেলে গো?

গিরিধারী। আ-হা-হা-হা চুপ কর—গিন্নি! বলি শুনেছ—একটা

ভয়ানক দাঁও এসেছে। মহারাণী স্বস্ত্যয়ন করবেন—তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলুম !

ষণ্ডেশ্বরী। আমি তাহ'লে নাচি ?

গিরিধারী। নাচ-নাচ ষণ্ডেশ্বরি—চার পা তুলে ল্যাজটা খাড়া ক'রে—তাথৈ তাথৈ নাচ।

ষণ্ডেশ্বরী। কি, আমি নাচ্‌বো ? মেয়েমানুষ হ'য়ে নাচ্‌বো ?

গিরিধারী। কি, আমি—আমি মেয়ে মানুষ হ'য়ে নাচ্‌বো ? ব'লে যে অবাক হ'য়ে গেলে ? কেন, আজকাল কত মেয়ে নাচ্‌ছে—আর নাচ্‌বে না ? যদি বেশ ভাল ক'রে নাচ শিখ্‌তে পার, তাহ'লে তোমার নাচের জন্য একটা প্রদর্শনী খুল্‌বো। দেখ্‌বে—দেখ্‌বে তুমি লোকারণ্য হ'য়ে যাবে। কত পয়সাও রোজগার হবে।

ষণ্ডেশ্বরী। মুখে আগুন তোমার পয়সায়। মেয়েমানুষ আবার নাচ্‌বে কি ?

[প্রস্থান।

গিরিধারী। হবে—হবে, তোমায় নাচ্‌তে হবে—নাচ্‌তে হবে—আবার গানও গাইতে হবে। আজকাল মেয়েমানুষে নাচগান না শিখলে তার বিয়েই হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

গীতকণ্ঠে মঞ্জুলার প্রবেশ।

গীত।

তৃষিত হিয়ায় তুমি এস হে প্রিয়,
এস হে যৌবন সুন্দর ভৃঙ্গ।
উছলিত তটিনী, কুলভাঙ্গা টান তার,
কিবা সে অপরূপ তরঙ্গভঙ্গ॥
বসন্ত বাতাসে মূর্চ্ছিত চারু তনু,
প্রভাতীর আলাপনে বিকশিত হয় ভানু,
ঘুচুক মরম জ্বালা, পরহে সাধের মালা,
চরণে দলিত কেন কর হে নটবর—
কেন হে ছলনা, কেন হে রঙ্গ॥

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। বড় সুন্দর! বড় মধুর তোমার ওই গান মঞ্জুলা। ইচ্ছা হয় আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সারাজীবন তোমার ওই সঙ্গীতসুধা পান করি।

মঞ্জুলা। একি! অনিলাক্ষ্য, তুমি এখানে কেন? কি চাও?

অনিলাক্ষ্য। চাওয়ার কথা আর কতদিন বল্‌বো মঞ্জুলা? বহুদিন পূর্ব্বেই তো তুমি চাওয়ার কথা শুনেছ।

মঞ্জুলা। কিন্তু তা হয় না। তুমি অন্য কিছু চাও—নিশ্চয়ই পাবে।

অনিলাক্ষ্য। না, অন্য কিছুই চাই না! চাই তোমায়—চাই তোমার রূপের সেবা—চাই তোমার প্রেম-সুধা পান!

মঞ্জুলা। বড় ভুল করছ অনিলাক্ষ্য। কেন একটা ভুলের বশবর্ত্তীতে অমন সুন্দর জীবনটাকে ব্যর্থময় ক'রে তুলবে? মনে রেখো, তুমি ভাই—আমি ভগ্নী।

অনিলাক্ষ্য। বটে? তুমি আমার হবে না? আমার এত আয়োজন সব তুমি ব্যর্থ ক'রবে? আর সুখের স্বপ্ন তুমি অর্দ্ধপথে ভেঙ্গে দেবে মঞ্জুলা?

মঞ্জুলা। সব যাবে অনিলাক্ষ্য। পাপের দুশ্চিন্তায়—একে একে তুমি সব হারাবে। মনুষ্যত্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মহত্ত্ব সব হারিয়ে তুমি পথের ভিখারী সাজ্‌বে। অনুতাপের অশ্রুজলে পৃথিবীর বুকখানা ভেঙ্গে যাবে, তখন কেউ আর তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না। ভাল চাওতো এখান হ'তে এই মুহূর্ত্তে চ'লে যাও—নতুবা তোমার এই গর্হিত কর্ম্মের পুরস্কার—

অনিলাক্ষ্য। কি পুরস্কার?

মঞ্জুলা। অপমান—অপমান!

অনিলাক্ষ্য। তুমি আমায় অপমান করবে? এখন সব ভুলে গেলে মঞ্জুলা?

মঞ্জুলা। না ভুলিনি অনিলাক্ষ্য! শৈশবের স্মৃতি হ'তে আজও পর্য্যন্ত মনে পড়ে তোমার স্নেহভালবাসা—অনুরাগ, কিন্তু—কিন্তু, আজ মনে পড়লেও আমি যে কৃতজ্ঞতা দিয়ে তোমায় সুখী করতে পারবো না। হ্যাঁ পারি, তোমায় সুখী করতে মায়ের মত স্নেহের পরশ দিয়ে।

অনিলাক্ষ্য। আমি তো সে ভাবে তোমায় কোনদিন চাইনি—আর আজও তা চাইতে পারবো না। আমি তোমায় চাই। তার জন্য যদি

আমায় সৃষ্টির অবজ্ঞা মাথায় তুলে নিতে হয়—তাই নেবো—তবু তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না।

মঞ্জুলা। পার্‌বে না?

অনিলাক্ষ্য। না—না মঞ্জুলা! আজ আমি কালের কঠোরতায়—দানের নির্ম্মমতায়—পিশাচের নির্লজ্জতায় তোমার কাছে ছুটে এসেছি—আজ একটা শেষ মীমাংসা কর্‌তে চাই। হয় তোমায় পাবো—না হয় চিরদিনের জন্য ভুলে যাব।

মঞ্জুলা। কি ভ্রান্ত তুমি অনিল! তুচ্ছ একটা নারীর জন্য আজ তুমি দুরন্ত পিশাচ সাজ্‌তে চাও? ক্ষণিক পরিতৃপ্তির জন্য একি তোমার লালসার উন্মাদনা? হায় অনিল! আমি জান্‌তুম তুমি মানুষ—তোমার অন্তর আছে; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তুমি ঘৃণ্য পশুর চেয়েও অধম।

অনিলাক্ষ্য। [উত্তেজিত ভাবে] মঞ্জুলা!

মঞ্জুলা। সাবধান! তুমি দাস—আমি তোমার প্রভুকন্যা।

[সরোষে প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্য। উঃ—উঃ! মঞ্জুলা তুমি আমায় অপমান ক'রে চ'লে গেলে? আচ্ছা—আচ্ছা, আমিও তোমায় দেখ্‌বো—সংসারে তুমি কাকে বিবাহ ক'রে সুখিনী হও। দেখ্‌বো, কে হয় আমার প্রণয়পথের অন্তরায়। আমি তোমায় চাই।

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

যে চায় না তোমায় কেন তুমি তাকে চাও?
বুকের মাঝে চিতা জ্বেলে কেন সদা দুখ পাও॥

নেশার ঘোরে মত্ত হ'য়ে
কেন কুপথ্য পানে খাও,
সব খোয়াবি ওরে পাগল
বিষকে কেন খাও,
পাপের স্মৃতি মুছে ফেলে
আলোক তুলে নাও ॥

[প্রস্থান

অনিলাক্ষ্য। উমানন্দ—উমানন্দ! তোমার সঙ্গীতে আমার নেশার উন্মত্ততা—পাপের রেখা মন হ'তে দূর ক'রে দিলে। সত্যই তো, যে আমায় চায় না—আমিই বা তাকে চাইবো কেন? না—না, অহঙ্কার, অনিলাক্ষ্যের অপমান?

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। আর তুমি সেই অপমান মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে নীরব নিশ্চেষ্ট থাকো? কেমন অনিলাক্ষ্য?

অনিলাক্ষ্য। একি! আপনি এখানে?

সুনন্দা। হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি অনিলাক্ষ্য। যাক্—আমার কাছে কিছু গোপন ক'রো না। একদিন মঞ্জুলা তোমার হবেই—তবে কিনা অনিলাক্ষ্য—

অনিলাক্ষ্য। বলুন।

সুনন্দা। আমার আদেশমত তোমায় চল্‌তে হবে। শোন অনিলাক্ষ্য! ভবিষ্যৎদর্পণে আমার পুত্রের ভবিষ্যৎ দেখে আমি বড় চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি। এতদিন হয়নি—তার কারণও অন্য ছিল। কিন্তু আজ সপ্তাহকাল মহারাজের এক নব কুমার ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কোলাপুর রাজ্যের সিংহাসন ভবিষ্যতে তারই হবে।

অনিলাক্ষ্য। কিন্তু আমায় কি কর্‌তে হবে দেবি ?

সুনন্দা। তোমায় আমার পক্ষে যোগদান কর্‌তে হবে। আমি জ্বাল্‌বো এক বিরাট ধ্বংসের চিতা এই শান্তিময় কোলাপুর রাজ্যে—তুমি শুধু নীরবে যুগিয়ে যাবে ইন্ধন, দেখ্‌বে তোমারও আশা পূর্ণ হবে। আমিও তখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌বো।

অনিলাক্ষ্য। আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি, আজ হ'তে অনিলাক্ষ্য আপনার আদেশেই চালিত হবে। ভবিষ্যতের আশা পূর্ণতায় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌তে অনিলাক্ষ্য তার ধর্ম্ম কর্ম্ম পুণ্য সবই বিসর্জ্জন দেবে—পিশাচ সাজ্‌বে—পৃথিবীর বুকে বীভৎসতাব সৃষ্টি কর্‌বে।

সুনন্দা। মনে রেখো—আমাদের এ অভিযানের পথে বহু অন্তরায় দাঁড়াবে। কিন্তু তার জন্য তুমি বিচলিত হবে না—ভীত হবে না—, আমি তোমার পশ্চাতে অনন্ত শক্তির নিশান তুলে ধ'র্‌বো।

অনিলাক্ষ্য। যথা আজ্ঞা।

সুনন্দা। একটা কথা অনিলাক্ষ্য, মহীরথকে আমায় করতলগত কর্‌তে পার্‌ছিনে। যদিও সে আমারি পুত্র—যদিও তারই জন্য আমি পাপের রঙ্গমঞ্চে নাম্‌তে চাইছি, তবু সে এত কাপুরুষ, এত হীনচেতা যে নিজের ভবিষ্যৎ বুঝ্‌ছে না দিবারাত্র বিলাসের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। যাক্—তুমি কিন্তু আমার সহায় থেকো, আমি এখন চল্‌লুম। সাবধান যেন, আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রো না। সুরথ—সুরথ! তোমার নব পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার আনন্দেব মহোৎসব চুরমার হ'য়ে যাবে।

[প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সুবর্ণ সুযোগ—সুবর্ণ সুযোগ! মঞ্জুলা! দর্পিতা! তোমার ও রূপ-যৌবনের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মালী-মালিনীর প্রবেশ।

গীত।

মালী।— ও মালিনি, তাড়াতাড়ি ফুল তুলে
ঘরে ফিরে চল্।
গহীন কালো আকাশখানা
সোঁ সোঁ সোঁ কর্‌ছে লো,
নাম্‌বে বুঝি জল॥

মালিনী।— ও মাগো কি হবে গো, জল এলোতো ব'য়েই গেল,
কেমন ক'রে গাঁথবো আমি টাট্‌কা
ফুলের মালা বল॥

মালী।— মালা আর পরবে কে?
আমার যে বয়েস গেছে,

মালিনী।— যা—যা—যা, বলিস্ কি,
তোর গেছে তো আমার কি,
আমার যে ভরা নদী কানায় কানায়
কর্‌ছে সদা টলমল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। জীবনের উপর দিয়ে অবিরাম একটা মহা ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, সে ঝড়ে আমার হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে। হৃদয়ের সমস্ত উদ্যম উৎসাহ কর্ত্তব্য বিবেককে যেন আমার অন্তরে আঘাত দিয়ে ব'ল্‌ছে, ওঠ—ওঠ, নিজের ভবিষ্যৎপানে ফিরে চাও। উঃ! কি জটিল রহস্যময় সংসার! এর অন্তস্থলে প্রবেশ করা ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে বড়ই অসম্ভব। এখানে বিশ্বাস নেই—সরলতা নেই—রাশি রাশি অবিশ্বাস—রাশি রাশি সংশয়—রাশি রাশি স্বার্থের তরঙ্গ। কই—কই, তোরা আমার দুশ্চিন্তার মাঝখানে শান্তির পরশ দিয়ে যা—

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

ফুটন্ত যৌবন কুসুমিত উপবন
বস হে সুন্দর, অভিমান কেন আর।
দোলায়ে সুচারু অঙ্গ অনিবার
করিব কত হে রঙ্গ ভোলাবার॥
কাজল আঁখিতে গোপন ঠারে,
বহাবো উৎস মথিয়া তোমারে,
মিলন বাঁশীর তানে, ললিত গানে গানে,
প্রেমেরি নয়নে প্রেমেরি বাঁধনে
তোমারে বাঁধিব হে প্রিয় আমার॥

[প্রস্থান।

মহীরথ। এমন মুক্ত জীবনের স্রোত, তুমি আবার কোন্ পথে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও মা? পুত্রের এমন আনন্দের প্রতিষ্ঠানে কেন তুল্তে চাইছো মা একটা প্রবল ঝড়? কেন তুমি শত শ্রদ্ধার অন্তর হ'তে বিতৃষ্ণায় অন্ধকারে নেমে যেতে চাইছো? ক'দিনের জন্য? উঃ—মানুষের কি মহাভ্রম! একটা নশ্বর আসক্তির তাড়নায় মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে; কিন্তু জানে না কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে মরণ এসে তার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাবে। তখন সবই প'ড়ে থাকবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। মহীরথ! মহীরথ!

মহীরথ। কেন মা?

সুনন্দা। কি ভেবে-চিন্তে স্থির কর্‌লে?

মহীরথ। কি আর স্থির ক'র্‌বো মা?

সুনন্দা। তাহ'লে মায়ের কথা শুন্‌বে না।

মহীরথ। কেন শুন্‌বো না? ঠিক মায়ের মত কথা বল, পুত্র নিশ্চয়ই শুন্‌বে।

সুনন্দা। রাজ্য চাও না?

মহীরথ। রাজ্য! রাজ্যে কি প্রয়োজন আছে মা? আমাদের ত কোন অভাব নেই; অতুল ঐশ্বর্য্য—অসংখ্য দাসদাসী—অনাবিল আনন্দ। অভাব কি? কিসের জন্য এমন শান্তিময় বুকের ভেতর একটা হাহাকারের চিতাকুণ্ড জ্বাল্‌বো? ভুলে যাও রাজ্যের কথা—তোমার ওই চরণ—তাই যে মা আমার শত রাজ্য, আমি যেন যুগ-যুগান্তকাল ঐ রাজ্যের অধিকারী হ'য়ে থাক্‌তে পারি।

সুনন্দা। এত তুমি দুর্ব্বল মহীরথ! জান্‌তুম সিংহের সন্তান সিংহই হয়—কখন শৃগালশাবক হয় না। ওরে মহি! তুমি জান না—রাজা

ক্ষত্রিয়ের নিকট কতখানি সাধনার সম্পদ্! এই ভারতের ইতিহাসখানা পর পর উল্‌টে যাও মহি, দেখ্‌বে রাজ্যের জন্য কতদিন কতবার ভারতের বুকখানা—রক্তে রক্তে রক্তময় হ'য়ে উঠেছিল। দিকে দিকে—নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে—কত কান্নার সুর বেজে উঠেছিল, কিন্তু তবুও রণদামামা বন্ধ হয়নি। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা থামেনি—রাজ্যপিপাসারও শেষ হয়নি। যখনই যে কোন জাতি—যে কোন লোক বীরত্ব নিয়ে ফুটেছিল—তখনি সে অস্ত্র ধ'রেছিল, ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য কিছুরই বিচার না ক'রে রাজ্যলাভের জন্য নেচে উঠেছিল।

মহীরথ। রাজ্যলাভ ক'রে ক'দিন ভোগ ক'রেছিল? দুদিনের ভোগের জন্য আমি পার্‌বো না মা ইহজীবনের পরজীবনের অভিশাপ মাথায় তুলে নিতে। যদি পার—যদি তোমার সে ক্ষমতা থাকে, পুত্রকে অমর কর; দেখ্‌বে পুত্র তখন তোমার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'র্‌বে। কিন্তু একটা অসার স্বপ্নে আত্মবিভোর হ'য়ে তার মনুষ্যত্ব হারাবে না।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দা। মহীরথ!

মহীরথ। পার্‌বো না মা—তুচ্ছ রাজ্যের জন্য পিশাচ সাজ্‌তে। এস, এস মা—পুত্রের হাত ধর, চল এই লোভ-লালসাঘেরা সংসার হ'তে—সম্মুখের ওই মহানন্দের পুণ্য তপোবনে, সেখানকার বিহগীর সুললিত আলাপনে—মুক্ত বাতাসের অমিয় হিল্লোলে—উচ্ছ্বসিত তটিনীর কুলু-কুলু স্বরে—তুমি ভুলে যাবে এই স্বার্থের মূর্ত্তি—টুটে যাবে তোমার মনের সঙ্কীর্ণতা; দেখ্‌বে এই বিশ্ব কত সুন্দর—কত মনোহর—কত মহিমার। তখন জগতের শত সহস্র সন্তান আবেগকম্পিতকণ্ঠে তোমায় মা মা ব'লে ডাক্‌বে। কিন্তু এমনিভাবে মায়ের মাতৃত্ব হারালে—তোমার স্থান ওই দুর্গন্ধ নরককুণ্ডেও হবে না।

সুনন্দা। কি, তুমি মায়ের অপমান কর্‌তে চাও মহি! জান না কার অনুকম্পার পূতধারায় এত বড়টা হ'য়ে উঠেছ—কার অনুগ্রহে তুমি বিচারশক্তি দেখাতে চাইছো? অকৃতজ্ঞ!

মহীরথ। আমি জানি—আমার মঙ্গলময়ী মায়ের অনুগ্রহে আমি মানুষ হ'য়েছি। মায়ের সেই অপার্থিব দান—মায়ের সেই করুণার অসংখ্য চুম্বন পুত্র আজও ভোলেনি—ভুল্‌বেও না। কিন্তু—

সুনন্দা। কিন্তু?

মহীরথ। কিন্তু আছে।

সুনন্দা। আছে।

মহীরথ। হ্যাঁ—আছে। যে মহত্ব তোমার মহিমময়ী দেবীর আসন দিতে পার্‌তো, সেই মাতৃত্ব আজ তোমার বিষাক্ত হ'তে চলেছে। সাবধান! সাবধান! মাতৃত্বহীনা নারী কখনো পুত্রের নিকট দানের দাবী কর্‌তে পারে না। যাও! যাও! আমি মায়ের মর্য্যাদা অপেক্ষা—আমার পিতৃকুলের মর্য্যাদাকেই অধিকতর মূল্যবান্ ব'লেই মনে করি।

সুনন্দা। বটে! এতদূর বিচার জ্ঞান! মায়ের আদেশ পালনে বিমুখতা! মহি—মহি! মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়ে তুমি সারাজীবন এম্‌নিভাবে একজনের অনুগ্রহের পাত্র হ'য়ে থাক্‌বে? ধিক্! শতধিক্ তোমায় পুত্র!

মহীরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি চিরজীবন—জন্ম-জন্মান্তর এইভাবে—এই প্রবৃত্তি নিয়েই একজনের অনুগ্রহের পাত্র হ'য়ে থাকবো মা! তবু তোমার ওই হিংসা-যজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়ে দিতে মহীরথ তার অমূল্য মানব জনমটুকুকে ব্যর্থ ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে না। যাও—যাও মা! অবিরত পুত্রের কর্ণকুহরে বিষের ধারা ঢেলে দিয়ে পুত্রকে দেবতার মন্দির হ'তে অন্ধকার নরকের পথে টেনে নিয়ে যেও না। তোমার গর্ব্বে

আমার জন্ম হ'লেও কর্ম্ম আমার তোমার প্রবৃত্তি নিয়ে ফুটে উঠ্‌তে পারে না।

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ

গীত।

উমানন্দ—

তবে ছুটে আয় ভাই আলোকে।
সম্মুখে ওই কালো আঁধার আস্‌ছে ছুটে পুলকে॥
মায়াবিনীর মায়ার ছলায়,
মন যেন তোর না হারায়,
শক্ত ক'রে বাঁধন দিয়ে আলোক-ধারে রাখ্‌ না তাকে॥

[প্রস্থান।

মহীরথ। উমানন্দ! উমানন্দ! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দা। কোথায় যাস্‌—মায়ের কথা শুন্‌বি কি না?

মহীরথ। মায়ের পরিবর্ত্তে মাতৃ-হৃদয়ে যদি পিশাচিনীর আবির্ভাব হয়, তাহ'লে তার কথা শুন্‌বে কে?

[প্রস্থান।

সুনন্দা। বাঃ! উঃ! আমার ছেলেটাকে ওরা পর ক'রে দিতে চায়। মহি—মহি! এখনো তোর ভবিষ্যৎ চিন্তা কর্‌; যতই তুই ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে চলিস্‌ না কেন, আমি কিন্তু তোর সে মন্ত্র ব্যর্থ কর্‌তে ছাড়্‌বো না। দেখি, কার শক্তি কতখানি।

মঞ্জুলার প্রবেশ।

মঞ্জুলা। কুমার! কুমার! একি, কোথায় গেল? উঃ! আমার কি প্রাণের যন্ত্রণা, কাকে বলি? নারীর এই অব্যক্ত যন্ত্রণা কে বুঝ্‌বে? জানি না কোন্ কল্পিত দিবসে মঞ্জুলার এ জ্বালার উপশম হবে।

মহীরথের পুনঃ প্রবেশ।

মহীরথ। কোন্ পথে যাই—কোন্ পথে যাই।
চতুর্দ্দিকে স্বার্থের ঝঙ্কার
লালসার ভ্রূকুটী-কটাক্ষ!
নাহি সুখ—নাহি শান্তি—
নাহি হায় ত্যাগের কামনা।
অপূর্ব্ব এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে
মা শেখায় সন্তানে তাহার
স্বার্থের অর্চ্চনা।
দেবতার পুণ্যপীঠে স্বার্থের আরতি।
স্বার্থময়—স্বার্থময় সব।
একি! কে, মঞ্জুলা!

মঞ্জুলা। কুমার—কুমার!

মহীরথ। বারবার কেন তুমি
মুক্ত এ জীবন-পথে
ঢেলে দিতে চাও বালা গরলের ধারা?
ব'লেছি তো কতবার—
করিব না জীবনে বিবাহ।

ক্ষণিক দৈহিক সুখে
আত্মহারা হ'তে
নাহি সাধ জানিও মঞ্জুলা ।

মঞ্জুলা । কেন—কেন—
বিবাহ কি মূল্যহীন মহী ?

মহীরথ । অমূল্য বিবাহ তন্ত্র
সৃষ্টির বিকাশ যাহে
প্রধান সোপান !
সে বিবাহ নহে মূল্যহীন ।
ঐশিক বন্ধন—সুপবিত্র
পুণ্যময় অতি ;
কিন্তু সে বিবাহে আজি বিষময় ফল ।
পিতামাতা কতই আনন্দে
পুত্রের বিবাহ দিল শান্তির আশায়,
কিন্তু হায় !
দু'দিনেই ভেঙ্গে গেল শান্তির দেউল,
এসে এক অজানা সেখানে
কাড়ি নিল তাহাদের বাঞ্ছিত রতনে ।
ক্রমে ক্রমে পিতামাতা হইল যে পর,
পুত্র কিন্তু হেরে না নয়নে ।
তারপর—এক মুষ্টি অন্ন তরে
পিতামাতা করে হাহাকার ,
আর সেই পুত্র দিবারাত্র
পত্নীর সন্তোষ তরে

সাধে কত কুকার্য্য ধরায়।
সেই হেতু বিবাহে বিরাগ—
প্রতিজ্ঞা আমার—
বিবাহ না করিব জীবনে।

মঞ্জুলা। কিন্তু হে কুমার!
তব হেতু মরিবে কি আর একজন?
যে জন তোমার তরে
উন্মাদিনী কাঁদে অবিরল,
যে জন তোমার পায়ে
স'পেছিল যা কিছু তাহার,
যে জন করিল তোমা
জীবনের যাত্রাপথে চির-সহচর—
কি গতি হইবে তাহার
তুমি যদি চল আজ বিবাগীর পথে?

মহীরথ। বড় ভুল করেছ মঞ্জুলা!
না ভাবিয়া—না বুঝিয়া—
অপরে আপন ভাবি
আপনার মনে। এখন সময়
আছে, এখন ফিরাও তব
যৌবনের তটিনী-প্রবাহ
কাঁদিবে পশ্চাতে—ব্যর্থ হবে তব
সুখের জীবন।
ভুলে যাও মায়া-কায়া মোর
স্বাধীন বিহগ সম মলয় বাতাসে

বনে বনে বেড়াব ভাসিয়া—
সোনার পিঞ্জরে বসি
কাঁদাবো না আত্ম-পরিজনে।

[প্রস্থানোদ্যত]

মঞ্জুলা। সে কি! সে কি মহীরথ!
কাঁদায়ো না মোরে;
আমি যে তোমার হই
চরণ-সেবিকা দাসী।

মহীরথ। কিন্তু বিবাহের পর
আমারে সাজাবে তুমি
চরণের দাস!

[প্রস্থান।

মঞ্জুলা। চ'লে গেলে—চ'লে গেলে?
যাও—যাও মহীরথ!
কিন্তু আর ফিরিবে না জীবনের স্রোত।
এ জনমে যদি আমি না পাই তোমারে,
পরজন্মে পাইবার করিব সাধনা।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ।

সুরথ ও মাধবিকা।

সুরথ। মাধবিকা! মাধবিকা!

মাধবিকা। কেন রাজা!

সুরথ। প্রকৃতির সুনির্ম্মল আকাশ সহসা মেঘাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে কেন? বোধ হয় প্রবল বারিবর্ষণ হবে।

মাধবিকা। তুমি আজ অমন কয়্‌ছ কেন রাজা?

সুরথ। আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি রাণি! নবকুমার জন্মগ্রহণ কর্‌তে আনন্দে কোলাপুর রাজ্য মেতে উঠেছিল, কিন্তু রাণি! আমি দেখ্‌তে পেলাম, যেন সে আনন্দের ভেতর একটা প্রলয়ের আগুন লুকিয়ে রয়েছে। তারপর প্রতিদিন দুঃস্বপ্ন! জানি না, মহামায়ার কি ইচ্ছা!

মাধবিকা। তুমি ভেবো না রাজা! মা মহামায়ার আশীর্ব্বাদে সমস্ত অমঙ্গল দূর হবে। মিথ্যা একটা স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে মন খারাপ ক'রো না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাই হবে, তোমার আমার তো কোন হাত নেই।

সুরথ। অগ্রজ-পত্নীর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে আমার মনে হ'চ্ছে, আমাদের এ সুখ-শান্তি বোধ হয় আর বেশীদিন নয়। যেন একটা মূর্ত্তিমান রাহু আমাদের সুখ-শান্তি গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

মাধবিকা। ওকি! দেখ—দেখ মহারাজ! কেমন একটী বালিকা, গান কর্‌তে কর্‌তে এইদিকেই আস্‌ছে না?

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়নের জলে ভাসিয়া
বেড়াই ঘুরিয়া পথে পথে।
কে আছ আমার আপনার ভবে
কে আর দেবে গো খেতে॥
যার দ্বারে যাই, বলে নাই নাই,
ফিরি গো তখন ধীরে
নয়নের নীরে
পারি না চলিতে কোনমতে॥

মাধবিকা। বালিকা! বালিকা! তোমার কি কেউ নেই? যাক্, কেউ থাকুক্ বা না থাকুক্—আজ হ'তে আমরা তোমাকে আমাদের এই রাজপ্রাসাদে স্থান দেবো, আর তোমায় এত কষ্ট ক'রে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে না। মহারাজ! তোমার কি মত?

সুরথ। আমার অমত কিছুই নাই রাণি! দুঃখীর দুঃখমোচন না কর্‌তে পার্‌লে মানব-জন্মের সার্থকতা কোথায়? যাও—বালিকাকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও, সারাদিন বোধ হয় কিছু খায় নি।

মাধবিকা। এস বালিকা!

সিদ্ধেশ্বরী। আমার নাম ধাম না জেনে আমাকে তোমরা স্থান দেবে?

গীতকণ্ঠে একতারাহস্তে নৃত্যসহকারে

দিগম্বরের প্রবেশ।

গীত।

দিগম্বর।—

তোর নাম ধাম জানে সেই ক্ষেপা দিগম্বর।
বল্‌বো নাকি সত্যি কথা
হয় সে প্রাণের ডর্॥
তুই রক্ত খাকী নেংটা মেয়ে,
নাচিস্ ধেই ধেই রক্ত খেয়ে,
আবার ভূত-পেত্নী সঙ্গে নিয়ে
শ্মশানেতে করিস্ ঘর॥
রাগ করিস্ নে বল্‌ছি বলে,
ঘুমিয়ে গেলে নিস্ মা কোলে,
যেন হাতে দিয়ে মাটি
করিস্ নে তুই পর॥

[প্রস্থান।

মাধবিকা। কে তুই পাগল?

সিদ্ধেশ্বরী। ওর নাম পাগ্‌লা দিগম্বর, সবাই ওকে পাগ্‌লা ব'লে ডাকে। আমাকে দেখলেই পাগ্‌লা ওই রকম জ্বালাতন করে। জানি না বাপু, আমি ওর কি ক'রেছি।

সুরথ। নিয়ে যাও রাণি, এই বালিকাকে অন্তঃপুরে। সাবধান! যেন আর কোথাও চ'লে যেতে পারে না।

সিদ্ধেশ্বরী। সে কি গো—তোমরা আমায় বেঁধে রাখ্‌বে নাকি? তবে আমি যাব না।

সুরথ। না বালিকা! সেভাবে তোমায় বেঁধে রাখ্‌ব না—বেঁধে রাখ্‌ব অন্তরের ভক্তির শৃঙ্খল দিয়ে।

সিদ্ধেশ্বরী। ওমা! ভক্তির শৃঙ্খল কি? হ্যাঁগা, তোমরা ওসব কথা বল্‌ছ কেন?

সুরথ। নিয়ে যাও রাণি! দেখ্‌ছো না—এই বালিকার আগমনে সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্তঃপুরে ধূপ ধুনার পবিত্র গন্ধ ফুটে উঠ্‌লো। ওই শোন—কোলাপুরের বুকে যেন এক অস্ফুট ঝঙ্কার! আমার মনে হয় মাধবি! এ বালিকা কোন সামান্য বালিকা নয়। মনে হয়, সেই জগৎমাতা জগদ্ধাত্রী এসেছে কোলাপুরের কোন কীর্ত্তির উৎসব ফুটিয়ে তুল্‌তে দীনহীনা বালিকার বেশে! যাক্, এখন নিয়ে যাও।

মাধবিকা। তাই মনে হয়। এস মা! আহা, কচি মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে।

[সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া মাধবিকার প্রস্থান।

সুরথ। কে ওই বালিকা? আবার একটা দুশ্চিন্তা এসে আমার অন্তর-আকাশ জুড়ে বস্‌লো। সে সৌভাগ্য কি আমার হবে—যে জগন্মাতাকে সাকারে দর্শন ক'র্‌বো।

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। মহারাজ! মহারাজ!

সুরথ। কে—সেনাপতি, কি চাও?

অনিলাক্ষ্য। মহারাজ! শান্তশীল ঠাকুর কোলাপুরের চিরশত্রু একজন হৈহয়-বাসীকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়েছে।

সুরথ। সে কি, শান্তশীল ঠাকুরের এত দুঃসাহস যে, কোলাপুরের চিরশত্রু হৈহয়-বাসীকে তার গৃহে স্থান দিয়েছে? যাও—যাও অনিলাক্ষ্য,

শীঘ্র শান্তশীল ঠাকুরকে আমার নিকট ডেকে আন, তার দুঃসাহসের কারণ কি ?

অনিলাক্ষ্য। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সুরথ। কোলাপুরের চিরশত্রু হৈহয়। তাদের উপর্য্যুপরি আক্রমণে আমার রাজ্য শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছে। কতবার রক্তের তরঙ্গ ছুটে গেছে ; জানি না আবার কি ঘটে।

দ্রুত মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। কাকা ! [পদতলে পতন]

সুরথ। কে—মহী ? এস, এস পুত্র ! বুকে এস। [বক্ষে ধারণ] একি ! একি মহি, তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্ছে কেন ? ঘন ঘন শ্বাস নির্গত হ'চ্ছে, চোখ দু'টী ছল্ছল্ ক'র্ছে, মুখখানি পাংশুবর্ণ। বল—বল পুত্র, তোমার কি হয়েছে ?

মহীরথ। মহীরথের সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্ব'লে গেছে। বৃশ্চিকের দারুণ দংশন ! উঃ—উঃ—কাকা ! আমি বুঝি আর বাঁচ্বো না। গেল—গেল, আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে গেল। এখন আমি কি করি ? কোথায় যাই ?

সুরথ। কি হ'লো—কি হ'লো পুত্র ? বল—কি চাও ?

মহীরথ। কিছু নয়—কিছু নয়। কিছু হয়নি আমার। চাই শুধু বিদায়—চির বিদায়।

সুরথ। বিদায় ? কেন ? কি দুঃখে তুমি বিদায় নিতে চাও মহি ? তুমি যে কোলাপুরের ভাবী-অধীশ্বর।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। কে বললে ? তার প্রমাণ কি ? সত্যতা কোথায় ?

মহীরথ। ওই—ওই অগ্নিকুণ্ড! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি পালাই, আমার শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। হয়তো এখনি অনন্ত নরকে ডুব্‌বো। ছেড়ে দাও।

সুরথ। সে কি দেবি! আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না।

সুনন্দা। তা এখন পার্‌বে কেন? এখন আর সেদিন নেই। এখন যে নবকুমারের মুখদর্শন ক'রেছ; আর কি সে কথা মনে আছে? এখন-নিজ পুত্র ভবিষ্যতে যাতে কোলাপুরের সিংহাসন লাভ ক'রবে, সেই চিন্তায় বিভোর।

সুরথ। উঃ—ভগবান্!

মহীরথ। কাকা! কাকা! আর না—আর না, একখানা অস্ত্র আমায় দাও—আমি ওই রাক্ষসীকে শেষ ক'রে ফেলি। শোন—শোন কাকা! ওই রাক্ষসী দিবারাত্র রাজ্যের জন্য আমায় পাগল ক'রে তুল্‌ছে; কিন্তু মহীরথ যে তোমার স্নেহের দ্বারে আত্ম-বিক্রীত। তাই বিদায় নিতে এসেছি, কি জানি যদি কোনদিন রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আমার যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলি।

সুনন্দা। মহি! এখনো তুই চৈতন্যলাভ কর্।

মহীরথ। না—না, চৈতন্য হারায়নি মা! তুমিই আজ চৈতন্য হারিয়ে ব'সেছ। ফেরো—ফেরো—এখনো ফেরো। যার কত স্নেহ—কত ভালবাসা—কত ভক্তি তুমি দু'হাতে তুলে নিয়েছ, আজ তারই বুক লক্ষ্য ক'রে শাণিত ছুরিকা তুলে ধ'রেছ। আমি চাই না মা! আমি রাজা হবো না—রাজা হবো না।

সুরথ। শোন দেবি! ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ—নিম্নে পবিত্র বসুন্ধরা, সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য—সাক্ষী ভগবান্, কোলাপুরের ভাবী অধীশ্বর ওই মহীরথ।

মুছে ফেল হিংসার স্মৃতি—ভুলে যাও নবপুত্রের কথা—দূর কর ভ্রান্ত ধারণা। সুরথ কখনো কোনদিন তোমার পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে নিজ পুত্রকে সিংহাসন দেবে না।

মহীরথ। আমিও সে সিংহাসন চাই না। মহীরথ এসেছে এই ধরার বুকে স্ফূর্ত্তি কর্‌তে—আনন্দ কর্‌তে। সে আসেনি নিরানন্দের বুকে দাঁড়িয়ে পিশাচ সাজ্‌তে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দা। মহীরথ! কাপুরুষ!

মহীরথ। সাবধান! বারবার আমায় উত্যক্ত কর্‌লে গর্ভে স্থান দেবার দাবী আমি আর রাখ্‌তে পার্‌বো না।

[প্রস্থান।

সুনন্দা। অভিশাপ—অভিশাপ দেবো মহি! তুই জ্ব'লে পুড়ে মর্‌বি কুলাঙ্গার! [প্রস্থানোদ্যত]

সুরথ। দাঁড়াও দেবি! তোমার অন্তর-আকাশে যে ঝড় উঠেছে, আমি তা এখনি নির্ব্বাণ কর্‌ছি। তুমি একটু দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

সুনন্দা। তাইতো, মনের মতলব কি? আমার অপমান কর্‌বে নাকি? বিশ্বাস কি? না, কুলাঙ্গার পুত্রের জন্য আমার মান-সম্ভ্রম সব গেল দেখ্‌ছি! আচ্ছা দেখি, সুরথের কি দুরভিসন্ধি!

শিশুপুত্রক্রোড় সুরথ ও পশ্চাতে বাধা দিতে দিতে
মাধবিকার প্রবেশ।

সুরথ। ছাড়ো—ছাড়ো রাণি!

মাধবিকা। ওগো—কর্‌ছ কি? ও যে আমার পুত্র।

সুরথ। দেবি! দেবি! এই এনেছি তোমার দুশ্চিন্তার প্রতিমূর্ত্তিকে। এইবার একে হত্যা কর—না হয় বল, আমিই একে আজ হত্যা ক'রে ফেল্‌ছি।

মাধবিকা। ওগো রাজা, একি তোমার কর্ম্মের বিকাশ! উঃ! তুমি কি কর্‌তে যাচ্ছ?

সুরথ। চুপ্‌ কর রাণি! চুপ্‌ কর—ধৈর্য্য ধর—প্রাণটা পাষাণ ক'রে গড়ে তোল। যদি না পার, এখান হ'তে চ'লে যাও—নির্জ্জনে ব'সে ব'সে অশ্রুধারার বৈতরণী সৃষ্টি করগে। তুমি জান না মাধবিকা! এ শিশু তোমার আমার জীবনরঞ্জন হ'লেও এ যে কোলাপুরের কাল-রাহু। এরই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে কোলাপুরে ধ্বংসের যজ্ঞানল জ্ব'লে উঠেছে। এরই জন্য যে আজ আমার মন্ত্রী পর হ'তে বসেছে। আমি এই একটা ক্ষুদ্র শিশুর জন্য আমার মন্ত্রীকে হারাতে পার্‌বো না। ধর—ধর দেবি! যার জন্য তুমি আমাদের দূরের পথে ফেলে দিতে চাও, আজ আমি তাকেই এনেছি, যেন কোনদিন তোমার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত না হই।

মাধবিকা। না—না, আমি তা পার্‌বো না। আমি যে এর মা। কত অসহ্য যন্ত্রণার এ যে শান্তির প্রস্রবণ। ওগো—মায়ের সম্মুখে পুত্রহত্যা! মা কি কখনও তা সহ্য কর্‌তে পারে? দাও—দাও রাজা! আমার বুকে দাও। আমি ওকে বুকে ক'রে তোমার রাজ্য হ'তে চির-বিদায় নিচ্ছি। আমি সেই দুর্ভাগ্যের অন্ধকার পথে শত স্বর্গের আনন্দ উপভোগ কর্‌বো এর ক্ষুদ্র মুখে প্রীতির চুম্বন এঁকে দিয়ে।

সুরথ। তুচ্ছ এই শিশুপুত্রের জন্য কোলাপুরের সহস্র সহস্র সন্তান-সন্ততি যে মর্‌বে মাধবিকা! স্থির হও। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর, রাজ্য রক্ষা কর। এক পুত্রের বিনিময়ে সহস্র পুত্রের জননী সাজো।

সুনন্দা। সুরথ! একি? এ আমার অপমান না মানের পূজা? নিজের পুত্রকে হত্যা করবে? ভেবেছ একটা মিথ্যা হত্যার অভিনয় দেখিয়ে সুনন্দার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার গতিরোধ ক'রে নিজ পুত্রের ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার ক'রবে?

সুরথ। বজ্র! বজ্র! কই—কই—এখনো কেন বজ্রপাত হ'চ্ছে না? এখনো কেন পৃথিবী ধ্বংস হ'চ্ছে না? রাণি! রাণি! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

মাধবিকা। দিদি! দিদি! তুমি আমায় বাঁচাও দিদি! নারীর যে কি যন্ত্রণা, তাতো তুমি জানো দিদি! [পদধারণ] ভিক্ষা—ভিক্ষা—দাও, আমি তোমার ছোট বোন, আমি আর কিছুই চাই না—আমার পুত্রটিকে ভিক্ষা দাও।

সুনন্দা। স'রে যাও—আর নাকে কাঁদতে হ'বে না।

সুরথ। তবে—তবে এইবার পূর্ণ হোক নরমেধ-যজ্ঞ। আর একটু অপেক্ষা কর দেবি! আমি এখনি এর মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেখাচ্ছি [প্রস্থানোদ্যত]

মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। । কোলাপুরের ভাবী-অধীশ্বরের জীবন অত মূল্যহীন নয় কাকা! ছাড়—ছাড়—ছেড়ে দাও এ শিশুকে, তোমার বুকে রাখ্‌বার ক্ষমতা না থাক্‌লেও সে ক্ষমতা আমার আছে এই শিশুকে চিরজীবন বুকের মাঝখানে রাখ্‌তে। [শিশুকে গ্রহণ]

সুনন্দা। মহীরথ! কর্‌ছিস্ কি? ওই শিশু যে তোর শত্রু!

মহীরথ। তবুও আমার ভাই।

[শিশুকে লইয়া প্রস্থান।

সুরথ। মহীরথ! আমি যে তোমার আশীর্ব্বাদ কর্‌বার মত মন্ত্র খুঁজে পাচ্ছি নে। চল রাণি! এই উত্তপ্ত মরুভূমি হ'তে শান্তির তপোবনে। চিন্তা ক'রো না মহারাণি! আমি মহীরথকে কোলাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'র্‌বই ক'র্‌বো। মহীরথ! এতখানি তোমার রক্তের আকর্ষণ; ভারতের প্রাণে প্রাণে যদি ওরকম রক্তের আকর্ষণ ফুটে উঠে, তাহ'লে এই আর্য্য-সেবিত ভারত কখনও—কোনদিন তার মর্য্যাদা হারাবে না।

[মাধবিকাসহ প্রস্থান।

সুনন্দা। চমৎকার অভিনয়! কিন্তু সুরথ, আমি এ অভিনয়ে গল্‌ব না—টল্‌ব না—ভুল্‌ব না। ফল্গু-ধারার মত অবিশ্রান্ত ব'য়ে যাবো —কোলাপুর ধ্বংস ক'র্‌বো, তবু আমি তোমার উপেক্ষার পদতলে প'ড়ে তোমাকে বড় ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পার্‌বো না।

[সরোষে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

গীতকণ্ঠে মালী-মালিনীর প্রবেশ।

গীত।

মালিনী।— আমার সাধের মালা দিই গো কাকে,
পাই না খুঁজে মনের মানুষ আর।
উথলে ওঠে রসের হিয়া প্রাণ করে ছারখার॥
মালী।— আমি যে তোর মানুষ—আমি যে তোর তাই,
আমার গলে দে না মালা, এমন মানুষ কোথায় নাই,
মালিনী।— এমন মানুষ চাই নারে—তোরে কি আর প্রাণে ধরে,
মালী।— আমি তো নইকো বুড়ো আছে জোর,
খাটতে পারি দিন রাত্তির ভোর,
মালিনী।— না না না—ও খাটুনী বৃথাই তোর;
মালী।— ও বাবারে, বলিস্ কিরে—
ধন্যি মাগি, ধন্যি তুই—
আসি তবে নমস্কার।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শান্তশীলের বাটী।

শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। চতুর্দ্দিকে অশান্তি বিপ্লব,
চতুর্দ্দিকে কালানল উঠিয়াছে জ্বলি।
হৈহয় রাজ্যের প্রজা উতঙ্কের লাগি
স্পষ্টভাবে কহিতেছে সবে—
ধ্বংস হবে কোলাপুর উতঙ্কের হেতু!
কিন্তু এ শান্তিশীল দিয়াছে আশ্রয় তারে,
রাখিয়াছে সযতনে
সান্ত্বনার অভয় মন্দিরে।
কত যে আশায় সে আছে মোর পাশে,
কেমনে তাহারে আজি দস্যুসম
করিব বিদায়? না।—না, নহে ইহা
যুগধর্ম্ম অথবা নিয়ম!

উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। আশ্রিতকে আশ্রয়চ্যুত করা যুগধর্ম্ম অথবা নিয়ম না হ'লেও আমি বল্‌ছি তুমি আমায় বিদায় দাও ব্রাহ্মণ। কেন তুমি আমার জন্য রাজকোপানলে প'ড়ে এমন শান্তিময় জীবনের মাঝখানে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত কর্‌বে? তুমি জান না ব্রাহ্মণ, তোমার এই আশ্রিতরক্ষার পরিণামফল যে সহস্র অশ্রু বিসর্জ্জন।

শান্তশীল। জানি উতঙ্ক—তা জানি; কিন্তু আরও জানি যে আশ্রিতকে রক্ষা করাই আর্য্যঋষির গরিষ্ঠ ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্য এসে আমার শান্তির কুটীরখানা দ'লে যাক্, প্রবল ঘূর্ণিবায়ু এসে আমার সর্ব্বস্ব উড়িয়ে নিয়ে যাক্—বর্ষার বারিধারা এসে আমার সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে নিয়ে যাক্, তবু তবু যাকে বুকে তুলেছি—তাকে আর বুক হ'তে নামাতে পার্‌বো না।

উতঙ্ক। ওগো দয়ার হিমাদ্রি পরদুঃখকাতর নিঃস্বার্থময় ব্রাহ্মণ, দুরদৃষ্ট উতঙ্কের জন্য বার্দ্ধক্যের সোপানে এসে কাঁদবার এত সাধ কেন? আমায় বিদায় দাও—আমি চ'লে যাই এই কোলাপুর রাজ্য ত্যাগ ক'রে, যদি ভগবানের কোনদিন করুণা পাই, তখন এসে তোমার এই অফুরন্ত ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ ক'রে যাব। তোমার মহিমার দ্বারে লুটিয়ে প'ড়া কৃতজ্ঞতার শুভ্র নিশান তখন তুলে ধ'র্‌বো। আমি কে? কেন আমার জন্য তোমার দুর্ভাগ্যের তন্ময় সাধনা! কোলাপুরবাসীর চিরশত্রু হৈহয়রাজ, আমি তারই প্রজা—আমিও যে কোলাপুরের শত্রু—শত্রুকে আশ্রয় দিয়ে—

শান্তশীল। শত্রুকে আশ্রয় দিয়ে আমি মহারাজ সুরথের চক্ষে আজ রাজবিদ্রোহী হ'য়েছি; কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের কাছে স্বার্থপরতা নেই—পক্ষপাত নেই—ব্রাহ্মণ যে কর্ম্মগরিমায় জগতের শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ ক'রেছে। ভয় নেই উতঙ্ক! অভিমান ক'রে না বৎস! শান্তশীলের অর্থবল—লোকবল না থাকলেও তার ধর্ম্মবল আছে।

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। তবে দেখাও শান্তশীল তোমার এই ধর্ম্মবলের শক্তি কতখানি। আমি মহারাজের আদেশে তোমাদের বন্দী কর্‌তে এসেছি।

শান্তশীল। শুন্‌তে চাই অনিলাক্ষ্য শান্তশীলের অপরাধ। শান্তশীল এমন কি অপরাধ করেছে, যার জন্য সে আজ রাজদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ?

অনিলাক্ষ্য। কোলাপুরের চিরশত্রু হৈহয়বাসীকে আশ্রয় দান—শান্তশীল, তোমার এ অপরাধ কি রাজবিদ্রোহিতা নয় ? যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক কর্‌তে চাই না। তুমি নতশিরে রাজ-আজ্ঞা পালন কর।

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ! এখনো আমায় বিদায় দাও। এখনো সময় আছে ! এখনো তুমি রাজকোপানল হ'তে অব্যাহতি পেতে পার।

শান্তশীল। না—না, আর তা হবে না, ভারতের ব্রাহ্মণ সে ধর্ম্ম—সে আচার শেখেনি ! যেদিন তারা ধর্ম্ম আচার কর্ম্ম সদাচার প্রবলের ভয়ে ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হবে, জান্‌বে সেদিন হ'তেই এই চির গৌরবময় ভারতের দা সমাগত। যাও—যাও অনিল, বল গিয়ে মহারাজ সুরথকে ব্রাহ্মণ এখনো ব্রাহ্মণ ! রাজার মর্য্যাদার চেয়ে ধর্ম্মের মর্য্যাদা তার নিকট চির আকাঙ্ক্ষার—চির আদরের।

অনিলাক্ষ্য। ভেবে দেখ শান্তশীল, তোমার এই অপরিণামদর্শিতার কি বিষময় ফল। এখনো এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

শান্তশীল। চিরজীবন কঠোর দুর্ভাগ্যের দ্বারে আত্মবিক্রয় ক'রে কাঁদ্‌বো অনিল—তবু এ শান্তশীল আশ্রিতকে আশ্রয়চ্যুত ক'রে তার ধর্ম্ম-মার্গের পথ রুদ্ধ কর্‌বে না, যাও।

অনিলাক্ষ্য। [উত্তেজিতভাবে] শান্তশীল ! শান্তশীল !

শান্তশীল। ও রক্তচক্ষু এই ব্রাহ্মণকে দেখিও না রাজভক্ত ! ব্রাহ্মণ ও রক্তচক্ষুর বহু দূরে।

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ ! বিদায় দাও আমায়। আমি তোমার দুঃখ

দেখ্‌তে পার্‌বো না। আমি ফিরে যাই আমার সেই চির সাধনার মন্দিরে। কাঁদ্‌তে হয় সেখানে গিয়ে কাঁদ্‌বো। তবু আমার জন্য আর একজনকে কাঁদ্‌তে দেবো না। আর না হয় এই সেনাপতির সঙ্গে আমি নিজেই মহারাজের কাছে যাচ্ছি। আনন্দে রাজদণ্ড গ্রহণ কর্‌বো; কিন্তু আমার জন্য যে আজ—

শান্তশীল। এতে যে একটা চির-উন্নত জাতির মুখে কলঙ্কের ছাপ পড়্‌বে উতঙ্ক! যে জাতির কর্ম্মের বিকাশে এ ভারতের অস্থি—মেদ—মজ্জা—সুগঠিত, সে জাতি যদি অধর্ম্মের ঝড়ে টলে ওঠে, তাহ'লে এই ভারতেরও অধঃপতন অনিবার্য্য। না—না, আমি তা পারবো না, নিজেকে নিরাপদের কূলে তুল্‌তে, নিজেকে সুখী কর্‌তে আমি এতখানি নির্ম্মমতায় ধর্ম্মের পথ মরুভূমি কর্‌তে পার্‌বো না।

অনিলাক্ষ্য। তাহ'লে বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌বে না শান্তশীল! রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে! ভেবেছ বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ব'লে অব্যাহতি পাবে দণ্ড নিতে? না—না, তা পাবে না; তোমায় কঠোর দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে ব্রাহ্মণ!

শান্তশীল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সেই দণ্ড গ্রহণ কর্‌বো রাজভক্ত! তবু এই আশ্রিতকে বুক হ'তে নামাতে পার্‌বো না। আর বন্দিত্বও স্বীকার কর্‌বো না।

অনিলাক্ষ্য। স্বেচ্ছায় রাজ-আজ্ঞা পালন না কর্‌লে আমি বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হব না।

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

শান্তশীল। কি—কি বল্‌লে নরাধম? বল প্রয়োগে তুমি কুণ্ঠিত হবে না? তবে দেখাও তোমার স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা, রাজশক্তির মহিমা—আমিও দাঁড়ালুম আমার এই আশ্রিতকে বুকে নিয়ে অচল

হিমাদ্রির মত—দ্বাদশ সূর্য্যের প্রখরতা নিয়ে। দেখি, জয়ী হয় কে? রাজশক্তি না ব্রহ্মশক্তি?

অনিলাক্ষ্য। আরে আরে দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! তোমার এতখানি সাহস?

শান্তশীল। না—না অনিল, ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল নয়—ব্রাহ্মণ নির্জীব নয়—ব্রাহ্মণ নিষ্প্রাণ নয়! আছে অনন্ত শক্তির ভীষণতা তার এই জরাজীর্ণ বক্ষে—আছে বিশ্বনাথের প্রলয়-অগ্নি তার এই নয়নে পুঞ্জীভূত হ'য়ে—আছে মহাতঙ্কের ভূকম্পন তার ক্ষীণ নিঃশ্বাসে। আর এ সাহস ব্রাহ্মণের চতুর্যুগের—সৃষ্টির প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে।

অনিলাক্ষ্য। আচ্ছা—আচ্ছা, এই আমি হৈহয়বাসীকে বন্দী কর্‌ছি, দেখি আজ 'ওকে কে রক্ষা করে?

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! আর যে তোমার অপমান সহ্য হয় না। আর যে আমি মানুষ হ'য়ে এ অনাচার দেখ্‌তে পার্‌ছি না। আদেশ দাও—আদেশ—আমি নিরস্ত্র হ'লেও পারি—পারি দেব, এখনি এই মুহূর্ত্তে ওই অধমের টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে, আদেশ দাও।

শান্তশীল। না উতঙ্ক, শত্রুকে ক্ষমা করাই ব্রাহ্মণের মজ্জাগত অভ্যাস। যাও অনিল, এখনো তোমায় ক্ষমা ক'রে যাচ্ছি। নতুবা জেনে রেখো—

অনিলাক্ষ্য। না—না, আমি তার জন্য ভয় করি না। আজ তোমাদের বন্দী ক'রে নিয়ে যাবোই যাবো।

শান্তশীল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মূর্খ! জানো যে সিংহকে বন্দী করা কতখানি দুঃসাধ্যের? যাও—যাও, বল গিয়ে মহারাজ সুরথ্‌কে। শান্তশীল ব্রাহ্মণ, সে তার ব্রাহ্মণত্বই দেখাবে—কখনো কোনদিন সে প্রবলের ভয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। তার কাছে তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ রাজশক্তি। এস উতঙ্ক।

[উতঙ্ককে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

অনিলাক্ষ্য। [বাধা দিয়া] শান্তশীল! শান্তশীল! কোথা যাও? দাঁড়াও।

শান্তশীল। সাবধান! আগুনে হাত দিতে এস না—পুড়ে যাবে।

[উতঙ্কসহ প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্য। কি—কি, এতদূর স্পর্দ্ধা—এতদূর দুঃসাহস! আচ্ছা—দেখ্‌বো শান্তশীল, তোমার কর্ত্তব্যের মহাপূজা তুমি কেমন ক'রে সুসম্পন্ন কর। আমি আজই তোমার কুঁড়েখানায় আগুন লাগিয়ে দেবো। ওরে—ওরে কে আছিস্—শান্তশীলের কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে—আগুন আগুন! পুড়ে গেল—দেবমন্দির পুড়ে গেল।]

গীতকণ্ঠে শিষ্যগণের প্রবেশ।

গীত।

শিষ্যগণ।—

জেগে ওঠো তুমি মন্দির হ'তে
প্রলয়ের মত গর্জ্জনে।
হুঙ্কার ছাড়ো পাষাণ দেবতা
সৃষ্টির পাপ ধর্ষণে॥

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

মাভৈঃ—মাভৈঃ—মাভৈঃ—
নাইক শঙ্কা—নাইক শঙ্কা—শঙ্কানাশন অদূরে ঐ
পাষাণ ফুঁড়িয়া উঠেছে এবার তাথৈ তাথৈ নর্ত্তনে॥

[প্রস্থান।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

শিষ্যগণ ।—

কোথা তুমি ওগো বিপদনাশন,
অনাথের নাথ মদনমোহন ;
কর গো রক্ষা মন্দির তব অভয় বৃষ্টি বর্ষণে ।

[প্রস্থান ।

দ্রুত শান্তশীলের প্রবেশ ।

শান্তশীল। গেল—গেল, আমার সর্ব্বস্ব পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। ওই—ওই গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা, হায় মা কুটীররাণি! একি মা তোর দুর্দ্দশা! ওকি—ওকি, আমার মদনমোহনের মন্দিরেও যে আগুন ধ'রে গেছে। কি করি? ওরে কে আছিস্, আমার মদনমোহনের বিগ্রহকে রক্ষা কর। উঃ—উঃ! একি অত্যাচার এই দুর্ব্বল দীন ব্রাহ্মণের উপর? ভগবান্! মদনমোহন! কই—কই, কোথায় তুমি? এখনো তোমার সাড়া নেই—এখনো তোমার মহিমার বিকাশ নেই—এখনো তোমার অধর্ম্মনাশের প্রলয়-হুঙ্কার নেই? ওঠ—ওঠ, শতযুগের নিদ্রা হ'তে ভূকম্পনের মত জেগে ওঠ। তোমার পুণ্য প্রতিষ্ঠানের উপর দানব এসে তার সেই স্বেচ্ছাচার দেখাচ্ছে—আর তুমি এখনো নীরব নিস্পন্দ অচল? ওঠ—ওঠ! ওকি—ওকি! গেল—গেল, না—না, যাই—যাই আমিও ওই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়িগে। [প্রস্থানোদ্যত]

দ্রুত উতঙ্কের প্রবেশ ।

উতঙ্ক। না—না—যেও না ব্রাহ্মণ, আগুনে ঝাঁপ দিতে। ওই দেখ প্রচণ্ড অনল দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। ওগো—ওগো স্নেহময় দ্বিজ, তুমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে একজন পরের জন্য।

শান্তশীল। পরের জন্য ব্রাহ্মণ একদিন এই বুকের হাড় উপড়ে দিয়েছিল উতঙ্ক! ছাড়—ছাড়, ছেড়ে দাও—আমার কুলদেবতাকে বাঁচাই, তারপর—

উতঙ্ক। পার্‌বে না—পার্‌বে না ব্রাহ্মণ! কুলদেবতাকে বাঁচাতে পার্‌বে না। সমস্ত মন্দির যে ওই দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। ওখানে গেলে তুমিও পুড়ে যাবে।

শান্তশীল। না—না উতঙ্ক! আমার কুলদেবতার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বো না। আমার সর্ব্বস্ব পুড়ে গেছে—তা যাক্, কিন্তু আমার মদনমোহন যে—

উতঙ্ক। আর তার নাম ক'রো না ব্রাহ্মণ! তোমার মদনমোহনের আর সে মহিমা নেই। তা যদি থাক্‌তো—মদনমোহনের যদি সে ক্ষমতা থাক্‌তো, তাহ'লে কি আজ এত অনাচার তার চোখের সাম্‌নে হয়? মদনমোহনের আর সে মহিমা নেই—সে ক্ষমতা নেই।

শান্তশীল। আমার মদনমোহনের সে মহিমা—সে ক্ষমতা নেই?

অনিলাক্ষ্যকে ধরিয়া মাধবের প্রবেশ।

মাধব। আছে—আছে রে ঠাকুর বাবা! তুহার মদনমোহনজীর সেই মহিমা—সেই ক্ষমতা জরুর আছে। এই দেখ্ তার নজির দেখ্।

শান্তশীল। এ্যাঁ, একি! মাধব—মাধব!

মাধব। দুষমন তুহার ঘরে আগ লাগিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছিল। আউর হামিও ঠিক সেই সময়ে তুহার চরণ দরশন কোরবে বলিয়ে এখানে আচ্ছিল, হামি বুঝ্‌লে যে এটা জরুর দুষমন! তাই ইহারে ধরিয়ে আনিয়েছে।

শান্তশীল। অনিলাক্ষ্য ! অনিলাক্ষ্য ! তুমিই কি রাজশক্তি দেখাতে আজ আমার সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে দিলে ?

অনিলাক্ষ্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দিয়েছি।

মাধব। বেইমান ! ফিন্ এত্তা বাত্ কেমন কোরিয়ে বল্‌ছিস্ ? তুহার একটু সরম লাগ্‌ছে না ? গরীব ঠাকুরবাবাকে কেনো তুহি দুখ্খু দিতে চাস্ বোল্‌তো ? ও কি করিয়েছে ? ছো ছো ছো, তুহার একি ধরম ? লে—লে, ঠাকুরবাবার পাশে মাপ চাহিয়ে লে।

অনিলাক্ষ্য। কি ? ব্রাহ্মণের কাছে মার্জ্জনা চাইব আমি রাজার সেনাপতি হ'য়ে ? ছেড়ে দাও সর্দ্দার ! এর জন্য তোমাকেও কঠোর দণ্ড গ্রহণ কর্‌তে হবে।

মাধব। আরে ছো ছো ছো ! দণ্ডের ভয় এই মাধব সর্দ্দার কোব্বি করে না। দুনিয়ায় সে কৈকো ভয় করে না ; ভয় করে কেবল ওই ভগবানজীকো। ঠাকুরবাবার পাশে তুহি মাপ চাইতে পার্‌বি নে ? লেকেন একদিন তুহার রেজাকেও ঠাকুরবাবার পাশে মাপ চাইতে হোবে।

শান্তশীল। ছেড়ে দাও মাধবদাস ! ওকে ক্ষমা কর। যখন নিজের ভুল বুঝ্‌বে, তখন নিজেই এসে ক্ষমা চাইবে।

উতঙ্ক। হৃদপিণ্ডচর্ব্বণকারী শার্দ্দূলকে তুমি ক্ষমা কর্‌বে বাবা ?

মাধব। নেহি—নেহি, ইহারে ক্ষমা করা হোবে না। এ যে বেইমান —দুষমন—শয়তান ! ইহারে ক্ষমা কর্‌লে দুনিয়াটা পাপে ছাইয়ে ফেল্‌বে। তু বোল্ ঠাকুরবাবা ! হামি ইহাকে লিয়ে যাই ! হামার কালী মায়ি আছে, তাহার পাশে ইহাকে বলি দিবে।

অনিলাক্ষ্য। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা একটা অসভ্য বন্য পশুর ?

মাধব। বেইমান !

শান্তশীল। ক্ষান্ত হও মাধবদাস! না—না অনিলাক্ষা! এ অস্পৃশ্য বন্য পশু নয়; এ যে স্বর্গের দেবতা। এমন উদারতা—এমন মহানুভবতা—এমন পরদুঃখকাতরতা সুরম্য প্রাসাদে নেই—দেবতার মন্দিরে নেই—সাধুর যজ্ঞাগারেও নেই। ওর ওই ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতার মাঝখানে আছে স্বর্গীয় পবিত্রতা—অপূর্ব্ব সুরভি-নির্য্যাস—সৃষ্টির সবটুকু কমনীয়তা। এ অস্পৃশ্য বন্যপশু হ'লেও ওই দেখ, ওরই পূজা গ্রহণ করতে দেবতার ব্যাকুল হস্ত প্রসারিত। আমি এমন অস্পৃশ্য দেখিনি অনিল! যেদিন দেখেছি, সেদিন হ'তে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছি—যেন পরজন্মে এরই মত অস্পৃশ্য বন্যপশু হ'য়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি।

[নেপথ্যে। বিগ্রহ রক্ষা কর—বিগ্রহ রক্ষা কর।]

উতঙ্ক। ওই—ওই বিগ্রহ পুড়ে গেল! যাই—যাই, আমি তোমার মদনমোহনকে বাঁচিয়ে আন্‌ছি।

মাধব। নেহি—নেহি, কাউকে যেতে হোবে না—হামি যাচ্ছে। হামিই মদনমোহনজীকো বাঁচিয়ে আন্‌বে। ডর্‌ করিস্‌ নে ঠাকুরবাবা! ওই আগুনে হামার কুচ্ছু হোবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

শান্তশীল। যেও না—যেও না মাধবদাস! পার্‌বে না—পার্‌বে না—ওই বিশ্বধ্বংসী আগুন হ'তে মদনমোহনকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না বন্ধু! হায় হায়! জানি না, তুমি আজ কি ভাবে আমায় কাঁদাবে? ওরে, কে আছিস্? মাধবদাসকে ধর্—মাধবদাসকে ধর্; আগুনে ঝাঁপ দিতে দিস্‌নে। উঃ, অনিল! কর্‌লে কি? তুমি অন্নদাস ভৃত্য হ'লেও তোমার সঙ্গে কি আমার এই মাটীর বাতাসের সম্বন্ধ নেই? প্রাণ একটুও কাঁদ্‌লো না? ওঃ! তুমি কি নির্ম্মম অনিল?

দগ্ধকলেবরে বিগ্রহহস্তে মাধব সর্দ্দারের প্রবেশ।

মাধব। এই লে—এই লে ঠাকুরবাবা তুহার মদনমোহনজীকো। [প্রদান] ওঃ—ওঃ, ঠাকুরবাবা! [পতন]

শান্তশীল। এ্যাঁ, একি—একি! মাধবদাস! মাধবদাস! তোমার সর্ব্বাঙ্গ যে পুড়ে গেছে। ও-হো-হো, তুমি কর্‌লে কি বন্ধু? [মাধবকে ধরিল]

উতঙ্ক। সত্যই তো। মাধবদাস যে পুড়ে গেছে বাবা!

শান্তশীল। মাধবদাস! একি তোমার আত্মত্যাগ? উঃ ভগবান্! মাধবদাস! তোমার এই আত্মত্যাগ দেখে আমারও মনে হ'চ্ছে আমিও তোমারই মত আত্মত্যাগ করি।

মাধব। চুপ কর্—চুপ কর্ ঠাকুরবাবা! হামার কুচ্ছু হোয় নি। হামি তো তুহার মদনমোহনজীকো বাঁচিয়েছে।

শান্তশীল। কাজ নেই—কাজ নেই আমার এই নিষ্প্রাণ পাষাণ নিষ্ঠুর মদনমোহনকে। ধর—ধর উতঙ্ক!. যাও—যাও, একে ওই নদীর জলে ফেলে দিয়ে এস। [বিগ্রহ উতঙ্ককে দিল] ওকে আর প্রয়োজন নেই। আজ আমি ওরই পরিবর্ত্তে এই সজীব মহিমময় দয়াল মদন-মোহন পেয়েছি। [মাধবকে বক্ষে ধরিল] অনিল! অনিল! দেখ্‌ছ—দেখ্‌ছ? দেখ—দেখ, দাও—দাও ভাই, তোমার ওই দর্পিত শির এরই পদতলে নুইয়ে দাও—জীবন তোমার সার্থক হোক্।

অনিলাক্ষ্য। বটে—বটে! শান্তশীল! এখনো বহু অত্যাচার হবে তোমার উপর—মাত্র এই সূচনাঙ্ক।

[প্রস্থান।

উতঙ্ক। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

শান্তশীল। আমি ওকে ক্ষমা ক'রে এসেছি—এখনো ক্ষমা কর্‌বো। ও যে আমার ভাই, কোলাপুরেই যে ওর জন্ম। দেখি, যদি ওর কখনো চোখ ফোটে—যদি কখনো মানুষ হয়। যাও—যাও উতঙ্ক, বিগ্রহ জলে ফেলে দিয়ে এস। আর আমিও নয়নের সহস্র জলধারার আলিপনা দিয়ে এই সজীব মদনমোহনকে আমার ওই দগ্ধ কুটীরে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে নিয়ে যাই।

উতঙ্ক। এই দেখ বাবা! তোমার মদনমোহন যে কাঁদ্‌ছে—এই দেখ, এর পাষাণ-চক্ষু ছল্‌ছল্ কর্‌ছে; বল্‌ছে—আমি যাব না—যাব না।

শান্তশীল। না—না, কাঁদেনি কাঁদেনি। এসব ওর চাতুরী—কপটতা; যাও—যাও, নিয়ে যাও।

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী মদনমোহনের প্রবেশ।

গীত।

ওগো, আমি যে বন্দী তোমার ঘরে।
কোথায় যাইব কাঁদিয়া গো ভাসিয়া আঁখির ধারে॥
নিদয় হ'য়ো না, যেতে গো বল না,
আমি যাব না যাব না আজি
কতদিন যে গো তোমারি এখানে
আদরেতে বাঁধা আছি,
ভাবিও না তুমি পাপের প্রতাপে ব্যথার বেদনাতে গো
আঁধারের পথে যেতে টলো না
আমি যে আছি আলোক ভারে॥

[প্রস্থান।

শান্তশীল। তুমি কেঁদে কেঁদে চ'লে যাও—তবু তোমার ও নির্ম্মমতা আমার বুকে আর সহ্য হবে না। যাও—যাও উতঙ্ক, নিয়ে যাও।

মাধব। ওঃ ঠাকুর বাবা! তু মদনমোহনজীকো জলে ফেলিয়ে দিস্‌নে। হামি উহাকে যে বহুত কষ্ট কোরিয়ে বাঁচিয়েছে।

শান্তশীল। কিন্তু তুমি যে আজ মর্‌তে বসেছ বন্ধু! একটা পাষাণকে রক্ষা কর্‌তে গিয়ে নিজে যে জন্মের মত চ'লে যাচ্ছ। যাও উতঙ্ক, দাড়িও না।

উতঙ্ক। যাই; চল—চল মদনমোহন! কাঁদ্‌লে কি হবে? তুমি যে পরকে কাঁদাও! আজ আর নিজে কাঁদ্‌বে না?

[মদনমোহন লইয়া প্রস্থান।

শান্তশীল। ওকি—ওকি! প্রকৃতির বীণায় কেন করুণ রাগিণীর আলাপন! তবে কি আমার মদনমোহনের জন্য তুমি কেঁদে উঠলে প্রকৃতি সুন্দরি? কাঁদ—কাঁদ, কিন্তু শান্তশীল আর কাঁদ্‌বে না। সে আজ শত কান্নার সান্ত্বনা এই সজীব মদনমোহনকে পেয়েছে।

[মাধবকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্ব্বাটী।

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। কেমন গোঁফ! কেমন গোঁফ লাগিয়েছি বাবা! এইবার আমায় যে খোকা বল্‌বে—তাকে মজা দেখিয়ে দেবো। খোকা? গাঁজা খাই—চণ্ডু খাই—চরস খাই—মদ খাই—সব খাই!

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। হাতী খাই—ঘোড়া খাই—পাহাড় খাই—পর্ব্বত খাই—বাপ মায়ের মাথা খাই। বল বল বাপধন—ব'লে যাও ব'লে যাও—

প্রদীপ। চোপরাও কুঁজরাম! এখনি ধাঁই ক'রে তোমার কুঁজে এক ঘুঁসি লাগাবো। মেরে তোমায় খারাপ ক'রে দেবো জানো না? গোঁফ গোঁফ, এই দেখ বাবা, কেমন গোঁফ বেরিয়েছে আমার!

গিরিধারী। দেখেছি বাবা, দেখেছি; তোমার সব বেরিয়েছে। তুমি এখন ঝুনো নারিকেল। ওহো-হো, ধন্য-ধন্য আমি, ধন্য সেই ষণ্ডেশ্বরী পুচ্ছধারিণী—তোমার মত এমন গুণবন্ত হনুমন্ত পুত্র লাভ ক'রে। বলি ধন মাণিক! দিব্যিতো খাচ্ছো, স্ফূর্ত্তি মেরে পরকাল টন্‌টনে কর্‌ছ—বলি লেখাপড়া কি আর কর্‌তে হবে না?

প্রদীপ। লেখাপড়া কেন ক'র্‌বো? ভদ্রলোকে লেখাপড়া করে?

গিরিধারী। সে কথা একশো বার। ভদ্রলোকে আবার লেখাপড়া করে? কোষ্ঠসাফ বুদ্ধি আমার বংশদণ্ডের। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক। যাক্, পড়া না শিখ্‌লে কিন্তু—লেখাটা তো পাকাতে হবে। আজ বাদে কাল যখন তোমায় দেখ্‌তে আস্‌বে, তখন কি হবে? বল্‌বে—খোকা, হাতের লেখা দেখাও তো।

প্রদীপ। আবার খোকা? এমন গোঁফ?

গিরিধারী। তাই তো, খোকা কি? না, খোকা ব'লবো না। তখন কি কর্‌বে মাণিক?—বিয়ে হবে কি ক'রে?

প্রদীপ। আচ্ছা—এইবার হাতের লেখা পাকাবো। মাইরি বাবা আমার বিয়ে হবে? সত্যি? না আমার সঙ্গে ইয়ারকি কর্‌ছ?

গিরিধারী। তাই তো, তোমার সঙ্গে কি ইয়ারকি কর্‌তে পারি? তুমি শ্রীমান্ বংশদণ্ড মহাষণ্ড! তোমার সঙ্গে ইয়ারকি?

প্রদীপ। চোপরাও! আমার সঙ্গে ইয়ারকি কর্‌বে? এই দেখ আমার গোঁফ বেরিয়েছে। দেখ বাবা, তোমায় এখন থেকে ব'লে দিচ্ছি, আমি কিন্তু ঘোমটা দেওয়া বউ নেবো না—আর ছোট বউ নেবো না।

গিরিধারী। তাতো বটেই। ভয় কি বাবা! প্রকাণ্ড দেখে ঘোমটা খোলা বউই তোমার জন্য আন্‌বো—এমন কি সবৎসা কিম্বা গোপনে মৃতবৎসা অথবা বৎসসম্ভবা বউ নিশ্চয়ই আনবো—তোমাকে কোলে ক'রে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করিয়ে আন্‌বে। আজকাল আর সে রকম মেয়ের অভাব হবে না বাবা। এইবার তোমারও গর্ভধারিণীকে ঘোমটা খুলে পুচ্ছ তুলে নাচ্‌তে হবে।

প্রদীপ। তুমি কি কর্‌বে?

গিরিধারী। আমি? আমি কেন? সব ব্যাটাছেলেকে ঘোমটা দিয়ে তখন মেয়েমানুষ সাজ্‌তে হবে।

প্রদীপ। ব্যাটাছেলেকে মেয়েমানুষ সাজালে কেমন মানাবে বাবা? আচ্ছা বাবা! তুমি মেয়েমানুষ হ'লে তোমায় কেমন মেয়েমানুষ মানাবে —একটীবার দেখাও না বাবা। মাইরি—আমি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করি নি।

গিরিধারী। যা—যা, যখন হবো তখন দেখ্‌বি।

প্রদীপ। না, তুমি এখনি মেয়েমানুষ সেজে দেখাওনা! না—তোমায় দেখাইতেই হবে—কিছুতেই ছাড়্‌বো না। না সাজ্‌লে এক ঘুঁসিতে তোমায় কুঁজ ফাটিয়ে দেবো।

গিরিধারী। না, এ ব্যাটার ছেলে বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্‌লে। এঁ্যা মেয়েমানুষ সাজ্‌বো কি?

প্রদীপ। তোমায় সাজতেই হবে।

গিরিধারী। যা—যা এক চড়ে এখনি বদন বিগ্‌ড়ে দেবো। বাবার সঙ্গে ঠাট্টা?

প্রদীপ। সাজ সাজ বল্‌ছি—নইলে খেলে—খেলে, ঘুঁসি খেলে দেখ্‌ছি।

গিরিধারী। না, পাষণ্ডের হাত হ'তে আর পরিত্রাণ নেই। এখনি আমায় যাচ্ছেতাই ক'রে ছাড়্‌বে।

প্রদীপ। সাজো বল্‌ছি।

গিরিধারী। এই সাজ্‌ছি বাবা! তোমায় বীররসটা থামাও একটু। কি বিপদ—মেয়েমানুষ সাজতে হবে। [মেয়েমানুষ সাজিল]

প্রদীপ। হে-হে-হে! বাবা! তোমার বেশ মানিয়েছে, ঠিক আমার মায়ের মত হ'য়েছে। কিন্তু তোমার ওই কুঁজটা—

গিরিধারী। খালি কুঁজ কুঁজ করিস্‌নি রে হারামজাদা। এটা কুঁজ নয়—বুদ্ধির ফোঁড়।

প্রদীপ। একটু তুমি দাঁড়াও বাবা! আমি চট্ ক'রে আসছি।

[প্রস্থান।

গিরিধারী। হারামজাদার মতলবখানা কি? মেয়েমানুষ সাজো—মেয়েমানুষ সাজো। মেয়েমানুষ তো সাজ্‌লাম, কিন্তু এখন যদি কোন দোষে পাঁড়ের পাল্লায় পড়ি, তাহ'লে তো গেছি আর কি? কি ফক্কড় ছেলে হ'য়েছে বাবা! কিচ্ছুটী বল্‌বার উপায় নেই; বল্‌লেই বিকট চীৎকারকারিণী—পুচ্ছধারিণী—যণ্ডেশ্বরী দেবীর আবির্ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে সপাসপ ঝাঁটার শব্দ। বাপ!

পুরুষ-বেশিনী যণ্ডেশ্বরীর হাত ধরিয়া
প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। তোকে বেশ ব্যাটাছেলে মানিয়েছে মা!

গিরিধারী। [স্বগত] অকালকুষ্মাণ্ড ক'রেছে কি? যণ্ডেশ্বরীকে যণ্ডেশ্বর সাজিয়েছে।

যণ্ডেশ্বরী। [স্বগত] কি বাবা অদ্ভুত ছেলের বায়না। বলে, মা তুই ব্যাটাছেলে সাজ—ব্যাটাছেলে সাজ, দেখ্‌বো তোকে কেমন মানায়। কি আব্দার! কি করি, ছাড়্‌বে না তো—তাতেই ব্যাটাছেলের মত সাজতে হ'ল। মিন্সে দেখ্‌লেই বা বল্‌বে কি? আর পাড়া-পড়সীরা যদি কেউ দেখে—ওমা, কি ঘেন্নার কথা।

প্রদীপ। ওই দেখ মা, ওই দেখ কে একটা মাগী—ওই যে দাঁড়িয়ে—

যণ্ডেশ্বরী। সত্যি তো! কে ও মাগী? ছি-ছি-ছি! আমায় মেয়ে-মানুষ ব'লে জান্‌তে পারেনি তো? যাই হোক্, ধরা দেওয়া হবে না—পাঁচজনের কানে উঠ্‌বে।

৫

গিরিধারী। [স্বগত] দেখি, আমার পুরুষবেশধারিণী যণ্ডেশ্বরী এইবার কি করেন।

যণ্ডেশ্বরী। [অগ্রসর হইয়া গম্ভীরভাবে] কে—কে তুমি ?

গিরিধারী। [বিকৃত স্বরে] আমি অবলা বালা।

যণ্ডেশ্বরী। কি জন্যে এখানে এসেছ ?

গিরিধারী। তোমার সঙ্গে প্রেম কর্‌বো ব'লে।

যণ্ডেশ্বরী। [স্বগত] এঁ্যা এঁ্যা, ওমা! বলে কি মাগী? তবে কি মুখপোড়ার সঙ্গে এর ভালবাসা আছে না কি? ওমা! মিন্সের বুড়ো বয়সে একি কাণ্ড। দাঁড়াও! [প্রকাশ্যে] তুমি কি ফিরিধারী ঠাকুরকে—

প্রদীপ। [আস্তে আস্তে] ফিরিধারী ঠাকুর কি মা ?

যণ্ডেশ্বরী। [জনান্তিকে বাধা দিয়া] চুপ কর, জান্‌তে পার্‌বে। কর্ত্তার নাম কি কর্‌তে আছে ?

গিরিধারী। হ্যাঁ গো—হ্যাঁ, আমি গিরিধারী ঠাকুরকে বড় ভালবাসি। তার সঙ্গে আমার অনেকদিনের প্রেম। বলে যণ্ডেশ্বরী মাগীকে আর ভাল লাগে না—মাগীর যে রকম চেঁচানী।

যণ্ডেশ্বরী। ওমা! মিন্সের কি আস্পর্দ্ধা গো—দাঁড়া—দাঁড়া, এই-বার দেখ্‌তে পেলে হয়।

সৈরভী মালিনীর প্রবেশ।

গীত।

আমার এ ফুল বাসরে বসো রসিক চাঁদ রে -

প্রদীপ। [বাধা দিয়া] চুপ! চুপ!

[সৈরভী গান থামাইল]

সৈরভী। বলি দাদাবাবু! তুমি যে বল্‌লে মায়ে গলার হার গাছিটা চুরি ক'রে এনে আমায় দেবে! না, তোমার ভালবাসা নেই।

প্রদীপ। আঃ—চুপ কর্‌ সৈরভি!

গিরিধারী। [স্বগত] সর্ব্বনাশ! ও ব্যাটারও দেখছি রসবোধ হ'য়েছে।

যণ্ডেশ্বরী। [স্বগত] ওমা! আমার হার চুরি ক'রে নিয়ে যাবে কি? এ্যাঁ, ছেলেটাও দেখ্‌ছি ব'য়ে গেছে; তা যাবে বৈকি। যেমন বাপ—তেমনি ব্যাটা। এ্যাঁ! আমার যে দেখে শুনে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। [বসিয়া পড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া চীৎকার করতঃ] ওমা গো—আমার কি হ'লো গো—

প্রদীপ। পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয় মালিনি!

[সৈরভীসহ প্রস্থান।

যণ্ডেশ্বরী। ওগো—আমার কি হ'লো গো। [ক্রন্দন]

গিরিধারী। কেন—কেন তুমি করিছ ক্রন্দন?
অমন সোনার তনু ধূলাতে লোটায় কেন?
ওঠ—ওঠ প্রিয়তম!
দাও মোরে প্রেম! আমি অবলা রমণী,
মোর সাথে কেন তুমি করিছ ছলনা?
কাঁদিয়া কি কাঁদাবে আমারে?
ওঠ—ওঠ প্রেম দাও মোরে।

যণ্ডেশ্বরী। ওগো মাগো—তুই দেখে যা গো। [ক্রন্দন]

গিরিধারী। প্রাণনাথ! প্রাণনাথ! কেন কাঁদ
ওইরূপ যণ্ডের মত?
আমি কি হব না তব মনের মতন। [ধরিল]

যণ্ডেশ্বরী। ওমা! কি খাণ্ডার মেয়েমানুষ গো! আমার কি হ'ল গো! [ক্রন্দন]

গিরিধারী। হয় নাই—হয় নাই কিছু।
থামাও রোদন।
এস—এস—হাত ধর,
এই দেখ কি সুন্দর মুখখানি মোর।
দেখিলে তুমিও করিবে চুম্বন।

[মুখ দেখাইয়া প্রস্থান।

যণ্ডেশ্বরী। [হাসিয়া] ওমা! আমাদের সেই মুখপোড়া মিন্সে যে! তাই তো ভাবি, পিঠটা অত উঁচুপানা কেন? ছি-ছি-ছি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীর

গীতকণ্ঠে রমণীগণের প্রবেশ।

গীত।

রমণীগণ।—

আজ ডুব দেব লো প্রেম-সায়রে
কাটবো সাঁতার অথৈ জলে।
আনবো তুলে সোনার কমল
প্রাণ বঁধুয়ায় দেবো ব'লে॥
ওই যে বহে উতল বাতাস ছড়িয়ে মধু গন্ধ লো,
মন-বিপিনে বাজছে বাঁশী আকুল করে লো,
দীঘল আঁখি সজল হ'ল
অবশ হিয়া পড়ছে ঢলে॥
আর কেন সই চেয়ে থাকা,
তাহার আশে হৃদয় রাখা,
ডুব দিয়ে আজ এই সায়রে
ভুলবো জ্বালা সকলে॥

পুরুষবেশী একজন রমণীর প্রবেশ।

গীত।

কেন অভিমান—কেন অভিমান,
আমি যে এসেছি বিরহিনী সই
করিব আজি লো মধুদান॥

২য় রমণী।— তুমি যাও—তুমি যাও—
চাহি না তোমার ভালবাসা আর,
ফিরে নাও—ফিরে নাও

সকলে। যাও যাও যাও—ফিরে যাও—তুমি ফিরে যাও –

১ম রমণী।— আর তো দেবো না জ্বালা
ওগো বালা,
এস এস এস হৃদয়ে, ধর ধর ধর গলে॥

সকলে চল্ তবে সই ঘরে ফিরে—
চাঁদনী নিশি যাবে চ'লে॥

[সকলের প্রস্থান।

বিগ্রহহস্তে উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ওই আবরিছে ধরা,
ম্লান হাসি হাসিয়া ভাস্কর
দিবসের কর্ম্ম অন্তে
ক্লান্ত তনু মাগিছে বিদায়।
বিরাট নীলিমা পটে রূপসী তারার দল
একে একে খেলে লুকোচুরি।
ফিরিছে গৃহেতে ওই
পল্লীবালাগণ। অদূরে বনের পথে
গোষ্ঠ হ'তে ফিরিছে রাখাল।
পিতার আদেশে—মদনমোহনে আজি
নদীগর্ভে দিব বিসর্জ্জন। উঃ! উঃ!
একি বিড়ম্বনা! মদনমোহন! মদনমোহন!
বল তো—বল তো দেব!

বুক হ'তে কেমন করিয়া আজি
ফেলে দিব তোমারে দয়াল ?
ওকি ! হাসি কেন ম্লান ?
অশ্রুভারে পূর্ণ আঁখি দুটী !
যেন ব্যাকুল হইয়া তুমি
ধরিছ জড়ায়ে মোরে
বুক হ'তে নামিবে না ব'লে।
কিন্তু কি করিব—
পিতার আদেশ।
যাবে যদি, তবে এস দয়াময় !
নীরব নির্জ্জন এই নদীর পুলিনে বসি
আমার নয়ন জলে করি তব শেষের অর্চ্চনা।

[বিগ্রহের পূজা।

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। ওই—ওই না সেই পলায়িত হৈহয়-রাজ্যবাসী উতঙ্ক ? বহু অনুসন্ধানের পর সন্ধান পেয়েছি। আজ আর ওর অব্যাহতি নেই। উতঙ্ক ! উতঙ্ক !

উতঙ্ক। মদনমোহন ! মদনমোহন !
ভক্ত প্রাণধন ! নির্ম্মম নিষ্ঠুর সম
কেমনে তোমারে আজি দিব বিসর্জ্জন ?
একি ! একি দেব !
এমন সাধনা-পথে প্রকৃতির নীরব আকাশে
কে তুলিছে ঝড় ?

অনিলাক্ষ্য। আমি মূর্ত্তিমান প্রভঞ্জন!

উতঙ্ক! উতঙ্ক! আরে আরে পলায়িত শত্রু।

[উতঙ্ককে বন্ধন]

উতঙ্ক। একি! ছাড়ো—ছাড়ো! এখনো যে আমার পূজা শেষ হয়নি! এখনো যে আমার শেষ পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়নি। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও দানব! আমায় ছেড়ে দাও।

অনিলাক্ষ্য। না—না, আজ আর তোমার পরিত্রাণ নেই—এস, আজ তোমায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হবে।

উতঙ্ক। তার জন্য আমি বিচলিত নই রাজকর্ম্মচারি! আমি মর্‌তে ভয় পাবো না। কিন্তু এই দেখ, আমার মদনমোহনের পূজা শেষ কর্‌তে পারিনি। একটিবার ছেড়ে দাও—মদনমোহন!

অনিলাক্ষ্য। মদনমোহন! চুপ কর—মদনমহনের আজ কোন ক্ষমতাই টিক্‌বে না। এস।

উতঙ্ক। সে কি? ভগবানের পূজা—তুমি তাও কর্‌তে দেবে না? এতদূর তোমার দাস জীবনের কর্ম্মের সার্থকতা দেখাচ্ছো? এতদূর তোমার অর্থের লালসা? ধিক্—ধিক্—তোমায় শতধিক্।

অনিলাক্ষ্য। স্তব্ধ হও! তোমার উপদেশ কে শুন্‌বে? মানে মানে চ'লে এস।

উতঙ্ক। একটিবার ছেড়ে দাও—আমার শেষ পূজার পুষ্পাঞ্জলি—

অনিলাক্ষ্য। না—না—

মঞ্জুলার প্রবেশ।

মঞ্জুলা। দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করাই কি প্রবলের একটা ধর্ম্ম? ছাড়—ছাড় অনিল!

অনিলাক্ষ্য। [স্বগত] ওঃ! দর্পিতা! [প্রকাশ্যে] কোলাপুরের শত্রু এ, একে ছাড়তে পার্‌বো না মঞ্জুলা! মহারাজের আদেশ।

মঞ্জুলা। মহারাজের আদেশ হ'লেও, রাজকন্যার আদেশ—একে ছেড়ে দাও।

অনিলাক্ষ্য। না—না, হবে না রাজকুমারি!

মঞ্জুলা। কি—কি! তোমার এতদূর অহঙ্কার? সাবধান! রাজকুমারীর সম্মান রক্ষা ক'রে নীরবে এখান হ'তে চ'লে যাও।

অনিলাক্ষ্য। রাজকার্য্যে অন্তরায়? আচ্ছা—আচ্ছা, এস উতঙ্ক!

উতঙ্ক। মদনমোহন! মদনমোহন!

[অনিলাক্ষ্য উতঙ্ককে লইয়া গেল।

মঞ্জুলা। নিয়ে গেল—নিয়ে গেল—উঃ! কি কঠোর সংসার! তোমার বুকে কি একটুও দয়ামায়া নেই? পার্‌লুম না দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌তে। মদনমোহন! মদনমোহন! কে মদনমোহন? জল-বিহারে এসে দূর হ'তে মদনমোহনের নামই শুনেছিলুম। মদনমোহন ওই চৈত্য-বাসীর কে? এ্যাঁ, একি! ওই যে সত্যই তো একটী মদনমোহনের বিগ্রহ! [তুলিয়া] বাঃ—বাঃ, কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি ভুবনমোহন শ্যামায়িত তনু। থাক—থাক, অযাচিতভাবে আজ যখন তোমায় কুড়িয়ে পেলুম, তখন তুমি আমার বুকের মাঝখানে যুগের অধিকার নিয়ে ব'সে থাক।

গীত।

মঞ্জুলা—

থাকো থাকো তুমি সুখে আমার বুকে
ওগো মদনমোহন মনোরঞ্জনকান্তি!

আমি অনুরাগ ভরে আবাহন দিয়ে
পূজিব তোমারে ঢালিয়া বারি ॥
পেয়েছি যখন পথের ধূলায়, দিব না ছাড়িয়া আর,
তুমি যত দুঃখ দাও, সহিব নীরবে, দিব না যাইতে আর,
তুমি দিও বা না দিও অভয় ঢালিয়া
তবু রাখিব তোমারে মুরারি ॥

[বিগ্রহকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

সুরথ ও অনিলাক্ষ্য।

সুরথ। এতদূর স্পর্দ্ধা সেই শান্তশীল ঠাকুরের? রাজশক্তির অপমান কর্‌লে? অনিলাক্ষ্য! অনিলাক্ষ্য!

অনিলাক্ষ্য। কি কর্‌বো মহারাজ? যথেষ্ট শক্তির প্রয়োগ কর্‌লাম; কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীলসর্দ্দার মাধবদাস এসে আমার কার্য্যের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালো। তারা দলবদ্ধ হ'য়ে এসেছিল—আমি একা। যাই হোক্, খুব কৌশলে সেই হৈহয়বাসীকে বন্দী ক'রে এনেছি।

সুরথ। হৈহয়বাসী বন্দী?

অনিলাক্ষ্য। আজ্ঞে হ্যা মহারাজ! কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—সেখানে আমার কার্য্যের অন্তরায় হ'য়েছিল রাজকন্যা মঞ্জুলা।

সুরথ। বটে? পিতার কার্য্যে কন্যার বাধা দান? আচ্ছা অনিল, আমি তাকে নিষেধ ক'রে দেবো। যাও অনিল, বন্দীকে এখানে নিয়ে এস্। আমার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো। যাও, নিয়ে এস! শান্তশীলের বিচার পরে হবে।

অনিলাক্ষ্য। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সুরথ। জানি না, সেই হৈহয়বাসীর কি দুরভিসন্ধি। আর শান্তশীল ঠাকুরই বা কি জন্য তাকে আশ্রয় দিলে? মাধব সর্দ্দার যে আমার রাজভক্ত প্রজা। তারই বা বিরুদ্ধাচরণ করবার কারণ কি?

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বরী। বাবা! বাবা! শুনেছ বাবা?

সুরথ। কি মা, সিদ্ধি?

সিদ্ধেশ্বরী। দেখ বাবা, নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দিদিমণি কেমন একটি মদনমোহন ঠাকুর কুড়িয়ে এনেছে—কি রূপ তার বাবা!

সুরথ। মদনমোহন ঠাকুর কুড়িয়ে এনেছে নদীর ধার হ'তে মঞ্জুলা? সে কি মা?

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁ বাবা! সত্যি কথা। তুমি দেখ্‌বে? আমি দিদি-মণিকে ডেকে আন্‌বো এখানে?

সুরথ। এখন থাক্! রাজকার্য্যের অবকাশের পর আমি সব দেখ্‌বো। আচ্ছা মা সিদ্ধি! বল্‌তে পারিস্ তুই কে? কেবলই মনে হয়, তুই যেন আমার চিরারাধ্যা।

সিদ্ধেশ্বরী। কি বাবা তুমি দিনরাত্তির আমায় ওই এক কথাই বলো। আমি কে? আমি কে? কি বিপদ বাবা?

সুরথ। না—না, বল্ মা তুই কে? তোর আচার-ব্যবহারে ভাবে-ভঙ্গিতে মনে হয় যেন সন্তানের সন্তাপ দূর কর্‌তে সন্তাপবিনাশিনী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর শুভাগমন হ'য়েছে। বল্ তুই কে?

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

সেই আমি ওগো সেই আমি।
যে ভাবে যেভাবে, সেই ভাবের আমি
আলোকিত করি জগৎভূমি॥

[প্রস্থান।

সুরথ। সিদ্ধি! সিদ্ধি! সত্যই তুই—সত্যই তুই—না—না, আমার যে সব গুলিয়ে গেল। কে—কে রুক্ষ-কেশ—দীন বেশ—অশ্রুভরা আঁখি—বিশুষ্ক মুখ, কে—কে তুমি?

শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। শান্তশীল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুরথ। একি! তুমি কি সেই সৌম্য উদার শান্তশীল? না কোন—

শান্তশীল। না—না, অন্য কেউ নয় রাজা—অন্য কেউ নয়—এ সেই দীন-দরিদ্র ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ শান্তশীল।

সুরথ। এখন এ ভাব কেন? বুঝি প্রতারণা কর্‌তে এসেছ?

শান্তশীল। প্রতারণা! এ প্রতারণার ভাব নয় রাজা—এ হ'চ্ছে অপরের প্রতারণা জানাবার ভাব।

সুরথ। কে তোমার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌লে ব্রাহ্মণ?

শান্তশীল। তুমি—তুমি।

সুরথ। আমি? আমি?

শান্তশীল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি—তুমি। যে ব্রাহ্মণকে তুমি একদিন মাথার উপর রেখেছিলে—আজ আবার তাকে পায়ে দল্‌তে চাইছো। এটা কি তোমার প্রতারণা নয়? এই দেখ তোমার পদদলনে আমার কি রূপান্তর।

সুরথ। তুমি রাজদ্রোহী। হৈহয়রাজ্যের একজন গুপ্তচরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ—তারপর রাজ-আজ্ঞার অবমাননা ক'রেছ।

শান্তশীল। আর—তারই বিনিময়ে তুমি আমার সর্ব্বস্ব পুড়িয়ে দিলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার বিচার! কুলদেবতা মদনমোহনের মন্দিরটাও পুড়ে গেল। কিন্তু রাজা, তুমি জান না, আশ্রিতকে রক্ষা করাই যে জীবের প্রধান ধর্ম্ম! শোন—শোন, একদিন যখন তীর্থ হ'তে গৃহে ফির্‌ছিলুম, তখন দেখলুম সেই হৈহয়বাসী উতঙ্কের উপর তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি অমানুষিক অত্যাচার! আমি থাক্‌তে পার্‌লুম না, কোলাপুরের চিরশত্রু হ'লেও আমি তার কাতরতায় শত্রুতা ভুলে গিয়ে তাকে বুকের মাঝে আশ্রয় দিয়ে বাঁচালুম। তাতে আমার গৌরব বাড়ে নি রাজা! গৌরব বেড়েছে তোমার—আর এই কোলাপুরের।

সুরথ। কিন্তু তাকে আশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে হৈহয়রাজ্যের আক্রমণে কোলাপুর যে বিধ্বস্ত হবে শান্তশীল! একের জন্য সহস্র জনের হন্তারক আমি হ'তে পার্‌বো না। কই—কই অনিল! নিয়ে এস বন্দী হৈহয়বাসীকে।

শান্তশীল। উতঙ্ক আমার বন্দী? তাকে যে আমি মদনমোহনকে জলে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলাম। সে আজ বন্দী? তবে আমার মদন-মোহন কি হ'ল? সুরথ! সুরথ! উতঙ্ককে মুক্তি দাও।

সুরথ। তাকে মুক্তি দেবো না। তাকে আজ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো।

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। কোলাপুর অধিপতির জয় হোক।

সুরথ। কে?

অগ্নিমিত্র। চিন্‌তে পারছেন না? আমি হৈহয়-সেনাপতি অগ্নিমিত্র। আমরা অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি—উতঙ্ক এখানে আশ্রয়লাভ করেছে। এই যে, হ্যাঁ, এই ব্রাহ্মণই যে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কই সে? তাকে চাই—মহারাজের আদেশ। আরও শুনুন রাজা! যদি স্বেচ্ছায় তাকে না দেন—জান্‌বেন ভবিষ্যতে যুদ্ধ অনিবার্য্য।

সুরথ। উতঙ্ক আজ বন্দী! তুমি একটু অপেক্ষা কর সেনাপতি, আমি এখনি তাকে তোমার করে অর্পণ কর্‌ছি। অনর্থক আর রক্তপাতের আবশ্যক নাই।

শান্তশীল! চমৎকার! সুন্দর—সুন্দর! সুরথ! সুরথ! তুমি না ক্ষত্রিয়? তুমি না রাজা? তুমি না মানুষ? আজ যদি উতঙ্ককে শত্রুর করে অর্পণ কর, তাহ'লে জেনো, তোমার কলঙ্কে দেশ ছেয়ে ফেল্‌বে। তোমার উন্নত ললাট চিরদিনের জন্য নত হবে—কোলাপুরের যশঃকীর্ত্তি মান-সম্ভ্রম একে একে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

সুরথ। তবে আমায় কি ক'র্‌তে হবে শান্তশীল?

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

তোমায় ধরিতে হইবে অস্ত্র বীর।
ক্ষত্রিয় তুমি কেন ভুলে যাও
কেন কর নতশির।

গর্জ্জন ছেড়ে জেগে উঠ আজ,
পর হে বীরের সাজ,
ললাটে ভাতিবে গরিমা-ইন্দু
বহিবে কীর্ত্তি-নীর ॥

[প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। শীঘ্র তাকে অর্পণ কর রাজা!

শান্তশীল। শুন্‌লে—শুন্‌লে সুরথ! ওই উমানন্দের বীরত্বের গীতি? এখন তোমার ধমনীর হিমানী রক্ত গৈরিকস্রাবের মত টগ্‌বগ্‌ ক'রে উঠ্‌ছে না? তুমি কি কোলাপুরের অধিপতি নও? তুমি কি ওই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন বিভাবসুর পুত্র নও? না—না, তুমি নির্জীব—তুমি জড়—তুমি ভীরু! নেমে যাও—নেমে যাও—ওই পুণ্যাসন হ'তে। নেমে যাও ঐ দেবতার পবিত্র বেদীমূল হ'তে; যাও—যাও—উঃ! কি ব'ল্‌বো—

সুরথ। কই—কই অনিলাক্ষ্য, বন্দী কই?

বন্দী উতঙ্ককে লইয়া অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। এই যে বন্দী উতঙ্ক।

উতঙ্ক। দাদা! দাদা! [অগ্নিমিত্রের পদতলে পতন]

অগ্নিমিত্র। দূর হ' হতভাগা। [পদাঘাত]

শান্তশীল। ওঃ—ওঃ! এত অনাচারের মাঝখানেও সৃষ্টির নীরবতা! বাঃ! ভগবান্ অপূর্ব্ব তোমার নিয়মতন্ত্র। অপূর্ব্ব তোমার লীলাচাতুর্য্য! শোন—শোন দৈত্য-সেনাপতি! উতঙ্ক জগতের শত্রু হ'লেও—অপরাধী হ'লেও—আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি, কারো সাধ্য নেই—আজ ওর কেশাগ্র স্পর্শ করে।

সুরথ। শান্তশীল!

অগ্নিমিত্র। কি কোলাপুর-পতি ?

সুরথ। অনিলাক্ষ্য—অনিলাক্ষ্য! উতঙ্ককে হৈহয়-সেনাপতির হস্তে অর্পণ কর।

অনিলাক্ষ্য। এস উতঙ্ক! নিয়ে যাও সেনাপতি!

[উতঙ্ককে অগ্নিমিত্রের হস্তে অর্পণে উদ্যত]

শান্তশীল। একি! একি! সত্যই যে উতঙ্ক আজ ক্ষুধিত শার্দ্দূলের গহ্বরে যাচ্ছে। না--না, আমি তা যেতে দেবো না। সুরথ! সুরথ! তোমার মনের অদ্রি চূর্ণ ক'রো না। উঃ—উঃ! এত অনুনয়ে তুমি শুন্‌লে না? এত বোঝানোতেও তুমি আত্ম-মর্য্যাদা বুঝ্‌লে না? কি করি—কি করি? না—না, আমি তো ব্রাহ্মণ—আমারও তো শক্তি আছে—আমারও তো তেজ আছে—আমারও তো বংশ-মর্য্যাদা জ্ঞান আছে। না—না, উতঙ্ককে নিয়ে যেতে পাবে না। [উতঙ্ককে কাড়িয়া লইল] থাক—থাক তুমি আমার বুকে থাক। [বক্ষে ধারণ]

অগ্নিমিত্র। রাজা! রাজা!

সুরথ। শান্তশীল! রাজদ্রোহী—রাজদ্রোহী তুমি! দাও—দাও, শীঘ্র ওকে হৈহয়-সেনাপতির করে অর্পণ কর। বন্দী কর—বন্দী কর শান্তশীলকে। [অনিলাক্ষ্য শান্তশীলকে বন্দী করিল]

শান্তশীল। ভগবান্! ভগবান্! একি তোমার মহিমা! উঃ—উতঙ্ক। পুত্র! আর বুঝি তোমায় রক্ষা ক'রতে পার্‌লুম না।

সুরথ। নিয়ে যাও হৈহয়-সেনাপতি রাজদ্রোহীকে।

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার আয় উতঙ্ক!

উতঙ্ক। তবে চল্লুম দেব! কেঁদো না তুমি! আমার অদৃষ্ট যে ভগবান্ অন্ধকার ক'রে রেখেছেন। দূরে বা অদূরে কিম্বা পরপারে যেখানেই থাকি না কেন, আমি শ্রদ্ধা-পুলকিত অন্তরে তোমার উদ্দেশ্যে

প্রণাম ক'র্‌ব—তুমিও অনন্ত আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিও ব্রাহ্মণ। চল -চল দাদা, তোমার বাসনা পরিতৃপ্ত কর্‌বার জন্য আজ ভায়ের রক্ত আকণ্ঠ পান কর্‌বে চল।

অগ্নিমিত্র। আয়—

শান্তশীল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম! চমৎকার রাজার রাজনীতি—চমৎকার রাজ্যের গৌরব রক্ষা। শত্রু এসে গালে চূণকালি দিয়ে তোমার গর্ব্বের বুকখানা চুরমার ক'রে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে দিয়ে যাচ্ছে—আর তুমি নীরব নিশ্চল হ'য়ে ব'সে আছ কোলাপুর! তোমার অঙ্কে কি মানুষ নেই? কই—কই? যদি কেউ মানুষ থাক—ছুটে এস—ছুটে এস, তোমার আত্মমর্য্যাদা রক্ষা কর। কই—কই, মানুষ মানুষ ক'রে চীৎকার কর্‌ছি, তবু মানুষের সাড়া কই! মানুষের আবির্ভাব কই—মানুষের উত্থান কই? নেই—নেই, কোলাপুরে মানুষ নেই।

মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। আছে—আছে শান্তশীল, কোলাপুরে মানুষ আছে। অতবড় একটা কলঙ্কের ভার কোলাপুরের মাথায় তুলে দিও না। এস—এস নিরাশ্রয় কোলাপুরের চিরশত্রু—কোলাপুর এখনো তার মনুষ্যত্ব হারায়নি। এস—আজ কোলাপুররাজ তোমায় আশ্রয় না দিলেও তোমায় আশ্রয় দেবে তার ভ্রাতুষ্পুত্র। [উতঙ্ককে লইতে উদ্যত]

অগ্নিমিত্র। [তরবারি দিয়া বাধা দান] সাবধান—সাবধান!

সুরথ। মহীরথ! মহীরথ!

মহীরথ। মহীরথ—মানুষ—মানুষ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[তরবারি দ্বারা অগ্নিমিত্রের গতিরোধ করতঃ উতঙ্ককে লইয়া দ্রুত প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। কোলাপুররাজ! একি অন্যায় আচরণ? হৈহয়রাজের সঙ্গে বিদ্রোহিতা ক'র্‌তে চাও?

শান্তশীল। আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ আমি তোমায় কি দিয়ে ক'র্‌বো কুমার? আশীর্ব্বাদ করি তোমার কীর্ত্তি গৌরব অমর হোক্। আর এই কোলাপুরের প্রতি গৃহে তোমার মত মানুষ জন্মগ্রহণ করুক। রাজা! রাজা! দেখ্‌ছ কি? দেখ্‌ছ কি? তুমিও মানুষ আর তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রও মানুষ। ভেবে দেখ দুয়ের ব্যবধান কতখানি! এক মানুষের শিরে জন্মভূমি অভিশাপ ঢেলে দিচ্ছে—আর এক মানুষকে বুকে তুলে নিতে জন্মভূমি ব্যাকুলতায় ছুটে যাচ্ছে। তুমি এখনো মানুষ হও রাজা—এখনো মানুষ হও।

সুরথ। সত্যই—সত্যই শান্তশীল, তোমার মধুর উপদেশবাণীতে মহীরথের মহাপ্রাণতায় আজ আমার দুঃস্বপ্ন দূরে গেল। সত্যই আমার হারানো মনুষ্যত্ব এতদিনে ফিরে এল। যাক্—যাক্, রাজ্য যাক্—ঐশ্বর্য্য যাক্—মনুষ্যত্ব আমার চির অক্ষুণ্ণ থাক্। শান্তশীল! কোলাপুরের সুসন্তান! নতশিরে আমি তোমার নিকট মার্জ্জনা চাইছি—আমায় মার্জ্জনা কর।

[শৃঙ্খল মোচন করতঃ পদতলে উপবেশন]

শান্তশীল। ওঠ—ওঠ রাজা! এইতো রাজার মত কথা। এইতো মানুষের মত চরিত্র বিকাশ। আশীর্ব্বাদ করি যেন আর কখনো এমন অমূল্য ধন মনুষ্যজন্মের গৌরব গরিমা ভুলে যেওনা। বাজুক কোলাপুরের ব্যথাদীর্ণ বক্ষে কীর্ত্তির জয়ভেরী। উড়ুক কোলাপুরের সৌধে সৌধে বিজয়-নিশান—কণ্ঠে কণ্ঠে নাদিত হোক, আমরা মানুষ—আমরা মানুষ—আমরা মানুষ।

[প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। কোলাপুরপতি! আরে আরে অহঙ্কারী রাজা! হৈহয়-রাজের সম্মানরক্ষার এই কি যোগ্য প্রতিদান।

সুরথ। না—না, হৈহয়রাজের সম্মানরক্ষার যোগ্য প্রতিদান এ নয়, হৈহয়রাজের সম্মানরক্ষার যোগ্য প্রতিদান—

[অগ্নিমিত্রকে বন্দী করিবার জন্য অনিলাক্ষ্যকে ইঙ্গিত করিয়া প্রস্থান।

[অনিলাক্ষ্য অগ্নিমিত্রকে বন্দী করিল]

অগ্নিমিত্র। একি—একি! বিশ্বাসঘাতক কোলাপুররাজ! আচ্ছা—আচ্ছা, যদি কখনো মুক্তি পাই, তাহ'লে তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য। তোমার এই শান্তিময় কোলাপুরের বুকে ধ্বংস-যজ্ঞানল প্রজ্বলিত ক'র্‌বো—আহুতি দেবো আমি—ইন্ধন যোগাবে অত্যাচার—তন্ত্রধারক হবে ওই মৃত্যু।

[অনিলাক্ষ্যসহ প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে পুরুষ ও রমণীর প্রবেশ।

গীত।

পুরুষ।— ওহো-হো-হো ! রাগ ক'রে তুই কোথায় যাবি
ও বিধুমুখি।
আমি যে তোরি তরে সব খোয়ানু
আর কিছু ত নাই বাকি॥

রমণী।— শুন্‌ব না তোর কোন কথা, যাব আজ যেথা সেথা,
কাজ নেই তোর ঘরকন্নায়
আমার বেলায় কেবল ফাঁকি॥

পুরুষ।— তোর মন যোগাতে ফতুর হ'লাম,
তবু তোর মন না পেলাম,

রমণী।— মুখের কথা শুন্‌বে কে,
নে না তুই পথ দেখে,
তোকে আর বল্‌ব কি ?

পুরুষ।— দু'দিন বাদে বস্‌ব পথে,
বিকিয়ে গেছে বাস্তু ভিটে,
তবু তোর মন পেলাম না হায়—হায়—হায়,
দুঃখের কথা বল্‌ব কি ?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত অনিমার প্রবেশ।

অনিমা। ওগো, কোথায় যাই আমি—কোথায় আশ্রয় পাই আমি? কোথায় গেলে আমার ধর্ম্মরক্ষা হবে? একটু আশ্রয়ের জন্য যার কাছে যাই, হৈহয়-রাজের নাম শুনে আমায় তাড়িয়ে দেয়। এ জগতে আমার আপনার ব'লতে আর কেউ নেই। ছিল—ছিল, একজন ছিল—সে আমার মধ্যম দাদা; কিন্তু সেও যে নিরুদ্দেশ। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—উঃ! কি নিষ্ঠুর সে! আমায় হৈহয়-রাজের হাতে অর্পণ ক'রে নিজে সৌভাগ্য-বান হবে ব'লে আমায় কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছিল, কিন্তু কৌশলে কারারক্ষীকে উৎকোচ দিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন কোথায় যাব? বিলম্ব হ'লে এখনি দুর্ব্বত্তের দল আমাব অনুসন্ধানে ছুটে আসবে। তাইতো, কি করি? ভগবান্! সতীর ধর্ম্ম তুমিই রক্ষা কর। আমি দুর্ব্বলা নারী, তুমি ভিন্ন যে আমার আর কেউ নেই।

[নেপথ্যে সৈন্যগণ। খোঁজ—খোঁজ, এই পথে—এই পথে ছুঁড়িটা পালিয়ে এসেছে।]

অনিমা। ওই—ওই বুঝি তারা এসে পড়্‌ল, এইবার আমায় ধ'রে ফেল্‌বে। কোথায় যাই—কোথায় পালাই? হ'য়েছে—হ'য়েছে, ওই যে অদূরে এক স্রোতস্বিনী ব'য়ে যাচ্ছে, যাই—যাই, ওরই শীতল গর্ভে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ধর্ম্মরক্ষা করিগে।

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুত মাধবদাসের প্রবেশ।

মাধব। ওকি—ওকি! একটা ইস্তিরী লোক না নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। তাইতো, আজ হামার শিকার হ'ল না দেখ্‌ছি। আগাড়ি

উহার জান বাঁচাতে হবে—তারপর শিকারে যাবে। ঝণ্টু, মণ্টু! ছুটিয়ে চল্ তুহারা সব—ওই হুস্তিরী লোকটাকে বাঁচাতে হোবে রে বেটা!

[দ্রুত প্রস্থান।

চিন্তামগ্ন শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। আবার কতকগুলো দুশ্চিন্তা এসে আমায় পাগল ক'রে দিলে দেখ্ছি। না, সংসারটা আমায় হাড়ে নাড়ে জ্বালালে। যত বার ভুল্তে যাই—যতবার মনে করি আর কিছু ভাব্ব না, ততই যেন ভাব্না এসে আমার সব অন্তরটা জুড়ে বসে। এঃ! ভাবনা বেটী আমায় জ্বালিয়ে মার্লে। এত ক'রেও ভাবনা বেটীর হাত হ'তে নিস্কৃতি পাচ্ছিনে! না, আর কিছু ভাব্ব না—দেখি, আমায় কে ভাবাতে পারে। এই চুপ ক'রে বসলুম, দেখি ভাবনা বেটী আমার কি করে। [উপবেশন ও কিছু পরে] আবার—আবার তুই এসেছিস্? যা—যা, চলে যা,—আবার দেখি আস্ছে।

উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। বাবা! বাবা!

শান্তশীল। আঃ—সব মাটী ক'রে দিলে দেখছি।

উতঙ্ক। বাবা! বাড়ী হ'তে তুমি চ'লে এসেছ, আর আমি তোমায় কত খুঁজছি। বাড়ী চল।

শান্তশীল। কেন? না—না উতঙ্ক! আর আমি বাড়ী যাব না। আমি সেই হতশ্রীর দিকে চাইতে পার্‌ব না। আমার বাড়ী নেই—ঘর নেই—আমার সব গেছে। আমার কুলদেবতা মদনমোহন যখন গেছে, তখন আমার সব গেছে। যাও—যাও, আমায় এই বনের মাঝে নীরবে একটু কাঁদ্তে দাও।

উতঙ্ক। বাবা!

শান্তশীল। আঃ আমায় কাঁদ্‌তেও দেবে না? আমার মদনমোহনের জন্য কি একটু কাঁদ্‌তেও পাব না? যখনই তার জন্য কাঁদ্‌তে যাই, তখনই তোমরা সবাই মিলে এসে আমার কান্না বন্ধ ক'রে দাও কেন বল ত'? আমি কাঁদ্‌বো—তোমাদের কি? যাও, বিরক্ত ক'রো না উতঙ্ক! খাইয়েছি—দাইয়েছি—কত ভালবেসেছি—আশ্রয় দিয়েছি; কিন্তু এমনভাবে আমায় বিরক্ত ক'র্‌লে আর চল্‌বে না। হ্যাঁ, একটা কথা—আমার মদনমোহনকে সত্যই তুমি জলে ফেলেছিলে, না কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? সত্যি কথা বল উতঙ্ক!

উতঙ্ক। আমি তোমার আদেশে মদনমোহনকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে গেছলুম সত্য; কিন্তু সেই সময় আমি অনিলাক্ষ্য কর্ত্তৃক বন্দী হই, মদদমোহন নদীর তীরে প'ড়ে রইল।

শান্তশীল। এ্যাঁ! তাহ'লে কোথায় গেল আমার মদনমোহন? চল—চল, নদীতীরটা ভাল ক'রে খুঁজে আসি।

উতঙ্ক। আমি অনেক খুঁজেছি—তাঁকে অনেক ডেকেছি। কেঁদে কেঁদে মর্ম্মের ব্যথা জানিয়ে ব'লেছি, ওগো মদনমোহন! ওগো অনাথ বান্ধব! ওগো কাঙ্গালের সখা! তুমি কোথায়? এস—এস—ফিরে এস—ফিরে এস তুমি। কিন্তু সে এল না দেব! বিরাট নৈরাশ্যে হৃদয় জর্জ্জরিত ক'রে চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ফিরে এলুম।

শান্তশীল। বেশ ক'রেছ—এখন ঘরে ফিরে যাও।

উতঙ্ক। আর তুমি?

শান্তশীল। আঃ তুমি আমায় পাগল না ক'রে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি। আমার জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না, আগে নিজের ভাবনাটা ভাব গে।

উতঙ্ক। আমার আর ভাবনা কি? আমি যখন তোমার মত দেবতার চরণাশ্রিত।

শান্তশীল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ছেলেমানুষ কিনা? ওরে বালক! ভাবতে সকলকেই হয়; কেউ ভাবে পরের ভাল—আবার কেউ ভাবে পরের সর্ব্বনাশ। জগৎটা যে ভাবনা দিয়ে গড়া। উতঙ্ক। মনে আছে তোমার ভগ্নীর কথা? সে কি দুরন্ত পিশাচ কর্ত্তৃক অপবিত্রা হবে?

উতঙ্ক। কিন্তু বাবা! আমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা কর্‌ব? আমি যে দুর্ব্বল।

শান্তশীল। দুর্ব্বল। কি দুর্ব্বলের বল কে জ্ঞান?

উতঙ্ক। জানি।

শান্তশীল। কে?

উতঙ্ক। ভগবান্।

শান্তশীল। তবে?

উতঙ্ক। সব সময়ে যে তার পরিচয় পাই না দেব!

শান্তশীল। যাক্; এখন তোমার যা কর্‌বার হয় করগে, আমায় আর বিরক্ত ক'র্‌তে এসো না। মদনমোহন! মদনমোহন! কুল-দেবতা আমার—না, তুমি নিষ্ঠুর; আর তোমায় আমি ডাক্‌ব না। না—না, তোমার তো কোন দোষ ছিল না, আমিই তোমাকে আমার কাছ হ'তে তাড়িয়েছি। ওকি—ওকি! কি মধুর স্বর! শোন—শোন উতঙ্ক, কাণ পেতে শোন। তবে কি আমার মদনমোহন আস্‌ছে?

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

ওই যে তাহার বাঁশী বাজে,
আবার রুণুঝুণু নূপুর বাজে।

ওই বুঝি সেই মদনমোহন
আস্‌ছে আবার মোহন সাজে॥
বাঁশীর সুরে পাগল আমি,
ঘুরে বেড়াই কাননভূমি,
এবার দেখা পেলে দেখ্‌ব তুমি
কেমন ক'রে কাঁদাও সকাল সাঁঝে॥

[প্রস্থান।

উতঙ্ক। উমানন্দ ব'লে গেল দেব! মদনমোহন আবার আস্‌বে।

শান্তশীল। আর সে আস্‌বে? ওরে—সে একবার চ'লে গেলে সহজে আর ধরা দেয় না। অমন কপটী কি জগতে আছে?

উতঙ্ক। গৃহে চল দেব!

শান্তশীল। আবার গৃহ? সেখানে কি কাঁদতে যাব? না—না, আমি সেই মরুভূমির উত্তাপ সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। সেখানে যে আমার মদনমোহন নেই।

উতঙ্ক। চল দেব! আমি যেমন ক'রেই হোক্‌, তোমার মদনমোহনের সন্ধান এনে দেবো। তুমি এখন এস, আমার দাদা যে বন্দী—কল্য তার প্রাণদণ্ড হবে, তাকে যে বাঁচাতে হবে প্রভু! সে যে আমার দাদা!

শান্তশীল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাও বটে। চল—চল, কিন্তু আমার মদনমোহনের সন্ধান দেওয়া চাই—দূর ছাই, সে যখন আমায় চায় না—তখন আমিই বা তাকে চাই কেন? না—না, সে যে আমার শত যুগের অযুত সান্ত্বনা—পিতা পিতামহের ভক্তির প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা। তাকে ভুল্‌তে পারি?

উতঙ্ক। কিন্তু প্রভু! চেয়ে দেখ—সেই কুলদেবতার আজ কি

দুর্দ্দশা। পিতা পিতামহের সঞ্চিত কীর্ত্তি অনেক কুসন্তান নষ্ট ক'র্‌তে বসেছে। কুলদেবতার মন্দিরে আজ সন্ধ্যার প্রদীপ পর্য্যন্ত জ্বলে না; এমন কি, কুলদেবতার ভার বহনে অক্ষম হ'য়ে সেই শত-সৌভাগ্যের জীবন্ত মূর্ত্তিকে কত নরাধম জলে ফেলে দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ সেই কুলদেবতার দেবোত্তর সম্পত্তি আত্মসাৎ ক'রে কুলদেবতাকে দূরে ফেলে তাঁরই অর্থে সুরাপান আর গণিকার সেবায় অপব্যয় ক'চ্ছে।

শান্তশীল। যারা তাদের সেই কুলদেবতাকে ওরূপ ক'র্‌ছে, তুমি আমায় একটীবার সেই নরাধম পশুদের দেখিয়ে দিতে পার উতঙ্ক? আমি দু'হাতে তাদের গলাটা টিপে ধ'রে চীৎকার ক'রে ব'ল্‌বে—ওরে পাষণ্ড—ওরে অধার্ম্মিক—ওরে গর্দ্দভ! এই কি তোমার কর্ত্তব্য—এই কি তোদের বংশমর্য্যাদারক্ষা—এই কি তোদের ধর্ম্ম?

উতঙ্ক। প্রকৃতিস্থ হও দেব! এস।

শান্তশীল। চল, দেখি মদনমোহন আবার কোন্ পথে টেনে নিয়ে যায় [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

ওগো প্রাণ কেমন করে আমার
বুড়ো বরের তরে।
জানি না সে আছে কেমন
আমায় ওগো ছেড়ে॥
সে গাঁজা খেয়ে সিদ্ধি খেয়ে,
শ্মশানেতে বেড়ায় ধেয়ে,
মাথায় আবার সতীন আমার
কতই রঙ্গ করে॥

শান্তশীল। কে তুমি বালিকা ?

সিদ্ধেশ্বরী। আমি রাজকুমারীর সহচরী, আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী, রাজবাড়ীতে থাকি। তুমি আমায় চেন' না ? আমি আমার সহচরীর জন্য ফুল তুল্‌তে যাচ্ছি। আজ রাজকুমারীর মদনমোহন পূজা।

[প্রস্থান।

শান্তশীল। মদনমোহন পূজা রাজকুমারীর! সে কি উতঙ্ক ? আমি যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।

উতঙ্ক। আমিও তাই ভাব্‌ছি দেব !

শান্তশীল। মদনমোহনের পূজা। কোন্ মদনমোহন ? আমার মদনমোহনের পূজা নয় তো ? নাঃ—দেখ্‌তে হ'ল উতঙ্ক! চল, দেখি—দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের পূজা আর ভাল লাগছে না ব'লে আমার মদনমোহন বোধ হয় রাজবাটীতে গিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

অনিমাকে বক্ষে করতঃ দ্রুত মাধবসর্দ্দারের প্রবেশ।

অনিমা। [জড়িত স্বরে] ওগো, কেন তুমি আমায় বাঁচালে ? আমি যে চির শান্তির সন্ধানে যাচ্ছিলুম।

মাধব। ছো-ছো-ছো, বেটি! এহি কাম কি কোর্‌তে আছে ? তু পরাণটা ঝুটমুট নষ্ট কর্‌ছিলি কেন ? বোল্—তুহার কি হইয়েছে বেটি ? এহি বয়েস তুহার কি দুখ্যু আছে ? ছো-ছো-ছো।

অনিমা। তুমি জান না সর্দ্দার, আমার কত দুঃখ। এই বয়সে কাল-বৈশাখীর প্রবল ঝড় আমার উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে। দুঃখের কথা বল্‌ব ? বল্‌তে গেলে বোধ হয় সহস্র বৎসরেও শেষ হবে না।

মাধব। বটে! ওঃ! আচ্ছা, এখন চল্ বেটি, তুহাকে হামার

বাড়ীতে লিয়েই যাই—তু একটু ভালা হ'লে হামি তুহার সব দুখ্যু শুন্‌বে।

অনিমা। শুনে কি ক'র্‌বে সর্দ্দার?

মাধব। শুনিয়ে কি কোর্‌বে? শুনিয়ে মাধবসর্দ্দার তুহার দুখ্যু দূর কোর্‌বে, আর কি কোর্‌বে?

অনিমা। আমার দুঃখ দূর ক'র্‌বে তুমি সর্দ্দার?

মাধব। কেন? হামরা গরীব ছোটা জাত বোলিয়ে কি পরের দুখ্যু দূর কোর্‌তে জানে না? জানে—জানে বেটি! পরের দুখ্যু দূর কোর্‌তে হামরা ধন-দৌলত দিতে জানে—খুন দিতে জানে—আউর পরাণ-ভি দিতে জানে।

অনিমা। পার্‌বে—পার্‌বে সর্দ্দার?

মাধব। কেন পার্‌বে না বেটি? হামরা ছোটা জাত, হামরা মুখে যা বোল্‌বে, কামমে তাই কোর্‌বে। হামাদের বাৎ কোভি দোসরা হয় না। চলিয়ে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সোনালী আঁচলখানি
দোলায়ে বাতাসে
ওই আসে উষারাণী রঙ্গে ভঙ্গে।
কুহু কুহু ওই বুলিছে কোয়েলা
নাচিছে ফুলসখি আধ ফোটা চারু অঙ্গে॥
প্রিয়তম যাবে ব'লে,
কুমুদিনী পড়ে ঢ'লে,
নীল সাগরের গহন জলে
বিদায়ের সঙ্গে॥

মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। যাও—যাও, বুকের চিতানল তোমাদের ওই সুললিত সঙ্গীতে নিভ্‌বে না সুন্দরীগণ! যাও—[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] যেন সৃষ্টির বুক জুড়ে একটা ভীষণ বিপ্লব বেধে গেছে। ওঃ! কি আর্ত্তনাদ! হাহাকার! ত্রাহি ত্রাহি শব্দ—না, কই তোরা চ'লে গেলি? যাস্‌নে,—গান আরম্ভ কর্—গান আরম্ভ কর্।

নর্ত্তকীগণের পুনঃ প্রবেশ।

গীত।

যামিনী পোহায়ে যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নয়ন জ্বলিয়া যায় মরি হে দহিয়া ॥
কেন সে এল না দানিতে মধু তার,
পিয়াসে মরি গো, প্রাণ যে রাখা ভার,
আসিবে ব'লে সে, গিয়াছে বিদেশে,
এখনো কেন সে এল না আবেশে,
এস হে এস বঁধু হিয়ার আসনে
রেখেছি যতনে আমরা পাতিয়া ॥

[প্রস্থান।

মণীরথ। কোন্ পথে চালাইব কর্ম্ম-রথ মোর ?
দিবানিশি এক চিন্তা
দগ্ধ করে নিরন্তর অন্তর আমার।
ক্ষণে ক্ষণে জাগে উন্মাদনা
রাক্ষসী কামনা উদ্বেলিত ক'রে
টানায় বিবেক—মহত্ত্বে বিনাশ
করিতে সে চায়।
কিন্তু হায় পরক্ষণেই
দেখি শুধু ধূ-ধূ মরুভূমি।
ঘন অন্ধকার—স্পষ্টাক্ষরে পরিণামে।
সভয়ে ফিরাই আঁখি
মনে হয় আমি যে মানুষ।

সুনন্দার প্রবেশ ।

সুনন্দা । কি ভাব্‌ছ মহীরথ ?

মহীরথ । ভাব্‌ছি—বজ্রপাতের বিলম্ব কত ?

সুনন্দা । বজ্রপাত তো বহুদিন হ'য়ে গেছে মহি !

মহীরথ । কৈ, তার তো কোন শব্দ শুন্‌তে পাইনি ?

সুনন্দা । তুমি যে বধির ; কি ক'রে শুন্‌তে পাবে ?

মহীরথ । কিন্তু বজ্রপাতের সে ধ্বংসও যে দেখ্‌তে পাইনি মা !

সুনন্দা । তুমি যে অন্ধ, কি ক'রে দেখবে ?

মহীরথ । পুত্র তাহ'লে অন্ধ—বধির ?

সুনন্দা । আবার জড় ও নিষ্প্রাণ ।

মহীরথ । কিসে বুঝলে মা ?

সুনন্দা । কর্ত্তব্যে—ধর্ম্মে—কর্ম্মে—

মহীরথ । তাহ'লে মহীরথ কিছুই নয় ?

সুনন্দা । আমার মনে তাহাই হয় । আমার মনে হয়, মহীরথ মানুষ নয় ।

মহীরথ । মানুষ নয় ?

সুনন্দা । না—

মহীরথ । তবে কি ?

সুনন্দা । কাষ্ঠপুত্তলিকা । একজনের অনুগ্রহদত্ত দাস—মাতৃঘাতী ।

মহীরথ । মা !

সুনন্দা । পার্‌বি না—পার্‌বি না ? বল্—বল্ মহি ! আমি কি তোর মা নই ? আমি কি তোর জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিনি ? আমি কি তোর মুখে একটা দিনও বুকের সুধা নিংড়ে দিইনি ? তোর জন্য কি আমার বিনিদ্র রজনী পোহাই নি ? বল্ অকৃতজ্ঞ পুত্র !

মহীরথ। হায় নারী! তুমি যে মা!
অপূর্ব্ব যে তোমার মহিমা।
শাস্ত্র—বেদ—পুরাণের
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
স্বর্ণাক্ষরে তোমার গরিমা-গাঁথা
থরে থরে র'য়েছে সজ্জিত।
দেবী হ'তে মহাদেবী তুমি,
স্থান তব হিমাদ্রি শিখরে।
তোমারি মহিমা-রাশি
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বর্ণিতে অক্ষম,
তুমি যে গো মর্ত্ত্যের সাকারা দেবী,
স্বরগের পুণ্য প্রবাহিনী
মন্দাকিনী ধারা। যে চরণে
নতশির বিশাল ব্রহ্মাণ্ড,
আজ জীবনদায়িনী দেবী
জননী আমার!
স্বার্থের সে কুহেলী আবেশে
গৌরবের মেরুদণ্ড কেন চূর্ণ
করিছ জননি?

সুনন্দা। এখনো মায়ের আজ্ঞা
বিদলিতে সাধ?
যে পুত্রের জীবনের শত আকিঞ্চনে
কত অশ্রুপাতে কত কামনায়
বিশ্বের আঙিনা মাঝে

জ্ঞান-শক্তি-শৌর্য্য-বীর্য্যে
হ'ল জীবন প্রতিষ্ঠা মায়ের দানেতে,
আজ সেই পুত্র চাহে কিনা
কাঁদাতে তাহারে।

মহীরথ। অনন্ত তোমার স্নেহ,
অনন্ত তোমার দান,
তব পাশে সন্তান যে
চিরদিন ঋণী!
কোনদিন কোন কালে
কোন পুত্র পারে নাই মাতৃ-ঋণ
করিতে পূরণ।
কিন্তু মাগো, সে ঋণের কি বিনিময়
অপরের মর্ম্মে দিতে ব্যথা?
ইহাই কি জননী শিখায় সন্তানে তার—
অজ্ঞানের পথ হ'তে জ্ঞানের আলোকে?
তাহ'লে আদর্শ শিক্ষার অভাবে
দেবভূমি আর্য্যবাস বিরাট ভারত
যুগান্তরে মহাধ্বংসে
হবে পরিণত।
চূর্ণ হবে মায়ের মন্দির।

(...টে চলে ...ম)

সুনন্দা। বুঝিয়াছি মহীরথ
চাহ সদা মায়েরে কাঁদাতে!
না—এ জীবনে কিবা প্রয়োজন!
দেখ মহি, এই তীব্র বিষ

করিয়া ভক্ষণ তোমার সম্মুখে
আজি ত্যজিব পরাণ। [বিষ বাহির করিল]

মহীরথ। মা! মা! দাঁড়াও ক্ষণেক,
ভেবে নিই কর্ত্তব্য আমার,
দেখে নিই বিচার-দর্পণে
কেবা শ্রেষ্ঠ হয় মোর পাশে—
মাতা—না মহত্ত্ব!
স্বার্থ না মানবত্ব।

সুনন্দা। ভেবে নাও, পক্ষকাল
দিলুম সময়, মনে রেখো
মায়ের বেদনাদীর্ণ এই মুখখানি
আর কর্ত্তব্য তোমার।

[প্রস্থান।

মহীরথ। ভগবান্!

ধীরে ধীরে মদনমোহনক্রোড়ে মঞ্জুলা আসিয়া দাঁড়াইল।

মহীরথ। একি? মঞ্জুলা, তুমি কখন এলে, নিবিষ্ট মনে কি দেখ্‌ছ?

মঞ্জুলা। দেখ্‌ছি আমার নিষ্প্রাণ মদনমোহন সুন্দর—না আমার সজীব মদনমোহন সুন্দর!

মহীরথ। চির সুন্দর তোমার ওই মদনমোহন! ওকে প্রাণ ভ'রে দেখ, দেখ্‌বে কত তৃপ্তি—কত শান্তি—কত আনন্দ! এ মদনমোহন যে উল্কাপিণ্ড—মরুক্ষেত্র; কাছে এস না—কাঁদ্‌বে মঞ্জুলা।

মঞ্জুলা। মহি—মহি—

মহীরথ। বল্‌বার কিছু নেই মঞ্জুলা—আমি তো বহুদিন পূর্ব্বে তোমায় ব'লেছি। এখনো জীবনের স্রোত ফিরিয়ে নাও বালা! চির জীবন নয়ন জলে সুখের পথ সিক্ত ক'রে কেঁদ না মঞ্জুলা! তুমি যাকে নিয়ে হাস্‌বে, সে যে আজ কাঁদ্‌ছে।

মঞ্জুলা। আমিও কাঁদ্‌ব—সেই আমার সর্ব্বসুখ—

মহীরথ। না—না, মঞ্জুলা, আমি তোমায় কাঁদ্‌তে দেবো না। তুমি জান না বালা, কত মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা আমি বুকে সহ্য কর্‌ছি।

মঞ্জুলা। না—না, তুমি একটিবার বল কুমার, তুমি আমার! এ জীবনের স্রোত আর ফির্‌বে না। শত বাধা-বিপত্তি দলিত ক'রে সে স্রোত যে ছুটে চলেছে কুমার! বল—বল একটিবার বল—

মহীরথ! না মঞ্জুলা! আমি নিজেই নিজের ভার বহনে অক্ষম—তখন আর একজনের ভার কেমন ক'রে বহন ক'র্‌বো মঞ্জুলা? আমার স্বপ্ন—আমার স্মৃতি মুছে ফেলে ঐ মদনমোহনের শ্রীপাদ-পদ্মে তোমার কামনার অর্ঘ্য নিবেদন কর, দেখ্‌বে—কত শান্তি—কত তৃপ্তি—কত আনন্দ। [প্রস্থান।

মঞ্জুলা। কুমার—কুমার! উঃ—কি নিষ্ঠুর তুমি কুমার! যাও কুমার—শত উপেক্ষার পদ-দলনে আমায় দলিত কর্‌লেও আমি কিন্তু ছায়ার মত তোমার কায়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। দেখ্‌বো কতদিনে তুমি আমার হও! মদনমোহন—মদনমোহন! বল—বল দেব, তুমি আমার আশা পূর্ণ ক'র্‌বে কি না?

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। এই পাষাণ দেবতার কি ক্ষমতা আছে তোমার আশা পূর্ণ কর্‌বে মঞ্জুলা! তোমার সে আশা পূর্ণ কর্‌বে অনিলাক্ষ্য—

মঞ্জুলা। রসনা সংযত ক'রে কথা কও অনিল! দেখ্‌ছি ক্রমশই তুমি ক্ষমার বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছ! যাও—যাও, একি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না?

অনিলাক্ষ্য। না—না! আজ বহুদিনের সঞ্চিত আশায় পূর্ণ ক'র্‌বো। দেখ্‌বো কেমন ক'রে আজ তুমি অনিলের দুর্জ্জয় কবল হ'তে পরিত্রাণ পাও।

মঞ্জুলা। কি বল্‌লি নারকি? জানিস্‌, এখনি তোর স্বেচ্ছাচারের কণ্ঠরোধ হ'য়ে যাবে। এই দেখ পাপি—আমার কাছে কি মহাঅস্ত্র রয়েছে।

অনিলাক্ষ্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওতো একটা খেলার পুতুল।

মঞ্জুলা। না—না মূর্খ! এ যে অনন্ত শক্তিমান ভগবান্‌! পুতুল হ'লেও এর এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে তোমার মত শত শত দানব দলনের শক্তি বিরাজিত।

অনিলাক্ষ্য। বটে! আচ্ছা, তবে তোমার পুতুলের শক্তির পরীক্ষা হোক্‌। এস পাষাণ দেবতা—দেখি তোমার শক্তি কতখানি?

[মদনমোহনকে ধরিল]

মঞ্জুলা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও অনিল—কর্‌ছো কি? এ যে দেবতার মূর্ত্তি—পূজার সামগ্রী!

অনিলাক্ষ্য। পূজার সামগ্রী কি পদাঘাতের সামগ্রী অনিল তা ভাল-রকম ক'রে দেখ্‌বে। আজ তোমার মদনমোহনের মৃত্যু।

মঞ্জুলা। ওগো মদনমোহন—ওগো জগন্নাথ—ওগো শক্তিমান! তুমি একবার জেগে ওঠ! তোমার পুণ্য অঙ্গ দানব যে আজ স্পর্শ ক'রেছে। তবু তুমি নড়ে উঠছো না—হুঙ্কার ছাড়্‌ছো না—দানবকে কাঁপিয়ে তুল্‌ছ না? ওঠ—ওঠ, জেগে ওঠ। অনিল—অনিল, ছেড়ে দাও।

[ভীষণ বিস্ফোরণ সুদর্শন চক্রকরে মদনমোহনের
আবির্ভাব ও চক্রের দ্বারা অনিলাক্ষ্যকে বধ
করিতে উদ্যত বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে
অনিলাক্ষ্যের মূর্চ্ছা]

অনিলাক্ষ্য। ওঃ! ওঃ!

[মদনমোহনক্রোড়ে মঞ্জুলার দ্রুত প্রস্থান।

[মদনমোহন মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

অনিলাক্ষ্য। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] উঃ! দৈবশক্তি! অনিলের শত শক্তি আজ ব্যর্থ ক'রে দিলে? আচ্ছা, আবার দেখ্‌বো—কত শক্তিমান ঐ পাষাণ দেবতা! দর্পিতা রাজনন্দিনি! মনে রেখো—অনিলাক্ষ্য তোমায় সহজে ভুল্‌বে না! তোমার জন্য যদি জীবন দিতে হয়, তাই দেবো—তবু তোমায় চাই! জানি না তোমার ওই উছলিত রূপ-লাবণ্যে অমরার কি মধু সঞ্চিত আছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। ব্যর্থ হ'ল অনিল!

অনিলাক্ষ্য। হ্যাঁ দেবি—অদ্ভুত দৈবশক্তি!

সুনন্দা। আচ্ছা, এখন যাও! হ্যাঁ—কারাগার হ'তে গোপনে অগ্নিমিত্রকে মুক্ত ক'রে দাওগে।

অনিলাক্ষ্য। সে কি! সে যে আমাদের শত্রু!

সুনন্দা। প্রয়োজন হ'লে শত্রুকে আপনার ক'রে নিতে হয়। পাখী ধ'রতে হ'লে পাখীরই সাহায্য চাই। বিষে—বিষক্ষয়। এ মহাজন বাক্য। সেই শত্রুর সাহায্যে শত্রু নাশ কর্‌তে হবে। কাঁটা দিয়ে

কাঁটা তুল্‌তে হবে। এ যে জগতের সত্য সিদ্ধান্ত। আর ঐ মেয়েটাকেও রাজপুরী হ'তে সরাতে হবে, কারণ ঐ মেয়েটাই মহীরথের মস্তিষ্ক বিকৃত ক'রে দিয়েছে। এখন যাও—

অনিলাক্ষ্য। যথা আজ্ঞা !

[প্রস্থান।

সুনন্দা। জগতে চতুর্দ্দিক হ'তে সুনন্দার কলঙ্কের ডঙ্কা বেজে উঠ্‌ছে। কণ্ঠে কণ্ঠে অবিরাম কলঙ্কের কথা, বাতাস—সেও ছড়িয়ে দিচ্ছে—অথচ আমার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই।

রাজমুকুটহস্তে মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। মা—মা, তুমি এখানে আছ ?

সুনন্দা। কেন বাবা ! তুমি এত ব্যস্তভাবে এখানে এলে ? কেন ঘন ঘন শ্বাস—সর্ব্বাঙ্গ কেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে ? ওরে, বল—বল মহি, তোর কি হ'ল ?

মহীরথ। কিছু হয়নি মা—কিছু হয়নি ! এই নাও মা রাজমুকুট !

[পদতলে স্থাপন]

সুনন্দা। একি। রাজমুকুট ? কোথায় পেলি মহি ?

মহীরথ। খুল্লতাতের নিকট হ'তে নিয়ে এলাম।

সুনন্দা। সে কি ? এত সহজে মুকুট দিলে ?

মহীরথ। দিলে। এইবার তোমার আজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছি। তোমায় সুখী ক'রেছি। এইবার হিংসার যজ্ঞানল নিভিয়ে দাও। কি ব'ল্‌বো মা ! তোমার জন্য—তোমার শুষ্কমুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে খুল্লতাতের কাছে ছুটে গিয়ে বল্‌লুম আমি রাজ্য চাই—এ রাজ্য আমার।

সুনন্দা। তারপর মহি ?

মহীরথ। তারপর খুল্লতাত আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে এই রাজমুকুট আমায় পরিয়ে দিলে। কিন্তু ওগো পাষাণি! এ রাজমুকুট পুত্র তোমার আর মাথায় পরবে না—তুমি নাও! যে রাজ্য রাজমুকুটের জন্য তোমার সুবিমল মাতৃত্বটুকু বিষাক্তময় ক'রে তুলেছ, সেই রাজ্য—সেই রাজসিংহাসন এখন তোমার। তুমি এখন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল।

সুনন্দা। আর তুই ?

মহীরথ। আমি ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি এখন' সৃষ্টির স্বতন্ত্র। আমি পার্‌বো না মা—ওই রাজমুকুট মাথায় নিয়ে কোলাপুরের সিংহাসনে ব'স্‌তে। বজ্রাঘাত হবে আমার মাথায়—সিংহাসনটা কেঁপে উঠবে—রাজদণ্ড হাত হ'তে খ'সে পড়বে। আমি পাপের উৎসবে জন্মগত মর্য্যাদার দাবী ত্যাগ ক'রে রাজা হবে না। আমারও বিদায়!

সুনন্দা। সেকি মহি ? তুই আমার পুত্র। তুই যে এখন রাজা।

মহীরথ। হাঁা—হাঁা ? এরূপ হীনভাবে রাজ্য লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পুত্রের পিতৃকুলের নয় মা! এরূপ হীনভাবে রাজ্যলাভ বোধ হয় তোমার পিতা পিতামহেরই জন্মগত নীতি।

[প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দা। মহি—মহি! কোথা যাস্ আমায় কাঁদিয়ে ?

মহীরথ। পরকে কাঁদাচ্ছো, আর নিজে কাঁদ্‌বে না।

[প্রস্থান।

সুনন্দা। মহি—মহি! ওরে কে আছিস মহীকে আমার ফেরা—ওযে আমার বুকখানা ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরিধারীর বহির্বাটী।

প্রদীপের হাত ধরিয়া গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। বেশ ভদ্রলোকের মত কথা কইবে বাপধন! যা যা জিজ্ঞেস ক'রবে, বেশ কোকিলের মত মিষ্টি সুরে উত্তর দেবে। এখুনি তারা দেখ্‌তে আস্‌বে।

প্রদীপ। সত্যি বাবা, তাহ'লে আমার বিয়ে হবে?

গিরিধারী। নিশ্চয়ই হবে। আর তোমার বিয়ে না হ'লে রক্ষে আছে? কোন্‌দিন আফিং খেয়ে ব'সবে—না হয় গলায় দড়ি দেবে—আর না হয় বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাবে।

প্রদীপ। মাইরি! তাই নাকি বাবা? ভেলা মোর কুঁজোরাম বাবারে—বেড়ে তোমার সৌখীন কুঁজ! আরও গোটা পাঁচ ছয় কুঁজ তোমার যেখানে সেখানে হোক্।

গিরিধারী। তাহ'লে তুমিও মনের আনন্দে গদাগম—গদাগম ক'রে ধুন্‌তে আরম্ভ ক'রে দাও।

প্রদীপ। দেখ বাবা! মাইরি আমি তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করিনি। দেখ, বিয়ে হ'য়ে গেলে গিনি সোনা দিয়ে তোমার কুঁজটা বাঁধিয়ে দেবো।

গিরিধারী। আহা-হা সাধ ক'রে কি আর তোমায় ভালবাসি বাপধন! আ-হা-হা! আমার মা ষষ্ঠীর টাট্‌কা নমুনা! দেখ ধন! এখন তোমার ওই সখের গোঁফ জোড়াটি খুলে ফেল। মেয়ের বাপ দেখলে ব'লবে কি?

প্রদীপ। চোপরাও কুঁজোরাম! গোঁফ আমি কিছুতেই খুল্‌বো না!

গিরিধারী। আরে তারা ব'ল্‌বে কি ?

প্রদীপ। কি ব'ল্‌লে ? ব'ল্‌বে মার্‌বো ঘুসি।

গিরিধারী। তাহ'লে বিয়েও তোমার শিকেয় উঠ্‌বে। তাইতো, ব্যাটার ছেলের গোঁফ নিয়েও ত মুস্কিলে পড়্‌লাম। হায়-হায়-হায় ! ভদ্রলোকেরা মনে ক'র্‌বে কি ?

প্রদীপ। গোঁফ নেহি খোলেঙ্গে।

গিরিধারী। যাক্‌—যা হয় ক'রে সেরে নিতে হবে। দেখ বাপধন ! তোমায় তারা ডাক ধ'রে হাতের লেখা দেখ্‌তে চাইবে—সাবধান ! বেশ বুঝে সুঝে উত্তর দেবে—লেখ্‌বার সময় বেশ ধ'রে ধ'রে লিখবে। কাকের ছাঁ—বকের ছাঁ যেন লিখে ব'সো না।

প্রদীপ। হাঁ বাবা ! কি ডাক ধর্‌বে ? ডাক ধ'র্‌লেইতো হয়েছে। লেখাটা না হয় কোন রকমে হবে।

গিরিধারী। সচরাচর যে ডাকগুলো ধরে, সে গুলো গোটাকতক শিখে রাখ বাপধন ! নইলে সব মাটি হ'য়ে যাবে। হুঁসিয়ার, যেন ভুলে যেও না।

প্রদীপ। না—না, বল শিখে রাখি।

গিরিধারী। ধর, যদি বলে জলধর মানে কি ?

প্রদীপ। হুঁ—জলধর মানে ভারি শক্ত ! জলধর মানে ঘড়া ঘটী গাড়ু।

গিরিধারী। চমৎকার মাথা ! ওরে আহাম্মক—জলধর মানে—দূর ছাই আমিও যে ভুলে যাচ্ছি—জলধর মানে—ডাব তরমুজ।

প্রদীপ। আচ্ছা, আর একটা শিখিয়ে দাও।

গিরিধারী। যদি জিজ্ঞাসা করে চতুষ্পদ মানে কি বাপধন ! কি ব'ল্‌বে ?

প্রদীপ। কেন—চতুষ্পদ মানে চৌকী।

গিরিধারী। দূর মুখ্যু! চতুষ্পদ মানে হ'চ্ছে—ধরনা কেন—তক্তাপোষ! যাক্, আর শেখাবার সময় নেই। যাও, তুমি একটু ফিটফাট হওগে।

প্রদীপ। বহুত আচ্ছা! বেঁচে থাক বাবা কুঁজোরাম! কুঁজ তোমার সোনা না হ'য়ে যায় না।

[প্রস্থান।

গিরিধারী। ছেলে আমার খাঁটি ইস্পাত—খুন-খারাপি রং! বলি ও গিন্নি—বলি ও ষণ্ডেশ্বরি

ষণ্ডেশ্বরীর প্রবেশ।

ষণ্ডেশ্বরী। কেন গা? ষাঁড়ের মত অত না চেঁচালে কি হয় না? বল আমি শুনে কৃতার্থ হই।

গিরিধারী। দেখ, প্রদীপকে তো আজ দেখ্‌তে আস্‌বে—পাঁচ রকম রান্না-বান্না যেন হয়। ভদ্রলোকেরা যেন নিন্দে ক'রে যায় না।

ষণ্ডেশ্বরী। নিন্দে ক'রে যাবে কেন? আমার হাতের রান্না খেলে কি তারা ভুল্‌বে? আহা—আমার প্রদীপের বিয়ে হবে। হ্যাঁগা, খুব ঘটা ক'র্‌বে ত?

গিরিধারী। নিশ্চয়। সবে ধন নীলমণি! তার বিয়েতে ঘটা হবে না? দেখবে দেখবে গিন্নি—কত কাণ্ড হবে। তবে কি—দেখ, আহাম্মক ব্যাটা গোঁফ জোড়াটা যে ফেল্‌তে চায় না। তার কি উপায় কর্‌ছো?

ষণ্ডেশ্বরী। তা—তো গা। ছেলের কি বিদ্‌ঘুটে সথ। বয়স হ'লেই আপনিই তো গোঁফ উঠবে। ছেলেমানুষি বুদ্ধি কিনা?

গিরিধারী। না নয় গিন্নি—তা নয়! সেদিন তো চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে মালিনী বেটি কি ব'লে গেল! তোমার হার ছড়াটা চুরির মতলবে ছিল।

যগেশ্বরী। যাক্‌, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এখন ভালয় ভালয় বিয়েটা হ'য়ে গেলেই হ'ল। যাই এখন রান্না-বান্নার যোগাড় যন্তর করিগে।

[প্রস্থান।

গরিধারী। ছেলের বিয়েতো হবে। কিন্তু এত দিনের পর রাজ-বাড়ীর চাকরীটা যায় দেখ্‌ছি। অনেক দিন রাজ-বাড়ীর ভাণ্ডারীর কাজে নিযুক্ত ছিলাম। হায়-হায়-হায়—সেই চামডাইনী বড় রাণী মাগী যে রকম কড়া নজর দিতে ব'সেছে, তাতে আর কাজ থাকে না ব'ল্‌লেই হ'ল। আর বাড়ীতে যে রকম কাণ্ড উপস্থিত হ'য়েছে—তাতে একটা কিছু না হ'য়ে আর যায় না। ফাটুক না ফাটুক তাতে কিছু এসে যায় না; কিন্তু শেষকালে যেন আমার কুঁজটি না ফাটে। দেখি, একটু রাস্তা পানে গিয়ে, ভদ্রলোকেরা এখনো আস্‌ছে না কেন?

বেশভূষা করিয়া প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। বাবা! বাবা! এই দেখ বাবা! কেমন সেজেছি। মানিয়েছে তো?

গিরিধারী। বাঃ-বাঃ-বাঃ! বেশ সেজেছ—চমৎকার মানিয়েছে—আহা-হা, ঠিক যেন কার্ত্তিক—তবে কি, ময়ূর নেই এই যা।

প্রদীপ। তবে তুমি ময়ূর হও বাবা! আমি তোমার উপর চড়ি।

গিরিধারী। সে কি! আমি ময়ূর হব কি? আমার উপর চড়বি কি?

প্রদীপ। আলবৎ তোমার পিঠে চড়্‌বো। হও বল্‌ছি তুমি ময়ূর।

গিরিধারী। ওরে বাবারে, ময়ূর হবো কি রে? ময়ূরের কথা ব'লে কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লাম বাবা।

প্রদীপ। চোপ্‌রাও, শিগগীর ময়ূর হও—নইলে তোমার কুঁজ ফাটাবো। মাইরী ফাটাবো—ফাটালাম—ফাটালাম—জল্‌দি ময়ূর হও।

গিরিধারী। ওরে বাবারে, একি ছেলে হয়েছে বাবা! একে পিঠ ভর্ত্তি বুদ্ধির ফোঁড়।

প্রদীপ। কি ময়ূর হবে না?

[গিরিধারীর পিঠে উঠিল]

গিরিধারী। উ-হু-হু—কুঁজে লাগ্‌ছেরে ব্যাটা! কুঁজে বেজায় লেগেছে। কক্—কক্—ক্যাঁক্।

[প্রদীপকে পিঠে করতঃ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সুরথের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

কেন কাঁদিয়া কাঁদাও আমারে,
ওরে আমার অবোধ ছেলে।
মায়ের পরাণ কেমন করে,
মা যে ভাসে নয়ন জলে॥
মায়ের কাছে আসিস্ যখন,
ভয় কিরে তোর আছে তখন,
ধরায় যদি প্রলয় ঘটে,
আকাশ হ'তে অনল ছোটে,
মনের সুখে থাক্‌বে ছেলে
শুয়ে মায়ের অভয় কোলে॥

সুরথ। অশ্রু যে আর রাখ্‌তে পারি না মা! বল্‌তো বল্‌তো বেটী আমার কি হ'ল? আমার চাঁদের হাট যে ভেঙ্গে গেল! ওঃ! বুকে যে আর যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনে সিদ্ধেশ্বরি! [উপবেশন] দে—দে তো মা, আমার বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে।

সিদ্ধেশ্বরী। দিই বাবা। [হাত বুলাইতে লাগিল]

সুরথ। আঃ! আঃ! কিন্তু আবার যে জ'লে উঠ্‌ছে। ওই! ওই! কোলাপুরের চতুর্দ্দিকে আকাশে বাতাসে ধ্বংসের ভেরী বাজ্‌ছে।

গেল—গেল আমার সব গেল! মহীরথ আমার চ'লে গেছে। ওরে কার উপর অভিমান ক'রে তুই চ'লে গেলি বাবা! আমার সংসারের কুসুমিত কাননের মুক্ত আনন্দ! ওরে আমার স্নেহের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—ওরে আমার বংশের দুলাল—জ্যেষ্ঠের স্মৃতি! আয়—আয়, ফিরে আয়—

সিদ্ধেশ্বরী। তুমি কেঁদো না বাবা!

সুরথ। তুই যে আমায় কাঁদাচ্ছিস্ মা, আর আমি কাঁদ্‌বো না?

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

ও যে কাঁদাতে বড় ভালবাসে।
কাঁদাবার ছলে কত বেশে আসে॥
দূরে বা অদূরে থাকিয়া,
কত যে মুরতি ধরিয়া,
ছলনার জালে জড়িত করিয়া
হাসে ও পাষাণী—হাসে॥
তবু যে বিশ্ব ওরি তরে হায়,
হইয়া পাগল ঘুরিয়া বেড়ায়,
মা—মা—মা ডাকে অবিরাম,
যেতে ও মায়েরি পাশে॥

[প্রস্থান।

সুরথ। সত্যই কি মা তুই আমায় কাঁদাতে এসেছিস্? সত্যই তোর পুত্রকে কাঁদাবার এত সাধ? তবে কাঁদা আমায়! আমি কেবল কাঁদি—আর তুই হাস।

সিদ্ধেশ্বরী। কি ব'ল্‌ছো তুমি বাবা?

সুরথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলে যাচ্ছি! উঃ! একি ক'র্‌লে ভগবান্‌। সুরথ তো একটী দিনও তোমার কাছে কোন অপরাধ করেনি, তার আজীবনের সমস্ত কামনার পুষ্পাঞ্জলি তোমারি শ্রীচরণে অর্পণ ক'রে এসেছে। তবে আজ কেন তাকে মহাপরীক্ষার—ঘূর্ণিপাকে ফেলে কাঁদাচ্ছ? চল্‌ চল্‌ মা—আমরা এখান হ'তে এখনি পালিয়ে যাই চল্‌। দেখিস্‌না এখানকার বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে? পিশাচী তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। অনাচার সে এখানকার রাজা। চল্‌—চল্‌, আমার শ্বাস যে রোধ হ'য়ে আস্‌ছে। ওঃ—ওঃ—সুরথের অদৃষ্টের কি পরিণতি। ওই আমার রাজ্যবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ কাঁদ্‌ছে—আমিও কাঁদ্‌ছি—আর কাঁদ্‌ছে—

মাধবিকার প্রবেশ।

মাধবিকা। আমি! আমি! আমিও কাঁদ্‌ছি মহারাজ।

সুরথ। কে রাণী? রাণী? কি জন্য তুমি আবার পিত্রালয় হ'তে ধূ-ধূময় শ্মশানের বুকে ফিরে এলে রাণি? যাও—যাও, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থেকো না। ওই যেন আমার সোনার রাজ্য দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে যাচ্ছে—ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে পিশাচগুলো তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে—আর এই দেখ রাণি, পাহাড়ের মত আমার বুকখানা আজ ওঃ—রাণি মহীরথ আমার চ'লে গেছে।

মাধবিকা। সবই শুনেছি রাজা! শুনে অশ্রু যে আর রাখতে পার্‌ছি নে। উঃ! রাজা! মহী যে আমার বুকের রত্ন ছিল। আমি যে তাকে শৈশব হ'তে কত স্নেহ দিয়ে মানুষ ক'রেছিলুম।

সুরথ। না—না, আমরা তার কেউ নয় রাণি! কেউ হ'লে সে কি এতখানি নির্ম্মম হ'য়ে আমাদের ছেড়ে চ'লে যেত?

মাধবিকা। চল রাজা, তবে আমরাও এখান হ'তে চ'লে যাই চল। এই মরু বুকে আর থাক্‌তে পার্‌বো না। যাক্ রাজ্য ঐশ্বর্য্য সম্পদ, আমরা সেই বনের মাঝে মহীরথকে বুকে ক'রে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ ক'র্‌বো।

সুরথ। কিন্তু রাজ্যভার কাকে দিয়ে যাব? বড় আশা ছিল রাণি, বার্দ্ধক্যের প্রথম সোপানে উপস্থিত হ'য়েছি—এইবার মহীরথের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'র্‌বো। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তো তা নয়, তিনি চান সুরথকে কাঁদাতে।

মাধবিকা। আমি যাই রাজা! দিদির পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে বুঝিয়ে বলিগে।

সুরথ। না যেও না রাণি, কোন ফল হবে না। তোমার ওই অনুযোগের অশ্রুজল ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সে টল্‌বে না—তার হৃদয়ে মায়া-মমতা নেই। সে এখন স্বার্থের মদিরা পান ক'রে রক্ত লালায়িতা উন্মত্তা রাক্ষসী।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। সত্যই তাই! সত্যই আমি রক্ত লালায়িতা উন্মত্তা রাক্ষসী। কিন্তু এমন ছিলুম না রাজা। হ'য়েছি মাত্র তোমারি জন্য।

সুরথ। আমারি জন্য।

সুনন্দা। হ্যাঁ তোমার জন্য! তুমিই পক্ষপাতের সৃষ্টি ক'র্‌লে—একটা অপরিচিতা মেয়েকে কন্যানির্ব্বিশেষে লালন পালন ক'রে। তোমার ইচ্ছা সেই কন্যার বিবাহ দিয়ে জামাতাকে ভবিষ্যতে সিংহাসন প্রদান ক'র্‌বে। কিন্তু—

সুরথ। না দেবি, তা নয়, মঞ্জুলা অজ্ঞাতকুলশীল নয়। সে যে

ভূতপূর্ব্ব কোলাপুরের মন্ত্রিকন্যা—মন্ত্রী মৃত্যুকালে সেই পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে যায়। আমিও তাঁর অন্তিমের শেষ অনুরোধ এড়াতে না পেরে তার লালনপালনের ভার নিয়েছিনু। মঞ্জুলা এখন বয়স্থা —ইচ্ছা ছিল তার সঙ্গে মহীরথের বিবাহ দিয়ে—

সুনন্দা। না—না, সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। আমি তোমার ওই মিথ্যা প্ররোচনায় আর ভুল্‌বো না। উঃ! তুমি কি কুটীল রাজা! মহীরথকে রাজমুকুট দিয়ে কৌশলে তাকে রাজ্য হ'তে বিতাড়িত কর্‌লে?

সুরথ। ওঃ—ওঃ—বজ্রপাত! বজ্রপাত! ওরে—ওরে কে আছিস —কে আছিস্, একখানা অস্ত্র আমায় এনে দে। আমার যত পাপ হয় হোক্—তবু আমি নারীহত্যা ক'র্‌বো! রাক্ষসীর নির্ম্মমতার বক্ষখানা কুচি কুচি ক'রে ফেল্‌বো। ওঃ—রাণি! [অবসন্নভাবে উপবেশন]

মাধবিকা। প্রকৃতিস্থ হও রাজা! দিদি! দিদি! তুমি কি ব'লছ দিদি? তুমি কি জান না মহীরথ আমাদের কে? আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা যে একমাত্র সেই মহীরথ। ওগো দেবি! তুমি আমাদের আর কাঁদাইও না। সব নাও—তুমি আমাদের সব নাও; কিন্তু মহীকে আমাদের বুক ছাড়া ক'রো না।

সুনন্দা। যাও—যাও রাজরাণি! আর মায়ার অভিনয় দেখাতে হবে না। এই নাও রাজা রাজমুকুট। [ভূমিতে স্থাপন] নেবো—নেবো একদিন ঐ রাজমুকুট—দেখ্‌বো তোমার স্বার্থপরতা কতখানি।

সুরথ। বটে—বটে! এতখানি তুমি অকরণ? তোমার কঠোরতার পদতলে সহস্র ব্যথার অশ্রুধারা ঢেলে দিচ্ছি; তবু তুমি একটীবারও ফিরে চাইবে না? উঃ! তোমার কি প্রতিহিংসার উন্মাদনা। শোন —শোন রাক্ষসি! তুমি যতখানি পার, তোমার স্বেচ্ছাচারিতা দেখাও— মনে রেখো, সুরথ রাজা—তারও শক্তি আছে—সামর্থ্য আছে। এবার

সে স্নেহরেখা অন্তর হ'তে মুছে দিয়ে কঠোর—কঠোর হবে। তার ন্যায়দণ্ড তুলে ধর্‌বে। এই, কে আছিস্? যেখানে পাস্, মহীরথকে বন্দী ক'রে নিয়ে আয়। আমি তাকে এই রাক্ষসীর সম্মুখে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌বো; দেখি—এই মায়াহীন রাক্ষসীর উৎকট আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় কি না। বন্দী ক'রে আন্—বন্দী ক'রে আন্ মহীরথকে।

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

মাধবিকা। রাজা! রাজা! একি, উন্মত্তের মত কোথা যাও? দাঁড়াও—প্রকৃতিস্থ হও।

[প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী। মা! মা!

[প্রস্থান।

সুনন্দা। কি! কি! আমার পুত্রকে তুমি দণ্ড দেবে রাজা? এতখানি তোমার সাহস? দাঁড়াও—দাঁড়াও, স্বার্থপর নিষ্ঠুর রাজা! আবার মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা নিয়ে সুনন্দা জেগে উঠ্‌বে। ধ্বংস—ধ্বংস—কোলাপুরের ধ্বংস। অনিলাক্ষ্য! অনিলাক্ষ্য!

অনিলাক্ষ্য। কি আদেশ মহারাণি?

অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

সুনন্দা। শুনেছ অনিল! মহারাজের কি আদেশ? মহীরথকে বন্দী ক'র্‌বার আদেশ দিয়েছে। আমার সম্মুখে তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌বে। না—না, আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। তুমি অবিলম্বে হৈহয়-সেনাপতি অগ্নিমিত্রকে সহায় ক'রে সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা কর, কিম্বা কৌশলে তাকে বন্দী কর। উঃ, কি সাহস! আমার পুত্রকে চায় দণ্ড দিতে?

অনিলাক্ষ্য। যথাদেশ। অগ্নিমিত্রকে কৌশলে কারাগার হ'তে মুক্তি দিয়েছি, সে এখন আমার বিলাস-কুঞ্জে অবস্থান ক'রছে। আর তার ভাই উতঙ্ক, সেও বন্দী।

সুনন্দা। সে কি অনিল?

অনিলাক্ষ্য। অমি যখন হৈহয়-সেনাপতিকে কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রে দিতে যাই, সেই সময় তার ভাই উতঙ্কও সেখানে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মুক্তি দেবার জন্য উপস্থিত হয়; হৈহয়-সেনাপতির অনুরোধে উতঙ্ককে বন্দী ক'রলুম।

সুনন্দা। যাক্। এখন রাজ-অনুচরেরা মহীরথকে যাতে বন্দী করতে না পারে, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রবে। আর রাজকুমারী যাতে শীঘ্র শীঘ্র এখান হ'তে অপহৃত হয়, তারও প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রবে। মনে রেখো —তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

[প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্য। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! হাঃ-হাঃ-হাঃ! দাঁড়াও রাক্ষসি! আমিও তোমার জন্য মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

মদনমোহনহস্তে গীতকণ্ঠে মঞ্জুলার প্রবেশ

গীত।

মঞ্জুলা—

তুমি পাষাণ হ'য়েছ কেন গো,
কেন কাঁদাও আমারে অনিবার।
আমি কতকাল আর নিরালার পথে
কাঁদিয়া ঢালিব অশ্রুধার॥
যার তরে আমি কত মালা গাঁথি,
সে যে হয় মোর পরাণের সাথী,
কেন সে কাঁদায়ে চ'লে গেল ওগো
কি দোষ করিনু চরণে তাঁর॥

মঞ্জুলা। মহীরথ চ'লে গেছে! কোথায় গেছে? মদনমোহন! তুমি একি ক'র্‌লে? না—না, আর তোমায় রাখ্‌বো না। চল, যেখান হ'তে তোমায় এনেছিনু, সেইখানে তোমায় রেখে আসিগে। তুমি বড় নিষ্ঠুর! এত ক'রে তোমায় পূজা ক'র্‌লুম, তবু তুমি আমার কামনা পূর্ণ কর্‌লে না?

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বরী। দিদিমণি! দিদিমণি! বলি শুন্‌ছ গা?

মঞ্জুলা। কি ভাই সিদ্ধি?

সিদ্ধেশ্বরী। এই মদনমোহন ঠাকুরটা কার জান? এটা হ'চ্ছে সেই শান্তশীল ঠাকুরের কুলদেবতা। ঠাকুর একদিন রাগ ক'রে এই মদনমোহন প্রভুকে নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এসেছিল, আবার এখন রাগ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, ঠাকুর এখন মদনমোহনের জন্য পাগল হ'য়ে পড়েছে। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে তাকে আমি ব'লে এসেছি যে, আমার দিদিমণির কাছে একটা মদনমোহন ঠাকুর আছে।

মঞ্জুলা। কেন বল্লি?

সিদ্ধেশ্বরী। ওমা! ও কথা পেটে কি ক'রে চেপে রাখ্‌বো গা? দেখ, শান্তঠাকুরের মদনমোহন—চল, শান্তঠাকুরকে দিয়ে আসিগে। আহা, বেচারা ঠাকুরের জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে।

মঞ্জুলা। কিন্তু সিদ্ধি! তুই জানিস্ নে, আমি যে একে কত ভালবেসে ফেলেছি। কি ক'রে এঁকে আর বুক হ'তে নামাব?

সিদ্ধেশ্বরী। ওমা—দিদিমণি! তুমি ব'ল্‌ছো কি? পরের ঠাকুর চুরি ক'রে রাখ্‌বে? দাঁড়াও, সবাইকে ব'লে দিচ্ছি। ভাল চাও ত চল ঠাকুরটাকে দিয়ে আসিগে।

মঞ্জুলা। তাই চল্ সিদ্ধি! আর এ মদনমোহনের সেবায় কাজ নেই। এত যত্ন—এত সেবাতেও যখন পাষাণ গলে না, তখন আর এ পাষাণ বুকে রেখে লাভ কি? চল্।

সিদ্ধেশ্বরী। এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। ওই না—ওই না আমার মদনমোহনের বাঁশী বাজছে? ওই না তার চরণের নূপুর নিক্কণ? কই—কই, আমার মদনমোহন

কই? বালিকা তো ব'লেছিল, রাজকুমারী আমাদের মদনমোহনের পূজা করে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করি—কে সন্ধান দেয়—রাজকুমারীই বা কোথায় থাকে? তাই তো মদনমোহন! মদনমোহন! তুমি যেখানেই থাক, আমায় সাড়া দাও প্রভু! আমি যে তোমার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছি। উতঙ্কও তার দাদাকে মুক্ত ক'রে ফিরলো না। সে থাক্‌লে না হয় অনেকটা কিনারা হ'ত। উঃ—মদনমোহন! তোমার জন্য আমি কত কষ্ট পাচ্ছি, তুমি তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না? এতই বা রাগ কিসের? এস—এস, কাছে এস। বটে, রাজভোগ খাওয়ার জন্য এত তোমার লোভ? উঃ! আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, তিনদিন জল স্পর্শ করিনি, প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—মদনমোহনকে না পেলে আর জলগ্রহণ কর্‌ছি না; উঃ আর যে চ'লতে পার্‌ছিনে এইখানে একটু বসি, কাউকে যদি দেখ্‌তে পাই—না হয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো আমার মদনমোহনের কথা। [উপবেশন]

সহসা নৃত্যগীতসহকারে মদনমোহনের প্রবেশ

গীত।

মদনমোহন—

বাঁশীতে দিই ফুঁ বাঁশী কেন রাজে না?
বাজে না বাজে না কেন বাঁশী বাজে না?
কত যে সাধা বাঁশী, কেন গো বাজে না,
বাজ তো বাজ বাঁশী,
কেন হে উদাসি,
বাজাতে ভালবাসি তোমারে ওরে বাঁশি,
বাজ না বাজ না কেন হে বাজ না?

মদনমোহন। কে মশাই আপনি এখানে ঘাপ্‌টি মেরে ব'সে আছেন?

শান্তশীল। ওহে ছোকরা বল্‌তে পার—

মদনমোহন। চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন মশাই, আমার দাঁড়াবার সময় নেই, বলুন।

শান্তশীল। আচ্ছা, তুমি কি রাজবাড়ীর কোন খবর ব'ল্‌তে পার?

মদনমোহন। আমি কি মশাই রাজবাড়ীর গোয়েন্দা, যে খবর ব'লবো? কেন, রাজবাড়ীর খবরে আপনার কি দরকার মশাই?

শান্তশীল। দেখ ছোক্‌রা, শুন্‌লাম—

মদনমোহন। চট ক'রে ব'লে ফেলুন—

শান্তশীল। একটু দাঁড়াও। মর্ম্মের কথা ব'ল্‌তে একটু সময় নেবে। দেখ, রাজবাড়ীতে মদনমোহন ব'লে কোন ঠাকুর আছে? শুন্‌লাম, রাজকুমারী মদনমোহন ঠাকুরের পূজা করে,—আমি একবার সেই মদনমোহন ঠাকুরটীকে দেখ্‌বো!

মদনমোহন। কেন মশাই?

শান্তশীল। দেখ, আমার এক মদনমোহন ছিল, কিন্তু কি ব'ল্‌বো ছোক্‌রা—আমি তাকে হেলায় হারিয়েছি।

মদনমোহন। এখন বোধ হয় ঠেলায় পড়েছেন?

শান্তশীল। হ্যাঁ—তাই। এখন তার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রেছি। দিবারাত্র তারই জন্য কত কাঁদ্‌ছি—কত কাতরকণ্ঠে তাকে ডাক্‌ছি—ওঃ! সে যে আমার কত প্রিয় ছিল! বালক! তুমি জান না, আমি তাকে কত ভালবাসতুম। যদি তুমি কিছু জান, আমায় বল, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো।

মদনমোহন। শুনেছিলাম বটে, রাজকুমারীর একটা মদনমোহন না বংশীবদন ঠাকুর ছিল; কিন্তু ক'দিনে হ'ল মদনমোহন রাজপুরী

হ'তে পালিয়ে গেছে, এখন আমিই রাজকুমারীর মদনমোহন হ'য়ে আছি।

শান্তশীল। সে কি? তুমিই তার মদনমোহন? না—আমার সঙ্গে তুমি উপহাস কর্‌ছ।

মদনমোহন। সেকি মশাই! আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? কেন, আমি কি মদনমোহন হ'তে পারিনি? আমায় কি দেখতে খুব খারাপ?

শান্তশীল। তা নয়. তবে কি জান ছোক্‌রা—সে যে ভগবান মদন-মোহন।

মদনমোহন। ইস্—ভগবান মদনমোহন! রাখুন মশাই আপনার ভগবান মদনমোহন। আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থানোদ্যত।

শান্তশীল। একটু দাঁড়িয়ে যাও—

মদনমোহন। বলুন।

শান্তশীল। তুমিই রাজকুমারীর মদনমোহন?

মদনমোহন। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, কি ক'র্‌বো বলুন?

শান্তশীল। আমার মদনমোহন কোথায় গেছে?

মদনমোহন। বোধ হয় উড়ে টুরে গেছে।

শান্তশীল। তাইতো ছোক্‌রা, তুমি যে আমায় বড় ভাবিয়ে তুল্‌লে।

মদনমোহন। আপনি এখন ভাব্‌তে থাকুন, আমি চল্‌লুম।

[প্রস্থান।

শান্তশীল। ওহে ছোক্‌রা, শুনে যাও—শুনে যাও; চ'লে গেলে? তাইত আর কাকে জিজ্ঞাসা করিও মদনমোহন—মদনমোহন, ওঃ! তুমি বড় নিষ্ঠুর।

দ্রুত মঞ্জুলা ও সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

মঞ্জুলা। সিদ্ধি—সিদ্ধি! মদনমোহন যে আমার কোথা হ'তে সহসা কোথায় চ'লে গেল। মনে হ'ল যেন এই দিকেই উড়ে এল। একি তাঁর লীলা!

সিদ্ধেশ্বরী। তাই তো দিদিমণি মাটির পুতুল কোথা হ'তে উড়ে গেল।

মঞ্জুলা। তুই তো প্রত্যক্ষ দেখিস্‌নি ভাই? বল সিদ্ধি, এখন আমি কি কর্‌ব? একি—কে তুমি?

সিদ্ধেশ্বরী। ওমা, এ তো সেই শান্ত ঠাকুর গো! ওগো ঠাকুর! তোমার মদনমোহন উড়ে গেছে।

শান্তশীল। সে কি! সে কি!

মঞ্জুলা। জানি না ব্রাহ্মণ সত্য কি মিথ্যা—আমি একদিন নদীর ধারে একটি মদনমোহন কুড়িয়ে পাই। তারপর তাকে বাড়ীতে এনে কত যত্ন ক'রে পূজা কর্‌ছিলুম; কিন্তু কি ব'ল্‌বো ব্রাহ্মণ! এই সিদ্ধি আমায় ব'ল্‌লে এই মদনমোহন শান্ত ঠাকুরের তাই তোমার ঠাকুরকে বুকে ক'রে তোমার বাড়ীতে দিতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু হায়—খানিক দূরে গিয়েই মদনমোহন আমার বুক হ'তে কোথায় উড়ে গেল। মনে হ'ল যেন, এই পথেই চ'লে এসেছে। ওগো ঠাকুর, তুমি মদনমোহনকে দেখেছ?

শান্তশীল। আমিও তো তাকেই খুঁজছি মা! সেই নিষ্ঠুর মদন-মোহনের সংবাদ এই বালিকার মুখে জান্‌তে পেরে এখানে এসেছি।

মঞ্জুলা। কিন্তু মদনমোহন যে চ'লে গেল।

শান্তশীল। না রাজকন্যা! নিশ্চয়ই তুমি আমার মদনমোহনকে লুকিয়ে রেখেছ। শীঘ্র তাকে দাও নতুবা—

মঞ্জুলা। না—না ঠাকুর, আমি তাকে লুকিয়ে রাখিনি। আমার কথা বিশ্বাস কর ঠাকুর!

শান্তশীল। তবে কি সত্য সত্যই সে উড়ে গেল রাজনন্দিনি? তাইতো—তোমার কথা তো অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না। হাঁ্যা—দেখ, একটু পূর্ব্বে একটী বালক এসে আমায় ব'লে গেল, যে, সে রাজকুমারীর মদনমোহন। সত্যই তাকে মদনমোহনের মত দেখ্‌তে কিন্তু।

মঞ্জুলা। তাইতো—আমিও যে কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে ঠাকুর! কে সে বালক?

সিদ্ধেশ্বরী। এস দিদি—তার জন্যে আর ভাব্‌তে হবে না। এস—ঠাকুর এখন মদনমোহনের জন্য কেঁদে মরুক।

[মঞ্জুলা ও সিদ্ধেশ্বরীর প্রস্থান

শান্তশীল। মদনমোহন—মদনমোহন, একি তোমার ছলনার অভিনয়? সত্যই কি এতদিন পরে আমায় ত্যাগ ক'র্‌লে? এস—এস, ফিরে এস দয়াল! তোমার সেই শ্যামায়িত মূর্ত্তিখানি যে আমার অন্তরে অন্তরে গাঁথা রয়েছে। আমি যে তোমার অদর্শন জ্বালা ভুল্‌তে পার্‌বো না। এস—এস, আর—আর আমায় কাঁদিও না প্রভু!

প্রহরীসহ অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। প্রহরি, বন্দী কর্ ওই ব্রাহ্মণকে। ওই ব্রাহ্মণ হ'তেই সেদিন উতঙ্কের জীবন রক্ষা হ'য়েছিল।

[প্রহরী শান্তশীলকে বন্দী করিতে উদ্যত]

সহসা অনুচরগণসহ মাধবসর্দ্দারের প্রবেশ।

মাধব। হুঁসিয়ার রে বেইমান! ঠাকুর বাবার গায়ে হাত দিবিতো একেবারে যমের বাড়ী চলিয়ে যাবি।

অনিলাক্ষ্য। কি—কি, এতদূর তোমার স্বেচ্ছাচারিতা মাধবসর্দ্দার? প্রহরি! প্রহরি! বন্দী কর—

মাধব। সাবধান! পরাণটা কেন দিবিরে শয়তান! যা—যা, চলিয়ে যা, নেহিতো মাধবসর্দ্দারের লাঠি তুহার মাথায় জরুর পড়্‌বে।

অনিলাক্ষ্য। মর্ তবে পতঙ্গের দল।

মাধব। চালাও লাঠি।

[যুদ্ধ; অনিলাক্ষ্য ও প্রহরীর পলায়ন]

শান্তশীল। বাঃ—বাঃ! প্রকৃতির বুকে একি সুন্দর অভিনয়। মাধব! মাধব! কেন তুমি একজন দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য দুর্ভাগ্যের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছো।

মাধব। ঠাকুর বাবা! তুহার কাছে যে হামি ঋণী হোইয়েছে। হামি সেদিন আগুনে পুড়িয়ে গেলো—তুহার আশিসে আমি সারিয়ে গেছে। তুহার পাশে হামি জনমভোর বান্ধা থাক্‌বে, জান দিয়ে তুহার ভালা ক'র্‌বে, তুহি যে দেওতার দেওতা আছিস্ ঠাকুর বাবা! এখুনি চলিয়ে আয়, দুষমনটা ফিন্ এখানে আসতে পারে।

শান্তশীল। চল—চল উদার—চল মহান্! তোমার সেই নিঃস্বার্থ-ঘেরা জীর্ণ কুটীর আজ হ'তে আমার মদনমোহনের পূজার মন্দির হোক। আমি যেন দেখতে পাই তোমার সেই ঘৃণ্য পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য আঙিনায় আমার চিরবাঞ্ছিত বিশ্বমোহন—বিশ্ব নিয়ন্তা ভগবান মদনমোহনের প্রতিচ্ছবি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিলাসকুঞ্জ

অনিলাক্ষ্য ও অগ্নিমিত্র উপবিষ্ট ; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

আজকে লো সই চাঁদনী রাতে
গাইবো মোর গান।
গোপন মধু ছড়িয়ে দেবো
হানবো শুধু বাণ॥
প্রিয়তমে করবো পাগল, রাখ্‌বো বেঁধে গো,
মিলন-বাসর করবো মোরা কতই রঙ্গে গো,
মুচ্‌কি হেসে পড়বো ঢলে,
(বঁধু) করে যদি অভিমান॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। চমৎকার—চমৎকার! সেনাপতি! তোমার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ—তৃপ্ত! আমার সমস্ত ক্লেশ আজ বিদূরিত।

অনিলাক্ষ্য। সেটা আমার পরম সৌভাগ্য যে, তোমার মত একজন মহতের সঙ্গলাভ ক'রেছি। আমার ইচ্ছা, চিরদিন তোমার সঙ্গে যেন মৈত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকি।

অগ্নিমিত্র। আমারও ইচ্ছাও তাই। এখন ভগবানের ইচ্ছা কি হয় ব'ল্‌তে পারি না।

অনিলাক্ষ্য। যাক্! এখন আমার এবং মহারাণীর বক্তব্য এই যে, যত শীঘ্র কোলাপুরপতিকে বিধ্বস্ত ক'রে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা করা। তোমার সাহায্যে যদি আমরা জয়ী হ'তে পারি, তাহ'লে ভবিষ্যতে কোলাপুর রাজ্য হৈহয়রাজের নিকট চিরদিন পদানত হ'য়ে থাক্‌বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অগ্নিমিত্র। নিশ্চিন্ত হও সেনাপতি! অবিলম্বে কোলাপুরপতিকে দেখিয়ে দেবো, হৈহয়-সেনাপতি অগ্নিমিত্র কতখানি শক্তিসম্পন্ন! ওঃ! আমার কি অপমান—আমার হাতে শৃঙ্খল দিলে! কি স্পর্দ্ধা! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেবো—আবার প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে কোলাপুরপতির ভাগ্যাকাশে উদয় হবো। মনে রেখো অনিলাক্ষ্য! হৈহয়-সেনাপতি অগ্নিমিত্রের বীরত্ব অদ্ভুত।

অনিলাক্ষ্য। তা জানি ব'লেই তো তোমার মত বীরের সাহায্য গ্রহণ ক'র্‌তে চাই।

অগ্নিমিত্র। কোথায় সে ভ্রাতৃদ্রোহী উতঙ্ক? আজ তার শেষ ক'রে ফেল্‌বো। আর সেই শান্ত ঠাকুরকেও দেখ্‌বো—দেখ্‌বো তার কতখানি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। নিয়ে এস ভ্রাতৃদ্রোহীকে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! আজ—আজ—উঃ! ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠ্‌ছে।

অনিলাক্ষ্য। একটু স্থির হও বন্ধু! প্রহরী এখনি তাকে এখানে নিয়ে আস্‌বে। হ্যাঁ—আরও শুনেছি যে, তোমার ভগ্নি অনিমা এখানে পালিয়ে এসেছে। আছে সে মাধব সর্দ্দারের আশ্রয়ে।

অগ্নিমিত্র। পাপিনী পালিয়ে এসেছে? না--না, আর যে সহ্য হয় না। চল—চল এখনি তাকে ধ'রে নিয়ে আসি। অপুত্রক হৈহয়-রাজের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে ভবিষ্যতে যে হৈহয়রাজ্য—ওঃ— নাগিনী আমার সব আশা ব্যর্থ কর্‌লে।

অনিলাক্ষ্য। কিন্তু জেনে রেখো অগ্নিমিত্র, সেই মাধব সর্দ্দারও কম নয়। তার জন্য আজ পুরোদ্যান-পথে শান্তশীল ঠাকুরকে বন্দী কর্‌তে পার্‌লুম না। নইলে আজ উতঙ্কের প্রাণে আরও আতঙ্ক জাগিয়ে তুল্‌তুম।

অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্র এইবার অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ ক'র্‌বে—অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বে—আর আনন্দে কোলাপুরের বুকের উপর তার স্বাধীনতার রথ চালিয়ে দেবে। রক্তে রক্তে পৃথিবীর বুকখানা লাল ক'রে দেবে।

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

হবে সব ভস্মে তোদের ঘী ঢালা।
মনের আশা রইবে মনে,
বাড়াবে শুধু প্রাণের জ্বালা॥
আঁধার যে ওই ঘনিয়ে আসে,
মরণ যে ওই অট্ট হাসে,
তবু কেন নেশার ঘোরে যাচ্ছ ছুটে
পুলক ভরে?
ওই ঝড় উঠেছে ঈশানেতে
পালারে ভাই পালা॥

[প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র কে—কে ওই উন্মাদ?

অনিলাক্ষ্য। আমাদেরই একজন আত্মীয়। কয়েক বৎসর গত হ'তে চ'ল্‌লো, ওর মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হ'য়েছে।

অগ্নিমিত্র। কিন্তু সেনাপতি, ও তো বিকৃতের প্রলাপ উচ্ছ্বাস নয়! ওর সঙ্গীতের ভাবার্থ বড় জটিল!

অনিলাক্ষ্য। যাক্--ওটার জন্য আর বিশেষ ভাব্‌তে হবে না। প্রহরি! বন্দী উতঙ্ককে এখানে নিয়ে আয়।

অগ্নিমিত্র। হত্যা—হত্যা, আজ তাকে নিশ্চয়ই হত্যা ক'র্‌বো।

প্রহরীসহ উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। সেও আজ নিশ্চয়ই প্রাণ দেবে দাদা!

অগ্নিমিত্র। উতঙ্ক—উতঙ্ক!

উতঙ্ক। উতঙ্কের আজ স্বর্গের আনন্দ দাদা! আজ তার ম'র্‌তে একটু ভয় নেই। সে তার ভ্রাতাকে জীবিত দেখে যাচ্ছে। তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে আমি কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেল্‌ছিলুম। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম যদি কোলাপুরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্‌তে হয়, তাই ধ'র্‌বো। তবু তোমার জীবন আমি বিনষ্ট হ'তে দেবো না।

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সব কথা তোর মিথ্যা! তুই কারাগারে প্রবেশ ক'র্‌তে এসেছিলি গোপনে আমায় হত্যা ক'র্‌তে। আরে আরে ভ্রাতৃদ্রোহি! জানিস্ এখন তোর কি পরিণাম?

উতঙ্ক। বাঃ দাদা! স্বার্থ তোমার সব কেড়ে নিয়েছে? ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন কি তোমার মানবত্বটুকু গ্রাস ক'রেছে—প্রতিহিংসা কি তোমায় ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে? আমি তোমায় হত্যা ক'র্‌বো? না—না, সে স্বপ্ন ভুলে যাও দাদা! কল্পনার পট হ'তে সে কথা মুছে ফেল! তোমার নির্ম্মমতা এসে আমার লক্ষ্যের পথে সহস্র বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি ক'র্‌লেও—উতঙ্কের ভক্তি-দুর্গ চিরদিনই সুরক্ষিত থাক্‌বে। উতঙ্কের প্রাণে একটী দিনও যদি সে দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্‌তো, সে

পার্তো অবহেলায় একটী ফুৎকারে তোমার মত নির্ম্মম স্নেহহীন একটা পিশাচের হৃদপিণ্ডটা তুলে ফেলতে।

অগ্নিমিত্র। আরে—আরে দাম্ভিক!

উতঙ্ক। না—না দাদা, উতঙ্কের সে প্রকৃতি নেই। সে এই পুণ্য ভারতের বুকে পুণ্যের বাতাসে মানুষ হ'য়েছে—সে লালসার উন্মাদনায় বিশ্বের বুকে অনাচারের স্বষ্টি ক'র্‌বে না। নাও—বিলম্ব কেন? কার্য্য শেষ ক'রে ফেল!

অগ্নিমিত্র। তবে অগ্নিমিত্র আজ নিষ্কণ্টক হোক্। আয়—আয় ভ্রাতৃদ্রোহি! তোর হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে ফেলি।

[উতঙ্ককে ভূতলে ফেলিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত]

উতঙ্ক। তবুও তুমি আমার দাদা।

অগ্নিমিত্র। এইবার শেষ হ'য়ে যাক্।

দ্রুত অনিমা আসিয়া হাত ধরিল।

অনিমা। দাদা!

অগ্নিমিত্র। একি! কে—কে তুই? অনিমা—অনিমা! তুই তুই? দূর হ—দূর হ—পাপিনি!

অনিমা। এ কি ক'র্‌ছো দাদা? স্নেহের ভাইকে তুমি হত্যা ক'র্‌তে যাচ্ছ? কিন্তু ওর ত অপরাধ নেই।

অগ্নিমিত্র। স'রে যা—স'রে যা অনিমা! স'রে যা হতভাগিনি, অগ্নিমিত্র আজ কালের চেয়েও কঠোর—স'রে যা; আজ আর কোন কথা শুন্‌বো না। উতঙ্কের বুকের রক্ত পান করে তার প্রতিহিংসা নির্ব্বাণ ক'র্‌বে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনিমা। না—না দাদা, এযে ভগবানের পুণ্য প্রতিষ্ঠান! এখানে

অত অত্যাচার—অত পাপ যে সহ্য হয় না। জান্‌তে পার্‌বে না—কল্পনায় আন্‌তে পার্‌বে না কোন অজানা মুহূর্ত্তে তোমার ওই লালসা উন্মত্ত দেহের উপর বজ্রঘাত হবে।

অগ্নিমিত্র। আরে—আরে দুশ্চারিণি! আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তোর জন্যই আমার পিতৃকুলে কলঙ্ক পড়্‌বে।

অনিমা। কি—কি ব'ল্‌লে নির্ম্মম—কি ব'ল্‌লে নিষ্ঠুর। যা ব'লেছ—আর ব'লো না—এখনি তোমার রসনা খ'সে পড়বে!

উতঙ্ক। অনিমা—অনিমা, চ'লে যা দুখিনি! কি কর্‌বি বোন্—এযে ভগবানের দান! চ'লে যা—চ'লে যা, হতভাগ্য দাদার জন্য তোর ওই অমূল্য জীবনটাকে মরুময় করিস্‌নি বোন্!

অগ্নিমিত্র। স'রে যা—একি! যাবিনে? আরে—আরে ভ্রাতৃদ্রোহিণি স্বেচ্ছাচারিণি! এই নে তোর যোগ্য পুরস্কার। [পদাঘাত]

অনিমা। উঃ ভগবান্!

অগ্নিমিত্র। আয় উতঙ্ক, ইষ্টনাম স্মরণ কর্।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অনিমা। মেরো না—মেরো না দাদা! জ্যেষ্ঠ তুমি কনিষ্ঠভ্রাতাকে মেরে ফেলো না। [পদাধারণ]

অগ্নিমিত্র। দূর হ—দূর হ! [পদাঘাত] অনিলাক্ষ্য—অনিলাক্ষ্য! হতভাগিনীকে এখান হ'তে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাও। একি, ইতস্ততঃ কর্‌ছ কেন? নিয়ে যাও—নিয়ে যাও! দেখি ওর ভ্রাতৃ-অনুরাগ কতখানি?

অনিলাক্ষ্য। এস অনিমা! [হস্তধারণ]

অনিমা। ছাড়্—ছাড়্ পাপিষ্ঠ—ছেড়ে দে! আমার দাদাকে আমি মার্‌তে দেবো না।

অগ্নিমিত্র। কি, আবার? আচ্ছা অনিলাক্ষ্য! তুমি উতঙ্ককে হত্যা ক'রে ফেল—আমি এই দুষ্টাকে এখান হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিচ্ছি।

[অনিলাক্ষ্য উতঙ্কের বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইল ও অগ্নিমিত্র অনিমার কেশাকর্ষণ করিল]

অগ্নিমিত্র। আয়—আয় পাপিষ্ঠা!

অনিমা। উঃ—উঃ, দাদা—দাদা! ওগো—ওগো! ওযে তোমার সহোদর ভাই! ওরে—ওরে মারিস্‌নে—মারিস্‌নে—

[ব্যাকুল হইয়া উতঙ্কের দিকে চাহিতেছিল, কিন্তু অগ্নিমিত্র তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছিল]

অনিমা। ওহো-হো, ভগবান্! তোমার কি কোন শক্তি নেই? কি করি—কি করি? কি ক'রে আমার দাদাকে বাঁচাই? ওরে—কে আছিস্, আয়—আয়—ছুটে আয়!

অনুচরগণসহ দ্রুত মাধবসর্দ্দারের প্রবেশ।

মাধব। ভয় নেই—ভয় নেই বেটি! হামিলোক আসিয়ে পড়িয়েছে। মার্—মার্ দুষমনদের মার্।

অনিলাক্ষ্য ও অগ্নিমিত্র। আরে—আরে বন্যপশুর দল!

[অস্ত্র উত্তোলন]

দ্রুত শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। সাবধান রে পাপীর দল! এই দেখ্ তোদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মশাপ! [যজ্ঞোপবীত তুলিল]

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। ব্রহ্মশাপের শত শক্তি আজ আমার এই শাণিত ছুরিকাই ব্যর্থ ক'র্‌বে। [শান্তশীলকে মারিতে উদ্যত]

সুরথের প্রবেশ।

সুরথ। সুরথের কঠোর রাজনীতি আজ রাজ্যের সমস্ত অনাচার দূর ক'র্‌বে। আরে—আরে—প্রতিহিংসাময়ি নারি!

[অস্ত্রের দ্বারা বাধাদান]

সুনন্দা। হত্যা কর—হত্যা কর বিদ্রোহীদের।

[উভয় পক্ষের যুদ্ধারম্ভ]

শান্তশীল। মদনমোহন! মদনমোহন!

সুরথ। কই—কই—কোথায় মা অভয়া?

[সহসা প্রলয় ডঙ্কানাদ—মুহুর্মুহুঃ বিস্ফোরণ; চক্রকরে মদনমোহন ও চামুণ্ডার আবির্ভাব]

[চক্র ও খড়্গের দ্বারা অনিলাক্ষ্য ও অগ্নিমিত্রকে বাধা দান ও সুনন্দাকে বধিতে উদ্যত, ভয়ে উহাদের আর্ত্তনাদ করতঃ পলায়ন, চামুণ্ডা ও মদনমোহনের অন্তর্দ্ধান]

শান্তশীল। বাঃ-বাঃ! সমস্ত নীরব—নিস্তব্ধ! উতঙ্ক! উতঙ্ক! [উতঙ্ককে মুক্ত করিল] আর তুইও ওঠ্‌ অভাগিনি! [অনিমাকে উঠাইল] রাজা! রাজা! সত্যই আমার মদনমোহন এখন আছে—সত্যই তোমার অভয়া মা'ও আছে! তবে আর ভয় কি? আশীর্ব্বাদ করি রাজা! তোমার কর্ত্তব্যের ন্যায়দণ্ড যেন চিরদিন অটুট থাকে। এস মাধবসর্দ্দার।

মাধব। চল্‌ ঠাকুরবাবা! বেলা বহুত হোইয়েছে।

সুরথ। মাধব! মাধব! ভেবেছিনু, তুমি নীচ শবর! জান্‌তুম, তোমার মনুষ্যত্ব নেই—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তুমি দেবতা হ'তেও শ্রেষ্ঠ, তোমার ওই ক্ষুদ্রতার মাঝখানে বিরাটের আবির্ভাব।

মাধব। রেজা! রেজা! হামি তো ছোট্টা জাত। [নতজানু]

সুরথ। না—না, আজ হ'তে তোমার স্থান আর পদতলে নয়। [আলিঙ্গন] উতঙ্ক! উতঙ্ক! ভ্রাতৃভক্ত বীর! আমি তোমার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমে মুগ্ধ। আমি একটা ভুলের বশে সেদিন তোমায় দণ্ড দিতে উদ্যত হ'য়েছিলুম, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। শোন শান্তশীল! এমন অমূল্য রত্নকে আমি বিশ্বের অন্ধকারে দেখ্‌তে চাই না; চাই শত সূর্য্যের কিরণমালায় উদ্ভাসিত হ'য়ে বিশ্বের দিবালোকে। আজ আমি উতঙ্ককে সৈনাপত্য-পদে বরণ ক'র্‌লুম। ধর বীর! কোলাপুর-পতির ক্ষুদ্র দান। [অস্ত্র প্রদান]

উতঙ্ক। রাজার দান আমি সাদরে মাথায় তুলে নিলুম। [নতজানু]

শান্তশীল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মদনমোহন! আমি এখনও তোমায় চিন্‌তে পার্‌লুম না। এস মাধব। ভয় নেই—ভীতা ত্রাস্তা প্রকৃতি আজ নির্ভয়া।

সুরথ। মা! মা! কৈ—কৈ—কোথায় তুই? তোর সেই দনুজ-দলনী মূর্ত্তি দেখা, আমি এই অসার বৈভব সম্পদ ফেলে রেখে তোর ওই রক্তকমল চরণে আত্মহারা হ'য়ে লুটিয়ে পড়ি।

[সহসা শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, ঊর্দ্ধে দশভূজা মূর্ত্তির আবির্ভাব]

সুরথ। ওকি—ওকি। ওই—ওই যে বিশ্বজননী—দনুজদলনী। মা! মা! মা! তোমার শতবাঞ্ছিত চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

[সকলের প্রণাম ও দেবীর অন্তর্দ্ধান]

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

অগ্নিমিত্র উপবিষ্ট ; নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

সখা ! বিরস বদনে কেন আছ বসিয়া।
জ্যোছনা হসিত নিশি ওই যে পোহায়ে যায়,
দেখ হে দেখ প্রিয় চাহিয়া চাহিয়া॥
পাপিয়া কেঁদে মরে,
মলয়ে মধু ঝরে,
অবশ বিবশ তনু যায় দহিয়া—
হাস হে হাস সখা, কও কথা চাহিয়া॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। আনন্দেতে নিরানন্দ।
সব তিক্ত আজি মোর পাশে।
অপমান—অপমান ! তীব্র অপমান !
ধক্‌ধক জ্বলিছে অন্তরে।
বিলাসে নিরাশা এসে
ভেঙ্গে দেয় সুখের স্বপন

অমনি জাগিয়া ওঠে
সেই অপমান !
কোলাপুর-অধীশ্বর ! দর্পিত ভুজঙ্গ !
পরিত্রাণ নাহিক তোমার।
জাগায়েছ ক্ষুধিত শার্দ্দূলে,
অগ্নিস্তূপে ক'রেছ আঘাত—
নিয়তিরে আবাহন ক'রেছ সাদরে।
এইবার—এইবার অগ্নিমিত্র
প্রলয় দাহন নিয়ে দগ্ধীভূত করিবে রাজত্ব।
দেখিব দর্পিত ! কত শক্তি ক'রেছ সঞ্চয়।
আর সেই ভ্রাতৃদ্রোহী—দেশদ্রোহী
কুক্কুর উতঙ্কে দিব শিক্ষা ভালমতে।
হৈহয়-রাজের অপমান হেতু
কি ভয়ঙ্কর পরিণাম করিব তাহার।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে দ্রুত গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। দোহাই বাবা—দোহাই বাবা ! আমি গুপ্তচর নই—আমি সাধারণের বিজ্ঞাপন পত্র। রক্ষে কর বাবা—আমায় রক্ষে কর।

অগ্নিমিত্র। একি ! কে—কে তুমি ?

গিরিধারী। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সেনাপতি মশাই ! ওরে বাপ্‌রে, একটু দাঁড়ান—হাঁপটা ছেড়ে নিই। আঃ। যাপ্‌, যেমনি আপনার শিবিরে ঢুকেছি, অমনি চারিদিক হ'তে প্রহরীগুলো চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কে—কে ? তারপর পেছু পেছু তাড়া। একেবারে কুকুর তাড়ানো গোছের। খুব কষ্টে আপনার কাছে এসে প'ড়েছি।

ধ'রে ফেল্‌লে আর কি আস্ত রাখ্‌তো! আমার এই সখের কুঁজ—খুড়ি খুড়ি—বুদ্ধির ফোঁড় একেবারে ফাটিয়ে মাঠময় ক'রে দিত।

অগ্নিমিত্র। তুমি কি চাও? কোথা হ'তে আস্‌ছ?

গিরিধারী। আজ্ঞে, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না? কতবার যে আমাদের রাজবাড়ীতে দেখেছেন, আমিও কতবার আপনাকে দেখেছি। আর আমাকে না চেন্‌বার কোন কারণ নেই; আমার কাছে এমন জলজ্যান্ত চেনা দেবার নমুনা রয়েছে। যাক্—এই নিন্ আমাদের বড় রাণীমার পত্র।

অগ্নিমিত্র। পত্র! [গ্রহণ ও মনে মনে পাঠ] আচ্ছা, তুমি যাও ব্রাহ্মণ! তাঁকে বল্‌বে যে তাঁর পত্রানুযায়ী কাজ হবে।

গিরিধারী। যে আজ্ঞে, তবে শিবির হ'তে বেরুব কি করে? প্রহরীগুলো আমায় গুপ্তচর ভেবে যদি আবার কুকুর খেদানো ক'রে?

অগ্নিমিত্র। না, আর ক'র্‌বে না—আমি ব'লে দিচ্ছি। এই—কে আছিস্?

প্রহরীর প্রবেশ।

এই ব্রাহ্মণকে নিরাপদে পৌঁছে দে। যাও ব্রাহ্মণ প্রহরীর সঙ্গে।

গিরিধারী। আজ্ঞে, তবে চল্‌লাম। [স্বগত] বাপ্‌! আমায় কি তাড়া না ক'রেছিল। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলেই হ'ত আর কি! একে প্রদীপচন্দ্রকে কাল দেখ্‌তে আসবে। কি হ'ত! আহা ষণ্ডেশ্বরীর বড়ই কষ্ট হ'ত? [প্রকাশ্যে] চল বাবা!

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। সুনন্দাদেবী পত্র লিখেছেন যে মহীরথ যাতে বন্দী না হয়, তার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ রাখ্‌তে হবে? কারণ মহারাজ

সুরথ মহীরথকে বন্দী ক'র্‌বার জন্য পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছেন। সত্যই যদি মহীরথ বন্দী হ'য়ে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাতে আমার বাধা দেবার কি আবশ্যক? যাক্ শত্রু পরে পরে। ভবিষ্যতের একটা অন্তরায়ও দূর হবে। হতভাগিনী অনিমা নাকি চণ্ডাল আলয়ে বাস কর্‌ছে! পাপিষ্ঠাকে কোন রকমে হৈহয়রাজের নিকট পাঠাতে না পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছিনে! উঃ। কি বল্‌ব। আমার ভবিষ্যতের সব আশা দুশ্চারিণী ব্যর্থ ক'রে দিলে। আচ্ছা। এইবার দেখ্‌বো কে আমার গতিরোধ করে? দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে শিবির স্থাপন ক'রেছি। প্রয়োজন হ'লে আরও সৈন্য আস্‌বে। তখন আর ভয় কি? কে?

[প্রস্থানোদ্যত]

উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। আমি উতঙ্ক।

অগ্নিমিত্র। ভ্রাতৃদ্রোহী?

উতঙ্ক। না দাদা ভ্রাতৃদ্রোহী উতঙ্ক নয়—সে ভ্রাতৃসেবক।

অগ্নিমিত্র। ভ্রাতৃদ্রোহী কে?

উতঙ্ক। তুমি?

অগ্নিমিত্র। আমি?

উতঙ্ক। হ্যাঁ তুমি।

অগ্নিমিত্র। জানিস্ তুই কোথায় এসেছিস্?

উতঙ্ক। জানি। আমি এসেছি একটা স্বার্থপর নির্ম্মম পাষাণের রঙ্গালয়ে। জানি আমি এসেছি একটা আত্মমর্য্যাদাহীন অবিবেকীর বিলাসকক্ষে।

অগ্নিমিত্র। বটে! জানিস্ তার পরিণাম?

উতঙ্ক। পরিণাম! এ পরিণাম জানবার আবশ্যক হয় না! তবে তোমার পরিণাম যে কি হবে সেটা তুমি ভেবেছ দাদা?

অগ্নিমিত্র। এখন কি চাও?

উতঙ্ক। চাই তোমার মঙ্গল।

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার মঙ্গল! আরে আরে দেশদ্রোহি পরদাস! আমার মঙ্গল আর তোকে চাইতে হবে না। তোর নিজের মঙ্গল তুই চেয়ে নে। এত হীন তুই? স্বজাতির উজ্জ্বল মুখে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিলি! হৈহয়রাজের গৌরবের জয়টীকা মুছে দিলি! আত্মমর্য্যাদা নষ্ট কর্‌লি! কোলাপুরের তুই সেনাপতি! মর্‌গে—মর্‌গে—আত্মহত্যা কর্‌গে। তোর মুখ দর্শনে মহাপাপ।

উতঙ্ক। আর—যে তার সতীসাধ্বী ভগ্নীকে নিজের ভবিষ্যতের সুখের জন্য একটা লম্পট মদ্যপায়ী চরিত্রভ্রষ্ট রাজার হাতে তুলে দিতে চায়—নিজের সহোদর ভ্রাতাকে পর্য্যন্ত হত্যা ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, সে কি হীন নয়—সে কি অপদার্থ নয়—সে কি পশু নয়?

অগ্নিমিত্র। স্তব্ধ হ—স্তব্ধ হ! আরে আরে নির্ভীক! সিংহের বিবরে প্রবেশ ক'রে আবার তাকে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছ? এত সাহস?

উতঙ্ক। সুদক্ষ শিকারীর সে সাহস চিরদিনের।

অগ্নিমিত্র। করীন্দ্র দুর্ব্বল নয়!

উতঙ্ক। শিকারীর সন্ধান অব্যর্থ।

অগ্নিমিত্র। এই, কে আছিস্ বন্দী কর্ দুরাচারকে।

উতঙ্ক। সে ক্ষমতা আজ কারও হবে না। শোন দাদা! আমি তোমায় মহারাজের আদেশ জানাতে এসেছি। তুমি শীঘ্র সীমান্ত প্রদেশ হ'তে শিবির তুলে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যাও!

অগ্নিমিত্র। নতুবা—

উতঙ্ক। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকেই ভ্রাতৃহত্যা ক'রতে হবে।

অগ্নিমিত্র। এখনো অনিমাকে এনে দে!

উতঙ্ক। বামন কখন আকাশের চাঁদ ধ'রতে পারে না।

অগ্নিমিত্র। সেই বামনই আবার অমর বিজয়ী বলিরাজকে কে দমন ক'রেছিল।

উতঙ্ক। সে বামন স্বয়ং ভগবান্!

অগ্নিমিত্র। আমি?

উতঙ্ক। তুমি মূর্ত্তিমান পাপ।

অগ্নিমিত্র। উতঙ্ক! [দৃঢ়স্বরে]

উতঙ্ক। আর লাল চোখ চ'ল্‌বেনা। অনেক স'য়েছি দাদা! কি ব'ল্‌বো—তোমার জন্য আমার কি মর্ম্মবেদনা! তোমার জ্বালায় তোমার নির্দ্দয়তায়—তোমার স্বার্থপরতায়—আমার সেই শৈশবের কত সোহাগ জড়িত জন্মভূমিকে ত্যাগ ক'রেছি। এক একবার তার কথা মনে প'ড়ে যায়—প্রাণ কেঁদে ওঠে; মনে হয় ছুটে যাই—আবার তখনই দেখ্‌তে পাই রাক্ষসের রক্তখড়্গ—নির্য্যাতনের উদ্যত বেত্র—নির্ম্মমতার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি! ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠে! শেষ অনুরোধ—ফিরে যাও। বহুদিন পূর্ব্বে পার্‌তুম, এখনো এই মুহূর্ত্তে পারি তোমার উন্মত্ত লালসার টুঁটিটা চেপে ধ'রতে; কিন্তু পারিনি—এখনো পার্‌ছিনে মাত্র তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় ব'লে। [প্রস্থানোদ্যত]

অগ্নিমিত্র। বন্দী কর্—বন্দী কর শত্রুকে!

উতঙ্ক। বৃথা চীৎকার। ভাই শত্রু হ'লেও—তার মত বান্ধব এ জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

[প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। বন্দী কর্—বন্দী কর্—মৃত্যু অভিলাষী পতঙ্গকে। আমার অপমান ক'রে যায়—এত সাহস। দাঁড়া—দাঁড়া, এইবার দেখ্‌বো উতঙ্ক কেমন ক'রে তুই অনিমাকে রক্ষা করিস। দেবো—দেবো আমি প্রতিহিংসার মহাপূজায় সর্ব্বস্ব বলিদান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

জনৈক পর্য্যটক গাহিতেছিল।

গীত।

পর্য্যটক—

(ওমা) আমার কাটিয়ে দে মা চোখের আঁধার
আমি ঘুরব কত অন্ধ হ'য়ে।
আর জ্বালা মা সইব কত
জীবন গেল স'য়ে॥
অন্ধ আমার আঁখির তারা,
ঝরে শুধু নয়নধারা,
আমার ছিল যারা গেল তারা,
আমি যে মা সকল হারা,
আয় মা তারা দুঃখহরা
সময় আমার যায় গো ব'য়ে॥

[প্রস্থান

চিন্তামগ্ন মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। মা! মা! মা!
যে নামে মোহিত বিশ্ব
আত্মহারা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড;
সে নামে স্মরণে কেন
কাঁপিছে পরাণ? ভগবান্!
তোমার এ পূণ্য প্রতিষ্ঠান
কি উপাদানে করিলে গঠিত?
চিন্তায় না পাই কূল!
জানি না কি রহস্য তব এই সৃষ্টির নিয়মে!
ওই যে অদূরে দেখা যায়
উদার অনন্ত নীল আকাশের তলে
সমৃদ্ধির সাধনা মন্দির
শান্তিময় কোলাপুর পুর;
কিন্তু হায়! আজি সেই কোলাপুর
দগ্ধ হয় দানবীর নয়ন-অনলে।
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদে ওই—
মনে হয় ফিরে যাই পুনঃ।
ঘুচাই বেদন তার—কিন্তু
কি বেদনা উপশম পথে
মা নামের বিশাল প্রাচীর।
লঙ্ঘিবার নাহিক উপায়।
কোথায় যাইব এবে?

শুনিলাম পিতৃব্য আমার
আমারে করিতে বন্দী
পুরস্কার করিল ঘোষণা।
কেন? কিবা হেতু? কিবা মোর অপরাধ?
না পাই চিন্তায়—কি উদ্দেশ্য তার?
হয় যদি অসাধু উদ্দেশ্য,
কেন আজি সে ঘোষণা?
বহুদিন—বহুদিন আগে তাহা হইত পূরণ।

দূরে অনিলাক্ষ্যের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। [দূর হইতে] ওই সেই পলায়িত মহীরথ। সুনন্দা দেবীর আদেশ—কেউ যেন মহীরথকে বন্দী ক'র্‌তে পারে না। এ বিষয় হৈহয়-সেনাপতিকেও জানিয়েছেন। কিন্তু মহারাজ সুরথের অন্তরের কি উদ্দেশ্য ব'ল্‌তে পারি না। জানি না কি হ'তে কি হয়। তার চেয়ে মহীরথও আমার ভবিষ্যতের একটা সুনিশ্চিত অন্তরায়। অগ্রে এই নির্জ্জন প্রান্তরে—লোক-চক্ষুর অন্তরালে ওকে পৃথিবী হ'তে বিদায় দিই। চমৎকার আমার উপস্থিতবুদ্ধি। [মহীরথকে অলক্ষ্যে আসিয়া অস্ত্রাঘাতে উদ্যত—পশ্চাতে সৈনিকবেশী মঞ্জুলা শর দ্বারা অনিলাক্ষ্যের পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিল]

অনিলাক্ষ্য। ওঃ! কে তুই? [পতন]

মহীরথ। এ্যাঁ! একি—একি! অনিল! অনিল! তুমি এখানে? একি! পৃষ্ঠদেশ হ'তে রক্ত ঝ'রে পড়্‌ছে। শরবিদ্ধ! তাই তো—আমি তো কিছু বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। কি হ'ল ভাই?

অনিলাক্ষ্য। ওঃ—কুমার! কোন্ গুপ্তশত্রু আমায় পশ্চাৎ হ'তে

শরবিদ্ধ ক'রেছে। ওঃ—বড় যন্ত্রণা। আমি মহারাজের আদেশ মত তোমায় বন্দী কর্‌তে আস্‌ছিলুম—উঃ—

সৈনিকবেশী মঞ্জুলার প্রবেশ।

মঞ্জুলা। মিথ্যা কথা—সব মিথ্যা। কুমার! ওই পাপিষ্ঠের কথা বিশ্বাস ক'র্‌বেন না। দুর্ব্বৃত্ত আপনাকে বধ ক'র্‌বার জন্য চুপিচুপি আপনার পেছুতে এসে আপনাকে অস্ত্রের দ্বারা বধ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল; কিন্তু আমি দূর হ'তে দেখ্‌তে পেয়ে তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা ওর পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ ক'রে আপনাকে বাঁচিয়েছি।

মহীরথ। সেকি অনিলাক্ষ্য! ওঃ। তোমার এখনো চৈতন্য হ'ল না? এখনো তোমার পাপের উন্মাদনা? হায়! জানি না—এর চেয়ে তোমার জীবনের আরও কি ভীষণ পরিণাম হবে।

অনিলাক্ষ্য। সৈনিকের কথায় বিশ্বাস ক'রো না মহীরথ। উঃ—বড় যন্ত্রণা।

মঞ্জুলা। এক বিন্দু মিথ্যা নয়।

মহীরথ। সৈনিক! সৈনিক! জীবনদাতা! সত্যই এই পাপিষ্ঠ আমার জীবননাশ ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিল। আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। কারণ, দোষী আর নির্দ্দোষ—তাদের মুখের ভাবেই ধরা প'ড়ে যায়। প্রকৃত অপরাধী কখনো সাহস নিয়ে কারো মুখের দিকে চাইতে পারে না। সৈনিক! বন্ধু! প্রাণদাতা! তোমার এ ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না। ধর আমার এই অঙ্গুরীয় —আমার জীবনদানের কথঞ্চিৎ বিনিময়। [অঙ্গুরী প্রদান] [স্বগত] কে এ সৈনিক? যেন সেই উপেক্ষিতা—পদদলিতা মঞ্জুলা—না—না —কি বল্‌ছি—এ যে পুরুষ। উঃ—ক'দিনের দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্কের কি বিকৃতিভাব।

মঞ্জুলা। আপনি কি ভাব্ছেন কুমার ?

মহীরথ। ভাব্ছি, এ সংসারটা কি প্রবঞ্চনার কেন্দ্রভূমি—না সত্যের উজ্জ্বল মন্দির ?

সৈনিক। প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চনা—সত্যে সত্য। এ তো জগতের নিয়ম। এখন আসুন, আপনাকে আমি মহারাজের কাছে নিয়ে যাব। কারণ, আপনাকে মহারাজের কাছে নিয়ে গেলে অনেক অর্থ পাব—আমি গরীব মানুষ।

মহীরথ। যেমন শৃগালের মুখ হ'তে ব্যাঘ্র ছাগ-শিশু কেড়ে নিয়ে নিজেই ভক্ষণ করে। তোমাকেও তো সেই ব্যাঘ্রের মতই দেখ্ছি। আমার প্রাণ বাঁচিয়ে আর একজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছ মেরে ফেল্‌বে ব'লে। যাক্—আমি এর জন্য দুঃখিত নই। হয়তো অন্য কেউ হ'লে এ ক্ষেত্রে আমার যাওয়াটা সম্ভবপর হ'ত কিনা ব'ল্‌তে পারি না—তবে বর্ত্তমানে তুমি আমার জীবনদাতা; সেইজন্য আমি যেতে বাধ্য। চল—ভবিষ্যতে যা হয় হবে।

মঞ্জুলা। আসুন।

মহীরথ। কিন্তু এ অনিলের কি উপায় হবে ? এমনভাবে কিছুক্ষণ থাক্‌লে যে বেচারা মারা যাবে।

মঞ্জুলা। ভগবান্ যে ওর মৃত্যুই চান্। আসুন।

মহীরথ। তবে চল। [স্বগত] সামান্য একটা সৈনিকের একি সাহস ! কিন্তু যেন তারই প্রতিচ্ছবি !

[মঞ্জুলা ও মহীরথের প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্য। উঃ—উঃ ! প্রাণ যে যায়—কে আছ—কে আছ, আমায় বাঁচাও—একটু জল এনে দাও ! উঃ—বড় যন্ত্রণা।

দ্রুত অনিমার প্রবেশ।

অনিমা। যাই—যাই, আজ বড়দাদার কাছে গিয়ে আত্ম-সমর্পণ করিগে। তাই চুপিচুপি কাউকে না ব'লে শিবির অভিমুখে যাচ্ছি! আমার জন্য আজ কোলাপুরে ভীষণ আগুন জ্ব'লে উঠেছে। আহা, কত নিরীহ প্রাণে মর্‌বে, না—না, আমি তা হ'তে দেব না।

অনিলাক্ষ্য। কে—কে? আমায় বাঁচাও—একটু জল দাও।

অনিমা। একি! কে—কে? তুমি—তুমি—সেনাপতি অনিলাক্ষ্য! পিশাচ!

অনিলাক্ষ্য। আমায় বাঁচাও—তারপর তিরস্কার ক'রো। এক ফোঁটা জল এনে দাও। মা! মা! আমি তোমায় মা ব'লে ডাক্‌ছি, আমার অপরাধ ভুলে যাও মা! আমি গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক আহত হ'য়েছি মা!

অনিমা। একি! কঠিন পাষাণ যে গলে যাচ্ছে। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ক্রোধানল কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। ওরে—ওরে, ও ডাক দিয়ে আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি? আমার রুদ্ধ মাতৃ-দুর্গদ্বার যে একটী কথায়—একটী সুরে উন্মুক্ত হ'য়ে গেল! এস—এস পুত্র—বুকে এস, তুমি আজ যে ডাক দিয়েছ, সে ডাক শুনে যে আমি তোমার সব অপরাধ ভুলে গেলুম। চল, অদূরে চণ্ডাল-আলয়। [তুলিল]

অনিলাক্ষ্য। কিন্তু মা! মাধবসর্দ্দার যে—

অনিমা। তা জানি সেনাপতি—তুমি তার শত্রু; কিন্তু শতসহস্র মাধবসর্দ্দার এলেও অনিমার বুক ছিনিয়ে তোমায় কেড়ে নিতে পার্‌বে না। তুমি যে আজ অনিমার পুত্র—অনিমা তোমার মা!

অনিলাক্ষ্য। মা। মা।

[অনিলাক্ষ্যকে বক্ষে রাখিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরিধারী শর্ম্মার বহির্ব্বাটী।

প্রদীপের প্রবেশ।

প্রদীপ। না—না, আমি কিছুতেই গোঁফ ফেল্‌বো না। আমার এমন সখের গোঁফ জোড়াটা—কুঁজোরাম বাবা বলে কি না, ফেলে দে—ফেলে দে। চোপরাও—চোপরাও।

গিরিধারীর প্রবেশ।

গিরিধারী। মাৎ ঘাব্‌ড়াও—মাৎ ঘাব্‌ড়াও। এই তারা দেখ্‌তে এল ব'লে। সেদিন জল ঝড়ে আস্‌তে পারে নি ব'লে কি আজও আস্‌তে পার্‌বে না? আজ নিশ্চয়ই আস্‌বে।

প্রদীপ। দেখো—আজ যেন আসে। নইলে—বুঝেছ—বুঝেছ—বুঝেছ—

গিরিধারী। সা—রে—গা—

প্রদীপ। আবার আমার সঙ্গে ইয়ারকি? মার্‌বো এক ঝাপট। সাবধান! আমি এখন ফিট্‌ফাট হ'তে চল্‌লাম।

গিরিধারী। সেদিনকার মত যেন ময়ূর পাওয়া রোগে না ধরে। যাও—যাও মাণিক—গোপাল! ফিট্‌ফাট হ'য়ে এসগে; তারা এল ব'লে। আহা, কি চমৎকার ছেলে—কি পরিষ্কার কোষ্ঠসাফ্‌ বুদ্ধি। দাও বাবা, আনন্দে একবার তুড়কি লাফ দাও।

প্রদীপ। কেন বাবা?

গিরিধারী। বিয়ের কথা শুন্‌লে ছেলেদের খুব আনন্দ হয়—কেউ কেউ আনন্দে লাফ মার্‌তে থাকে—বিয়ের তারিখের দিন গুনে গুনে নাস্তানাবুদ হয়। বিয়ে না হ'লে অনেকে মাথা নেড়া ক'রে বিবাগী হ'য়ে চ'লে যায়।

প্রদীপ। আচ্ছা বাবা, তুড়কি লাফ কেমনধারা আমায় দেখিয়ে দাও তো, শিখে রাখি।

গিরিধারী। এই সেরেছে রে! ব্যাটার ছেলের কাছে তো কোন কথা ব'লবার যো নেই। খই-ঢেঁকুর উঠ্‌ছে—না খই খাব। তাই ত—

প্রদীপ। দেখাও—দেখাও বল্‌ছি তুড়্‌কি লাফ; নইলে ফাটাব—ফাটাব—মাইরি তোমার কুঁজ ফাটাব।

ষণ্ডেশ্বরীর প্রবেশ।

ষণ্ডেশ্বরী। একবার দেখাওই না বাপু, কি তুড়কি লাফ—কি মুড়কি লাফ। ছেলের বাপ হ'য়েছ কেন, যদি ছেলের বায়না মেটাতে না পার্‌বে?

প্রদীপ। দেখাও—দেখাও বল্‌ছি তুড়কি লাফ।

গিরিধারী। ওরে বাবারে—একি জ্বালায় পড়লাম রে! এ্যাঁ, মাগীও বলে দেখাও—ছোঁড়াও বলে দেখাও। একে পিঠ ভর্ত্তি বুদ্ধির ফোঁড় তুড়কি লাফ দেখাতে গিয়ে প'ড়ে ম'রবো নাকি?

ষণ্ডেশ্বরী। একটিবারও দেখাও না।

গিরিধারী। হ্যা-হা-হা-হা! একটিবার দেখাও না। কতবার দেখাব—দেখনি? দেখাও—দেখাও। দেখে দেখে খাঁই আর মিটছে না।

প্রদীপ। খেলে—খেলে, এইবার ঠিক মার খেলে। [মারিতে উদ্যত]

গিরিধারী। দেখাচ্ছি—দেখাচ্ছি বাবা, তুড়কি লাফ দেখাচ্ছি। ও যণ্ডেশ্বরি! ধর ধর—গোপালকে ধর! হায়-হায়-হায়! আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হবে—সবাই মিলে আমার দফাটা সাম্‌লে দেখ্‌ছি। এই দেখ্‌ হারামজাদা—তুড়কি লাফ। [লাফাইল]

প্রদীপ। বাঃ—বাঃ, বেশ তো। হেঁই বাবা, আর একটিবার দেখাও।

গিরিধারী। একবারটা কোনরকমে সাম্‌লে গেছে, আবার—এই দেখ। [লাফাইল]

যণ্ডেশ্বরী। আ-হা-হা, কি সুন্দর তুড়কি লাফ গা!

প্রদীপ। বাবা! আর একবার।

গিরিধারী। মাটি কর্‌লে দেখ্‌ছি। আমার দফারফা না ক'রে এরা ছাড়বে না। এই দেখ! [লাফাইল]

প্রদীপ। বাহবা! বাহবা! বাবা! এইবারটি—এই শেষবার, আর বল্‌বো না।

গিরিধারী। না—না, আর কিছুতেই হবে না। বাপ,! তিন তিনবার! আবার—

যণ্ডেশ্বরী। তিন শত্তুর দেখাতে নেই গো—দেখাতে নেই। এক ছেলে নিয়ে ঘর কর্‌ছি, তিন শত্তুর কি দেখাতে আছে?

প্রদীপ। বাবার আমার মোটেই বুদ্ধি নেই—মায়ের কেমন বুদ্ধি। কই বাবা—

গিরিধারী। না, এরা আমায় না ফেলে ছাড়বে না। এই দেখ। [লাফাইতে গিয়া সহসা যণ্ডেশ্বরীর ঘাড়ে উল্‌টাইয়া পড়িল, গিরিধারী ও যণ্ডেশ্বরী পড়িয়া গেল] উ-হু-হু!

যণ্ডেশ্বরী। উ-হু-হু—হু-হু! গেছি রে মুখপোড়া—গেছি রে! কানা —অন্ধ মিন্সে দেখতে পাও না? রেতের পেরাতো বাক্যে তোমার

চোখ দুটো কি গেছে? উ-হু-হু! কি লেগেছে। ঝাঁটা—ঝাঁটা—সাত ঝাঁটা তোমার তুড়কি লাফে। উ-হু-হু!

[প্রস্থান।

প্রদীপ। চল্‌লাম বাবা ফিট্‌ফাট হ'তে।

[প্রস্থান।

গিরিধারী। বাপ্‌! কি দায়ে পড়েছিলাম বাবা! গেছে—গেছে, বুদ্ধির ফোঁড় বোধ হয় ফেটে গেছে। [হাত দিয়া দেখিল] সেই দিনই ফাটতো—খুব দৌড়ে হৈহয়-সেনাপতির কাছে পৌঁছে গিয়ে পড়েছিলুম। প্রহরীগুলো আমায় কুকুর-তাড়ানো গোছের করেছিল। যাই হোক্, সেদিন বড়রাণী-বেটীর কাজটা ক'রে কিছু ট্যাকস্থ করা গেছে। ছেলের বিয়ের জন্য আর ভাবতে হবে না।

নেপথ্যে। গিরিধারী মশাই, বাড়ী আছেন?

গিরিধারী। ক্যাও?

নেপথ্যে। আমরা মশাই! আপনার পুত্রকে দেখ্‌তে এসেছি।

গিরিধারী। আসুন—আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

কন্যার পিতা ও একজন প্রতিবেশীর প্রবেশ।

গিরিধারী। আসুন—অসুন! উপবেশন করুন! ওরে নিধে, তামাক নিয়ে আয়—জল নিয়ে আয়—দূর ছাই, সে ব্যাটা আজ কামাই ক'রেছে।

কন্যার পিতা। যাক্—অত আর ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমরা কেউ তামাক খাই না। বড় তাড়াতাড়ি—এখনি ফিরতে হবে। আপনার ছেলেটি চট ক'রে দেখিয়ে দিন।

গিরিধারী। হঁ্যা—দিই। কই—কই বাবা প্রদীপচন্দ্র! ভদ্রলোকেরা এসেছেন, একবার এইদিকে এস তো বাবা!

সুসজ্জিত প্রদীপের প্রবেশ।

কন্যার পিতা। [স্বগত] এঁ্যা—একি! ছেলে মানুষের গোঁফ!

গিরিধারী। এঁদের প্রণাম কর। [প্রদীপ প্রণাম করিল]

কন্যার পিতা। আজ্ঞে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনার ছেলের গোঁফ—

গিরিধারী। হে-হে-হে—আর বল্‌বেন না মশাই! গৃহিণীদেবীর বায়না—বুঝছেন তো! গোঁফ পর্‌লে ছেলেকে কেমন মানায়—তাই—দেখ্‌বার জন্য সখ্‌ ক'রে গোঁফ পরিয়ে দিয়েছেন।

প্রদীপ। দিয়েছে বইকি; আমিই নিজেই—

গিরিধারী। [জনান্তিকে] থাম্‌ বল্‌ছি।

প্রদীপ। চোপরাও কুঁজোরাম!

কন্যার পিতা। [স্বগত] বাপ্‌রে, কি ছেলে।

গিরিধারী। [স্বগত] ব্যাটা সব মাটি ক'র্‌লে দেখছি।

কন্যার পিতা। তোমার নাম কি বাবা?

প্রদীপ। শর্ম্মা চন্দ্র প্রদীপ।

কন্যার পিতা। সে কি?

গিরিধারী। আজ্ঞে—আজকাল পদবীটা আগে দিয়েই নাম করার চলন হ'য়েছে।

কন্যার পিতা। বটে! তোমার পিতার নাম কি?

প্রদীপ। ঈশ্বর কুঁজোরাম শর্ম্মা!

কন্যার পিতা। এঁ্যা! আকাট মূর্খ দেখছি।

গিরিধারী। [স্বগত] ইস্‌! ব্যাট্যা কি গর্ভস্রাব! জলজ্যান্ত আমাকে মেরে ফেল্‌লে। সব মাটি হ'ল দেখছি।

কন্যার পিতা। আচ্ছা, তোমরা কয় সহোদর ?

প্রদীপ। তিন সহোদর। আমি, বাবা আর মা।

গিরিধারী। [স্বগত] এ-হে হে-হে! হরি—হরি। ব্যাটা এতক্ষণে তবলা ফাঁসালে।

কন্যার পিতা। বল তো বাবা! শশধর মানে কি ?

প্রদীপ। ঘড়া—ঘটী—গাড়ু!

কন্যার পিতা। সে কি!

প্রদীপ। কেন, সেদিন বাবা আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল।

গিরিধারী। [স্বগত] আহাম্মক কোথাকার।

কন্যার পিতা। বেশ ছেলে। চমৎকার ছেলে। তাহ'লে আমরা এখন আসি।

গিরিধারী। আজ্ঞে—তাহ'লে আর বিবাহের তো কোন অমত নেই ? ছেলে আমার দেখ্‌তে হবে না—ছেলের মত ছেলে। দিনটা স্থির ক'রে যান্‌।

কন্যার পিতা। আজ্ঞে, আপনার ওই গো-মূর্খ বিশ্ববকাটে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়ের গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো।

[কন্যাযাত্রীদ্বয়ের প্রস্থান।

গিরিধারী। হারামজাদা, সব মাটি কর্‌লি ?

প্রদীপ। চোপরাও।

গিরিধারী। আমি এমন টাট্‌কা বেঁচে থাক্‌তে বলে কি না—ঈশ্বর। হ্যাঁরে ব্যাটা অকালকুষ্মাণ্ড! আমি ম'রে গেছি ?

প্রদীপ। আলবৎ ম'রে গেছ। মর—মর বল্‌ছি—শিগ্‌গীর মর; তোমার জন্য আমার বিয়ে ফস্‌কে গেল। মর বল্‌ছি।

গিরিধারী। এঁ্যা—মর্‌ব কি রে ব্যাটা ?

প্রদীপ। নিশ্চয় মর্‌তে হবে। অন্ততঃ মিছিমিছি ক'রেও মর্‌তে হবে। মর বল্‌ছি—নইলে—

গিরিধারী। মর্‌ছি বাবা মর্‌ছি—আর ঘুসি তুলো না। ম'লে এখন তোমার মত গুণবান্‌ ছেলের খপ্পর হ'তে বাঁচি।

প্রদীপ। মর বল্‌ছি।

গিরিধারী। এই ম'লাম বাবা! তুমি শ্রাদ্ধটা ঘটা ক'রে ক'রে ফেল। [চক্ষু মুদিয়া শয়ন]

প্রদীপ। ওমা—ওমা! দেখে যা—দেখে যা। বাবা হঠাৎ পড়ে গিয়ে ম'রে গেছে।

[প্রস্থান।

দ্রুত যণ্ডেশ্বরীর প্রবেশ।

যণ্ডেশ্বরী। এঁ্যা, বলিস্‌ কিরে! কর্ত্তা ম'রে গেছে? ওগো মাগো—আমার কি হ'লো গো—ওগো কর্ত্তা গো—ওগো আমার ফরমাসি কর্ত্তা গো! [ক্রন্দন]

গিরিধারী। আ-হা-হা-হা—চুপ কর—চুপ কর যণ্ডেশ্বরি! আমি মরিনি; মিছিমিছি গোপালকে মরা দেখাচ্ছিলাম।

যণ্ডেশ্বরী। ও বাবারে! কর্ত্তা দানা পেয়েছে রে।

[পলায়ন।

গিরিধারী। এঁ্যা—একি বিপদ হ'ল গা! সত্যি সত্যি এরা আমায় মেরে ফেল্‌লে গা! নাঃ—তবে সত্যিই আমি মরিগে। দুত্তোর ছেলে-বৌ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা

সুরথের প্রবেশ।

সুরথ। কৈ—কৈ উতঙ্ক! বন্দী মহীরথ কৈ? নিয়ে এস—আজ আমি তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌বো।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুনন্দা। আমি জীবিত থাক্‌তে মহীরথকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করে, সে ক্ষমতা আছে কার?

সুরথ। আমার।

সুনন্দা। তোমার?

সুরথ। হ্যাঁ দেবি! আমার! আমি রাজা।

সুনন্দা। তুমি রাজা? না—না, তুমি রাজা নও—তুমি একটা স্বার্থপর পিশাচ! নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ভবিষ্যতের অন্তরায় দূর কর্‌তে আজ আমার পুত্রকে দণ্ডিত কর্‌তে চাও? কিন্তু তুমি জান না রাজা! তোমার সে স্বাধীনতার পথে অশান্তির আগুন জ্বাল্‌বে এই সুনন্দা।

সুরথ। আমার এই কোলাপুরের শান্তিবক্ষে অশান্তির আগুন তুমি তো বহুদিন পূর্ব্বে জ্বেলেছ দেবি! আর কি নূতন ক'রে জ্বাল্‌বে?

দেখ্‌ছো না—তোমার সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে কোলাপুর আজ ধ্বংসের পথে যেতে চলেছে, তবে আর কি আগুন জ্বালাবে দেবি? জ্বালো—জ্বালো, তুমি আগুন জ্বালো; কিন্তু আমি তোমায় আর নূতন ক'রে আগুন জ্বাল্‌তে দেবো না—আজই সে আগুন চিরতরে নির্ব্বাণ ক'র্‌বো।

সুনন্দা। বোধ হয় আমার পুত্রকে হত্যা ক'র্‌বে? নিষ্ঠুর জল্লাদ!

সুরথ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি নিষ্ঠুর জল্লাদ—নির্ম্মম রাক্ষস! কিন্তু আমি এমন ছিলুম না দেবি! তুমিই আমায় নিষ্ঠুর জল্লাদ সাজিয়েছ। আজ দেখ্‌তে পাবে এই নিষ্ঠুর জল্লাদের নির্ম্মমতার পৈশাচিক অভিনয়। আজ আমি মহীরথকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত ক'রে আমার ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক ক'র্‌বো।

সুনন্দা। [উত্তিজিতভাবে] রাজা!

সুরথ। আমি রাজা; রাজার মতই বিচার ক'র্‌বো। স্থির নেত্রে অবিচলিত প্রাণে তুমি দেখ দেবি! সুরথ কি ভাবে আজ তার রাজা নামের পরিচয় দেয়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমিই আমার শান্তির রাজ্যে অশান্তির আগুন জ্বেলেছ—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছ। এখন আমি তোমায় অল্পে ছাড়্‌বো না দেবি! আমি দেখ্‌বো আজ মহীরথকে দণ্ডিত ক'রে তোমার প্রতিহিংসানল কতখানি জ্ব'লে ওঠে—কোলাপুরের সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌তে।

সুনন্দা। পার্‌বে না—পার্‌বে না স্বার্থপর রাজা! আমিও সিংহিনী। কি স্পর্দ্ধা তোমার, আজ আমার সম্মুখে আমারই পুত্রকে দণ্ড দিতে চাও? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখনো পরিণাম ভাব রাজা! সুনন্দার রোষানলে তোমার সর্ব্বস্ব পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।

সুরথ। যাক্—যাক্; তবু চাই তোমার পুত্রকে দণ্ডিত ক'র্‌তে। কৈ উতঙ্ক! বন্দী মহীরথ কৈ?

বন্দী মহীরথকে লইয়া উতঙ্ক ও তৎপশ্চাৎ সৈনিক-
বেশী মঞ্জুলার প্রবেশ।

উতঙ্ক। এই যে, বন্দী মহীরথকে নিয়ে এসেছি মহারাজ!

সুরথ। মহীরথ!

মহীরথ। খুল্লতাত!

সুরথ। তুমি অপধী।

মহীরথ। আমার তো মনে হয় না খুল্লতাত!

সুরথ। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি তুমি অপরাধী। তুমি রাজবন্দী উতঙ্ককে সেদিন আমার সম্মুখ হ'তে বলপূর্ব্বক নিয়ে গেলে। পদে পদে তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌ছো। সেইজন্য আমি তোমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌বো।

মহীরথ। অমি মহারাজের সে দণ্ড অবনত মস্তকে গ্রহণ ক'র্‌বো। কিন্তু পিতৃব্য! আমার কার্য্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরাধের হ'লেও ধর্ম্মের রাজ্যে তা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

সুনন্দা। মহীরথ! মহীরথ! একি তোর নির্জ্জীবতা পুত্র? জেগে ওঠ্‌—জ্ব'লে ওঠ্‌—অস্ত্র ধর্‌! ওই স্বার্থপর রাজার মাথাটা কেটে ফেল্‌! এখনো তুই চুপ ক'রে আছিস্‌? এই কি তোর মানব জীবনের সার্থকতা?

মহীরথ। এইই আমার মানব জীবনের সার্থকতা! যে হস্তে মহীরথ একদিন পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছে, সেই হস্তে আজ অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বে না। দাও পিতৃব্য! আমায় কি দণ্ড দেবে—দাও।

সুনন্দা। সে কি মহীরথ? উঃ—ভগবান্‌। কেন আমায় অপুত্রক কর নি?

মহীরথ। মা! মা! কি ক'রছো মা? এখনো কি তোমার চৈতন্য হ'চ্ছে না? যে হিংসার পূজার জন্য এতখানি নির্ম্মতার অভিনয় ক'রছো, সে হিংসার পূজায় দৈব এসে প্রতি পদে তোমায় বাধা দিচ্ছে—তবু তোমার জ্ঞান ফিরে আসছে না?

সুরথ। মহীরথ! আমি তোমায় মুক্তি দিতে পারি—যদি আমার আদেশ পালন কর।

মহীরথ। কি আদেশ পিতৃব্য?

সুরথ। মায়ের আদেশ প্রতিপালন কর, নতুবা তোমার মুক্তি নেই।

মহীরথ। সে মুক্তি মহীরথ ভুলেও চাইবে না খুল্লতাত! কঠোর দণ্ড আজ সাদরে মাথায় তুলে নেবো—চিরজীবন দুর্ভাগ্যকে সহচর ক'রে রাখবো—তবু ওই ঘৃণ্য মুক্তির আশায় মহীরথ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি হারা ত পারবে না।

সুরথ। কি, আমার আদেশ পালন ক'রতে পারবে না মহীরথ?

মহীরথ। না—না, কখনই না—জীবনেও না! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য মহীরথ কখনো মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেবে না। দাও—দাও পিতৃব্য, আমায় কি দণ্ড দেবে—দাও।

সুনন্দা। না—না, মহীরথ, রাজদণ্ড কিছুতেই গ্রহণ করিস্ নে।

মহীরথ। মহীরথ তোমার গর্ভে স্থানলাভ ক'রলেও জন্ম যে তার মহিমার চিরশুভ্র আলোক হ'তে।

সুরথ। মহীরথ! তোমার দণ্ড কঠোর—অতি কঠোর। তোমার দণ্ড—আজ হ'তে এই সৈনিকের চিরজীবনের ভার গ্রহণ, আর—কোলাপুরের সিংহাসনে উপবেশন ক'রে প্রজা শাসন! [শৃঙ্খল মুক্ত করত রাজমুকুট প্রদান ও সৈনিকবেশী মঞ্জুলাকে তাহাঁর হস্তে অর্পণ]

মহীরথ। একি! একি পিতৃব্য! [মঞ্জুলার নিজ বেশ প্রকাশ] এঁ্যা—একি! মঞ্জুলা! মঞ্জুলা! খুল্লতাত! খুল্লতাত!

সুরথ। রাজদণ্ড!

মহীরথ। না—না পিতৃব্য! আমি এ দণ্ড কখনই গ্রহণ ক'র্‌বো না। মা! মা!

সুরথ। চুপ্ কর মহীরথ! তুমি জান না পুত্র, আমার এ দণ্ডদানের কি উদ্দেশ্য। দেবি! দেবি! হয়েছে? এতদিনে কি ঝড় থাম্‌বে? সুরথ কখনো স্বার্থের জন্য ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক ক'র্‌তে তোমার পুত্রকে আদেশ দেয় নি। মহীরথ! এইবার তুমি কোলাপুরের অধীশ্বর হ'য়ে রাজ্যপালন কর—আমরা চল্‌লাম এখান হ'তে চিরজন্মের মত।

মহীরথ। হবে না—হ'তে পারে না। বিসর্জ্জিত দেবতা নিরানন্দময় মন্দিরে মহীরথ একদণ্ডও থাক্‌তে পার্‌বে না। এই নাও রাজমুকুট—আমি পার্‌বো না পিতৃব্য! আমি দুর্ব্বল—আমি শক্তিহীন। মা! মা! এখনো তুমি নিশ্চল হ'য়ে র'য়েছ? এখনো কি তোমার দুর্জ্জয় প্রতিহিংসা অনন্ত ত্যাগের পদতলে লুটিয়ে পড়্‌ছে না?

সুরথ। স্থির হও পুত্র! পিতৃব্যের আদেশ পালন কর। মায়ের প্রাণে ব্যথা দিও না। মঞ্জুলা!

মঞ্জুলা। বাবা!

সুরথ। মনে রাখিস্ মা! নারীর একমাত্র দেবতা স্বামী। যেন ভুলেও কোনদিন স্বামীর চরণ-সেবায় ত্রুটী করিস্ নে মা! মহীরথ! আমি তোমার হাতে আমার মঞ্জুলাকে স'পে দিয়ে যাচ্ছি; যেন তাকে কোনদিন অযত্ন ক'রো না। রাণি! রাণি!

শিশুপুত্রসহ মাধবিকার প্রবেশ।

মাধবিকা। আমিও প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি রাজা!

সুরথ। তবে চল রাণি বানপ্রস্থের নন্দন-কাননে। শুভযাত্রার শুভ সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

মহীরথ। তবে সত্য সত্যই কি আজ তোমরা চ'লে যাবে কোলাপুরের জীবন্ত দেবদেবী কোলাপুরকে কাঁদিয়ে? উঃ! একি অবিচার—একি নির্দ্দয়তা? না—না, আমি রাজা হবো না পিতৃব্য! আমি চিরজীবন যেন আনন্দের সাগরে ডুবে থাকতে পারি। আমি এ গুরুভার বহন ক'রতে পারবো না।

সুরথ। তা আর হয় না মহীরথ! পিতৃব্যের আদেশ পালন কর।

মাধবিকা। বাবা মহীরথ! আমাদের জন্য দুঃখিত হ'য়ো না। আমরা যেথানেই থাকি না কেন, তোমায় প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রবো। চল রাজা!

সুরথ। চল রাণি! বিলম্ব ক'রলে মায়ায় ক্রমশই অভিভূত হ'য়ে প'ড়বো।

মহীরথ। মা! মা!

সুনন্দা। আমি কোন কথা শুনবো না মহি! আমার এ উদ্দাম বাসনার কেউ গতিরোধ ক'রতে পারবে না। নীরবে রাজ্যভার গ্রহণ কর।

সুরথ। এস রাণি! মা! মা! মহামায়া! তোমার চরণে আমাদের মহীরথকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি; সে যেন কখনো তোমার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত না হয়।

মহীরথ। খুল্লতাত! খুল্লতাত! কাকী-মা! কাকী-মা! [বাধাদান]

সুরথ। বাধা দিওনা মহি! তুমি জান না পুত্র। আমাদের এ অভিযানে কোলাপুরের চিরশান্তির উন্মেষ হবে! এস রাণি!

[প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

ওগো আমিও যাব তোমার সাথে
আঁধার পথে আলোক ধ'রে।
মুছিয়ে দেবো আঁখিধারা
আমার অভয় বিমল করে॥
ফুটবে নাকো কাঁটা পায়ে,
রাখ্‌বো বুকে ব্যথা স'য়ে,
দুখের দুখী আমিই আছি—
নাওনা আমায় সাথে ক'রে॥

সুরথ। কে? কে? সিদ্ধি? সিদ্ধিসাফল্যদায়িনী—বরাভয়প্রদায়িনী মা এসেছিস্? তবে চল্ মা সিদ্ধি! অনন্তের আলোক ধ'রে ঘোর অন্ধকার পথে। সুরথ ভুলে যাক—সুরথ ভুলে যাক এই পার্থিব মায়া, স্বার্থ-জড়িত সংসারের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা; তার লক্ষ্যের পথে যেন ফুটে ওঠে রক্তজবার মত বিশ্বমাতার চরণ দু'খানি।

[মহীরথ, সুনন্দা ও মঞ্জুলা ব্যতীত সকলের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

মহীরথ। পিতৃব্য! পিতৃব্য! ওঃ—চ'লে গেল? মঞ্জুলা! মঞ্জুলা! [পতনোদ্যত, মঞ্জুলা ধরিয়া ফেলিল ও বক্ষে মস্তক রাখিয়া] অন্ধকার—অন্ধকার—সব অন্ধকার! কোলাপুর চির-অন্ধকার ক'রে কোলাপুরের জাগ্রত দেব-দেবী আজ চ'লে গেল! উঃ! ক'র্‌লে কি পাষাণি!

সুনন্দা। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ মহীরথ! সুনন্দার এ প্রতিশোধ। মৃত স্বামীর মুক্তি-যজ্ঞ। [প্রস্থান।

মহীরথ। তোমার এ মহাযজ্ঞ কোনদিন পূর্ণ হবে না মা। আর তোমার স্বামীরও মুক্তি অসম্ভব। [মঞ্জুলাসহ ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে মালিনীর প্রবেশ

গীত।

মালিনী।— আমার এ টাট্‌কা মালা শুকিয়ে গেল,
মনের মানুষ পেলাম না।
মনের আশা রইলো মনে,
কোন কালেই মিটলো না॥

মালী।— কেন তোর দুখ্যু এত,
থাক্‌তে মানুষ আমার মত,
(তবে) কেন তোর মনের আশা মিটছে না॥

মালিনী।— নাইকো রে তোর গায়ে জোর,
খাট্‌তে তেমন দিবস ভোর

মালী।— খেটে খেটে ঘাল হ'য়েছি
জ্যান্তে মরা হ'য়ে আছি,
তবু তোমার আশা মিটে না
আর যে আমি পারছি না॥

উভয়ে।— চল্ তবে চল্ ঘরে ফিরে
মনের মিল আর যাবে না॥

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মাধবসর্দ্দারের বাটী।

অণিমা ও মাধবসর্দ্দারের প্রবেশ।

অণিমা। না বাবা! তোমার এ অনুরোধ আমি রাখ্‌তে পার্‌বো না। যদিও তুমি একজন নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে—যদিও তুমি তোমার স্নেহের দ্বারে তাকে বন্দী ক'রে রেখেছ—যদিও তোমার প্রাণ খোলা মর্ম্মস্পর্শী ভালবাসায় আমি আজ সকল যন্ত্রণা ভুলে গেছি; তবু সে যে আমায় মা ব'লে ডেকেছে—আমার সর্ব্বস্ব সেই ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়েছে।

মাধব। তু কি বাত বোল্‌ছিস রে বেটি! হামি তুহার বাত শুনিয়ে অবাক বনিয়ে যাচ্ছি। সেই সেনাপতি যে শয়তান আছে! তু আজ তাহারে ভালবাসিয়েছিস? তু কি সব ভুলিয়ে গেছিস্?

অণিমা। না বাবা! আমি কিছুই ভুলি নি। তার দুর্ব্যবহার—তার পৈশাচিক অভিনয়—তার সেই নির্ম্মমতার রুদ্রমূর্ত্তি আমি এখনও পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পারিনি! কিন্তু—ওগো আমার স্নেহময় প্রতিপালক! তুমি জান না সেই বিশ্ব-গলানো—প্রাণ-মাতানো মা ডাক্ কত সুন্দর—কত প্রাণারাম—কত মধুর। আমি সেই মা ডাক্ শুনে আত্মহারা! অভিশাপের উদ্যত হস্ত আশীর্ব্বাদে সিক্ত হ'য়ে উঠেছে! সঙ্কুচিত বক্ষ আপনিই আজ প্রসারিত হ'য়ে গেছে। আমি যে আজ তার মা সেজেছি; তখন কেমন ক'রে আমার পুত্রকে—

মাধব। কি! তু হামার বাত্ শুন্‌বি না? দে—দে, জল্‌দি তাহারে হামার হাতে সঁপিয়ে দে। হামি তাহারে হামার কালী মায়ির পাশে বলি দিইয়ে দুনিয়ায় দুষমনকে দুনিয়া হ'তে সরিয়ে দিবে।

অনিমা। হ'তে পারে সে পৃথিবীর শত্রু—হ'তে পারে তার কর্ম্ম জগতের চক্ষে হেয়, ঘৃণ্য—হ'তে পারে সে সৃষ্টির বিভীষিকা—কিন্তু আমি যে তাকে পুত্র ব'লে বুকে স্থান দিয়েছি—দু'হাতে আমার স্নেহ ভালবাসা তা'কে বিলিয়ে দিয়েছি। না বাবা! আমি অতটা নির্ম্মমা রাক্ষসী হ'তে পার্‌বো না।

মাধব। তবে তু কি হামার বাত শুন্‌বি না? হামি তুহাকে এত্তা ভালবাসিয়েছে—আশ্রয় দিইয়েছে—আউর তু হামার বাত্ শুন্‌বি নে? ছো-ছো-ছো, এহি কি তুহার ধর্ম্ম?

অনিমা। ধর্ম্ম! আশ্রিতকে রক্ষা করা যে ধর্ম্ম বাবা! তুমিও তো সেই আশ্রিতকে রক্ষা ক'র্‌তে কত না যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছ। কৈ —কোনদিনও তো তোমার সে ধর্ম্ম প্রতিপালনে বীতরাগ নেই। অম্লান-বদনে আজীবন কত যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌ছ।

মাধব। তু কি জানিস্ নে বেটি! ওহি সেনাপতি হামায় কেত্তো জ্বালিয়েছে। সারা রাজ্যিটা জ্বালিয়ে মার্‌লে! উহারে আজ ছোড়িয়ে দিলে দুনিয়ার বহুত দুষমন মাথা খাড়া কোরিয়ে দাঁড়াবে। তু হামার বাত্ শোন্ অনিমা!

অনিমা। আমি তোমার ও কথা কিছুতেই শুনতে পার্‌বো না বাবা!

মাধব। বটে! তুহার এত্তা সাহস, হামার বাত্ তু শুন্‌বি না? হামি আজ তুহার কোন বাত্ শুন্‌বে না, আজ দুষমনকে জরুর বলি দিইয়ে ছোড়্‌বে। হামি দেখ্‌বে তুহার কেত্তা ক্ষেম্‌তা। মাধবসর্দ্দারের বাত্ শুন্‌বে না, দুনিয়ায় তো কৈ কো দেখিনি। [প্রস্থান।

অনিমা। একি! চ'লে গেলে বাবা! আচ্ছা যাও, কিন্তু তুমি আমায় যে ধর্ম্ম শিখিয়েছ, আমিও আজ সেই ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে কৃতজ্ঞতার বিসর্জ্জন দেবো।

[প্রস্থান।

দ্রুত অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। স্পর্দ্ধা—স্পর্দ্ধা! কুলটা অনিমার কি স্পর্দ্ধা! কোলাপুর-সেনাপতি অনিলাক্ষ্যকে কৌশলে এখানে বন্দী ক'রে এনেছে। আজ আর কারো রক্ষা নেই। মাধবসর্দ্দারকেও আজ দেখিয়ে যাব, হৈহয়-সেনাপতির কতখানি ভীষণতা! অনিমা! অনিমা! তোরও অব্যাহতি নেই, আজ তোকে নিশ্চয়ই হৈহয়-রাজের নিকট নিয়ে যাবোই যাবো। চাই—হৈহয়-রাজ্য।

গীতকণ্ঠে উমানন্দের প্রবেশ।

গীত।

উমানন্দ।—

বুদ্ধি তোমার চমৎকার।
নিজের কুলে কালি দিয়ে
লবে সুখে রাজ্যভার॥
কাঁদিয়ে ভায়ে, কাঁদিয়ে বোনে,
সুখী হবে ভাব্‌ছ মনে,
হয় কি তাহা ওরে খেপা
কাঁদিয়ে হাসা অনিবার॥

[প্রস্থান।

অগ্নিমিত্র। দূর হও—দূর হও উন্মাদ! তোমার শত উপদেশ আমার এ অভিযানের পথ রুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বে না। কই—কই—কোথায় অনিমা—কোথায় মাধবসর্দ্দার? আচ্ছা, দেখি কোথায় তারা।

[দ্রুত প্রস্থান।

অনিলাক্ষ্যকে লইয়া খড়্গাহস্তে মাধবসর্দ্দারের প্রবেশ।

অনিলাক্ষ্য। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর সর্দ্দার!

মাধব। ক্ষমা? নেহি—নেহি! হামি তুহারে ক্ষমা কোর্‌তে পার্‌বে না। হামি তুহাকে আজ বলি দিইয়ে ছোড়্‌বে। ভাবিয়ে দেখ সেনাপতি, তু কেত্তো পাপ কোরিয়েছিস্। তুহার আস্তে হামাদের রেক্তা চলিয়ে গেলো—হামাদের রাজ্যিটা শোশান হইয়ে যাচ্ছে! কেত্তো আদ্‌মি কাঁদ্‌ছে! হামি তুহারে কুছুতেই ছোড়্‌বে না।

অনিলাক্ষ্য। ছেড়ে দাও সর্দ্দার! আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, আর কখনো পাপ-কার্য্য ক'র্‌বো না। আমার স্বার্থময় অন্তরের অন্ধকার সেই মহিমময়ী দেবীর মহিমার পুণ্য আলোকে আলোকিত হ'য়ে উঠেছে! আমার উন্মত্ত লালসার পথে মানবত্ব এসে আমার পশুত্বকে দূর ক'রে দিয়েছে। এই দেখ সর্দ্দার! আমার অনুতাপের অশ্রুজলে বুকখানা ভেসে যাচ্ছে।

মাধব। শয়তান—শয়তান তুহারা! তুহাদের আঁখমে পানি গির্‌লেও তুহাদের কলিজার ভিতর হ'তে শয়তান উঁকি মারে। তুহাদের বিশোয়াস্ নেই, তুহারা সব কাম কোর্‌তে পারিস্। হামি আজ কোন বাত্ শুন্‌বে না।

অনিলাক্ষ্য। মা! মা! কোথায় তুই! আশ্রিত পুত্রকে আজ রক্ষা কর্ মা!

অনিমার প্রবেশ।

অনিমা। ভয় কি পুত্র! সৃষ্টির শত শক্তি আজ তোমার সাম্‌নে দাঁড়ালেও তুমি নিরাপদেই থাক্‌বে মায়ের এই অভয় বক্ষে যুগ-যুগান্ত কাল। [অনিলাক্ষ্যকে বক্ষে ধারণ]

অনিলাক্ষ্য। মা! মা!

অনিমা। তোমার ওই ডাকই যে আজ আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে পুত্র! ভয় নেই। পুত্রের ভক্তির অন্তরালে ব্যথার শাণিত ছুরিকা লুকিয়ে থাক্‌লেও মায়ের সেই অনন্ত স্নেহের অন্তরালে চিরদিন চির-যুগই লুকিয়ে আছে অভয় অনুরাগ আকর্ষণ।

মাধব। অনিমা! অনিমা! তু সরিয়ে যা বেটি! কেনো হামায় রাগাচ্ছিস্‌? আজ কেউ হামায় রুখ্‌তে পার্‌বে না। যা—যা—সরিয়ে যা—সরিয়ে যা!

অনিমা। হবে না বাবা! তুমি আমায় যে ধর্ম্মের দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রেছ, আমি সে ধর্ম্ম কিছুতেই ভুল্‌বো না। আজ যদি অনিলাক্ষ্যকে না ছেড়ে দাও, তা'হ'লে জেনো বাবা! কন্যা তোমার পিতৃদ্রোহিণী হবে। ভুলে যাবে তোমার সেই অফুরন্ত স্নেহের দাবী, তোমার সেই মুক্তিদানের কথা—তোমার সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসায়।

মাধব। ওঃ! হামি কি কোরিয়াছে! কালসাপিনীকে দুধ কলা খাইয়ে পুষিয়েছে। ওঃ! বেইমান—বেইমান! দুনিয়াটা বেইমান। সরিয়ে যা—সরিয়ে যা বেটি!

অনিমা। কেন বাবা হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমার ধর্ম্মকর্ম্ম হারিয়ে ফেল্‌ছো? কাঁদিয়ে কি কান্নার প্রতিশোধ নেওয়া যায়? প্রতিশোধ নিতে হয় বুকের ভালবাসা দিয়ে। দেখ্‌বে তখন সেই আততায়ীর

অনুতাপ-দগ্ধ চোখের জল অঝোরে ঝ'রে প'ড়বে। যে প্রাণ বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যের এক গরিষ্ঠ সম্পদ, শত চেষ্টায় যা দিতে পারে না, সেই প্রাণ তুমি নষ্ট ক'র্‌তে চাও? সেনাপতি যতই অপরাধ করুক না কেন, তবু ওকে ক্ষমা ক'র্‌তে হবে, ম'রে গেলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না বাবা! বেঁচে থেকে অনুতাপই হ'চ্ছে পাপের যোগ্য দণ্ড। ম'লেই তো সব ফুরিয়ে গেল।

মাধব। বটে! আচ্ছা দেখ, তু কেমন কোরিয়ে উহাঁরে রাখ্‌তে পারিস্? আয়—আয় রে ডুষমন! [অনিলাক্ষ্যকে খড়্গাঘাতে উদ্যত]

অনিলাক্ষ্য। [সভয়ে] মা! মা!

অনিমা। সাবধান! সাবধান বাবা! আর একপদ অগ্রসর হ'লে [ছুরিকা বাহির করতঃ] এই শাণিত ছুরিকা আশ্রিত-রক্ষা মহাধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে মাধবসর্দ্দারের বক্ষ-রক্ত পান ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হবে না। তোল—তোল তুমি তোমার হিংসার রক্ত-খড়্গ—আমি তুলে ধরি ধর্ম্ম-দণ্ড—বাধুক পিতা-পুত্রীর মহাসমর; দেখি, জয়ী হয় কে—প্রতিহিংসা—না ধর্ম্ম?

দ্রুত অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। কই—কই কোথায় সেই কলঙ্কিনী অনিমা—কোথায় সেই বন্যপশু মাধব সর্দ্দার? আজ আর কারো রক্ষা নাই! এই যে! হাঃ-হাঃ-হাঃ! শিকার সম্মুখে।

মাধব। কে—কে তুই?

অগ্নিমিত্র। তোমার মৃত্যু।

মাধব। ও, তুই সেই হৈহয়-সেনাপতি? যা—যা, তুরন্ত চলিয়ে যা। নহিলে আজ এই সেনাপতির মাফিক্ তুহারেও কাটিয়ে ফেল্‌বে।

অগ্নিমিত্র। দাও—দাও সর্দ্দার! শীঘ্র অনিমাকে আমার করে অর্পণ কর—নতুবা তোমার নিস্তার নেই! জানো না হৈহয়রাজের কতখানি বীরত্ব?

মাধব। যা—যা, হামি কোভি অনিমারে দিতে পার্‌বে না—হামি উহারে আশ্রয় দিইয়েছে।

অনিমা। আর আমিও যে অনিলাক্ষ্যকে আশ্রয় দিয়েছি বাবা! বল—বল, কি ব'ল্‌বে এখন বল? তুমি যদি আজ আমায় আশ্রয়চ্যুত ক'র্‌তে পার—তাহ'লে আমিও সেনাপতিকে আশ্রয়চ্যুত ক'র্‌বো।

মাধব। তাইতো, হামি একি বিপদে পড়লাম! দুনিয়ার মালিক। তু হামার ধরম্ রক্ষা কর্।

অগ্নিমিত্র। তাহ'লে দেবে না অনিমাকে? আরে—আরে অহঙ্কারী ইতর! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অনিলাক্ষ্য। সাবধান পরস্বাপহারী দস্যু! [অস্ত্র নিষ্কাসন]

অগ্নিমিত্র। একি! সেনাপতি! তুমি আজ আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্‌তে চাও?

অনিলাক্ষ্য। হ্যাঁ, চাই! এতদিন যে চাইনি—সেই হ'চ্ছে আমার অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ! একটা ভুলের বশে—স্বার্থের সুমোহন স্বপ্নে আমি আত্মহারা হ'য়ে ভুলে গিয়েছিলুম—ভাই-ভগ্নী—স্বদেশ-প্রীতি, স্নেহ-অনুরাগ! উন্মত্ত পিশাচ সেজে সৃষ্টির অভিশাপই কুড়িয়ে নিয়েছি। কিন্তু আর নেবো না হৈহয়-সেনাপতি! আমার চোখের ধাঁধা কেটে গেছে! আমি ভাই চিনেছি—বোন চিনেছি—দেশ চিনেছি!

অগ্নিমিত্র। সেনাপতি! বিশ্বাসঘাতক!

অনিলাক্ষ্য। যাও—যাও, অবিলম্বে শিবির নিয়ে স্বদেশ ফিরে যাও! যার জন্য কোলাপুর আজ কাঁদছে—যার জন্য তুমি কোলাপুরের

বুকের উপর দাঁড়িয়ে অহঙ্কারের রুদ্র মূর্ত্তি দেখাচ্ছ—সেইই আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যাও—যাও, কে তুমি—কোথাকার তুমি—তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ—তুমি আমার কে? মাধব! মাধব! এস এস ভাই—এস বন্ধু—এস দেবতা! দুজনে এক হ'য়ে দাঁড়াই এস। কোলাপুরের বিধ্বস্ত বুকে আবার ঐক্যের ঐক্যতান বাদ্য বেজে উঠুক!

অগ্নিমিত্র। কি—কি, হৈহয়-সেনাপতির অপমান! মর্ তবে অহঙ্কারীর দল!

[যুদ্ধ ও অনিলাক্ষ্যের পতন]

অনিলাক্ষ্য। ওঃ—ওঃ মাধব! আর পার্‌লুম না ভাই, মাকে আমার রক্ষা ক'র্‌তে!

অনিমা। পুত্র! পুত্র! ওরে পুত্র আমার!

[অনিলাক্ষ্যকে ধরিল]

মাধব। ওঃ! দুনিয়ার মালিক! একি কর্‌লি? [মূর্চ্ছিত]

অগ্নিমিত্র। আয়—আয় ব্যভিচারিণি!

[অনিমার হস্ত ধারণ]

অনিমা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও দাদা! ভগ্নীকে আজ একজন লম্পটের হাতে তুলে দিয়ে কি পৌরুষ অর্জ্জন ক'র্‌বে?

অগ্নিমিত্র। স্তব্ধ হ' কলঙ্কিনি! আয়—আজ আর তোর নিস্তার নেই! আমার সুখের স্বপ্ন যে তুই ভেঙ্গে দিয়েছিস্!

অনিমা। তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি দাদা! একি তোমার স্বার্থপূজার বিরাট আয়োজন! পবিত্র বংশে কলঙ্ক-কালিমা লেপন ক'র্‌তে—আত্মসুখ চরিতার্থ ক'র্‌তে—ভাই হ'য়ে ভগ্নীর ইহ-পরকাল নষ্ট ক'র্‌বে? উঃ! ভগবান্! তোমার পুণ্যরাজ্যে এত অনাচার—এত অত্যাচার—এত ব্যভিচার! তবুও তুমি নীরব নিশ্চল হ'য়ে ব'সে

আছ ন্যায়বান সূক্ষ্মবিচারক হ'য়ে। এস—এস আর্ত্তহারি—এস বিপদ-বান্ধব—এস দুর্জ্জনদলিত শক্তিমান্! বিপন্না সতীর 'ধন মান রক্ষা কর দয়াময়!

অগ্নিমিত্র। আয়—আজ আর তোর পরিত্রাণ নেই! শত চেষ্টায় আমার এ আকাঙ্ক্ষাকে দমন ক'রতে পার্‌বিনে।

অনিমা। উঃ! ভগবান! কি করি—কি করি! সতীর মান মর্য্যাদা আজ চ'লে যাবে? না—না, তা হবে না—অমূল্য রত্নহারা হ'য়ে আমি চিরদিন ভিখারিণীর সাজে থাক্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে আমার চিরশান্তির পথ এই—[নিজ বক্ষে ছুরিকাঘাত] উঃ! উঃ!

[পতন]

মাধব। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] মায়ি! মায়ি! কর্‌লি কি? ও হো-হো-হো! দুনিয়ার মালিক! তুহার একি বিচার!

অগ্নিমিত্র। য়্যাঁ একি! একি! একি! অনিমা! অনিমা!

অনিমা। আমি তোমার সব আশা ব্যর্থ ক'রে দিলাম দাদা! কি ক'র্‌বো উপায় নেই! আমি তোমার স্নেহের ভগ্নী হ'লেও—প্রণাম ক'র্‌বার পাত্রী হ'লেও—আমি তোমার মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পারলাম না। সতী জগতের সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে পারে; কিন্তু কখনো সে পারে না তার সতীধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হ'তে।

অগ্নিমিত্র। ওঃ! এতদিনে আমার সব আশা নিরাশার সাগরে ডুবে গেল।

দ্রুত মঞ্জুলা ও সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

শান্তশীল। তবুও তুমি মানুষ হ'তে পার্‌লে না? তোমার দুর্জ্জয় স্বার্থের পথে পদে পদে ধর্ম্ম এসে বাধা দিলেও তবু তোমার

লালসার উন্মাদনা দূর হ'চ্ছে না, তবু তুমি বিশ্বকে ভালবাসতে শিখ্‌লে না ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ ! তবু তুমি নিজকে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে চাও ?

অগ্নিমিত্র। যাও—যাও, সরে যাও—নতুবা আজ ব্রাহ্মণ ব'লে পরিত্রাণ পাবে না।

শান্তশীল। কি বল্‌লি নারকি! ব্রাহ্মণ দুর্ব্বল ব'লে তাকে উপহাস ? কিন্তু মূর্খ, জানিস্‌নে এই ব্রাহ্মণের জরাজীর্ণ শুষ্ক বক্ষে কতখানি প্রলয়ের বাড়বানল পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে ? ব্রাহ্মণ ইচ্ছা ক'র্‌লে একটী কটাক্ষে—একটী অঙ্গুলি হেলনে—একটী নিঃশ্বাসে স্রষ্টার সৃষ্টি ধ্বংস ক'রে আবার নূতন সৃজন ক'র্‌তে পারে।

অগ্নিমিত্র। ব্রাহ্মণের সে ক্ষমতা এখন নেই।

শান্তশীল। আছে—আছে ! দুর্গন্ধ নরককুণ্ডে চিরদিন পড়ে থাক্‌লেও স্বর্গ—স্বর্গ। বিশ্বের নিকট তার চির-সমাদর ! নীরবে চ'লে যাও ! যা ক'রেছ—তা আর ফির্‌বে না ! এখনো যদি পাপজীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কাটাতে চাও—তাহ'লে অনুতাপের অর্ঘ্য সাজিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করগে। নতুবা তোমার আর অব্যাহতি নাই ! বিশ্বের নিকট তেমন কিছু প্রতিদান না পেলেও—তাঁর কাছে তোমায় দণ্ডিত হ'তেই হবে।

অগ্নিমিত্র। আচ্ছা ! আমিও একদিন এর প্রতিশোধ নেবো।

[প্রস্থান।

শান্তশীল। অনিমা ! অনিমা।

অনিমা। এসেছ বাবা ? এস—এস ! পদধূলি দাও—আমার জন্ম জীবন সার্থক কর—আমার এ মহাযাত্রার পথ আলোকিত ক'রে তোল !

শান্তশীল। কর্‌লি কি মা ! অযত্নে জীবন বিসর্জ্জন দিলি ?

অনিমা। সতী নারীর এই তো চির কামনার বাবা ! উঃ !

আর কথা কইতে পার্‌ছিনে! আশীর্ব্বাদ কর বাবা! আমার দেশের মেয়েরাও যেন আমার মত সতীধর্ম্ম রক্ষায় ম'র্‌তে পারে। বিদায়—বিদায়! [মৃত্যু]

শান্তশীল। অনিমা! মা আমার! সব শেষ! সৃষ্টির একটা গরীয়ান সত্তার অকালে নষ্ট হ'য়ে গেল! মাধব—মাধব!

মাধব। ঠাকুর বাবা! কি কর্‌বে? আমি কিছুতেই দুষমনকে পার্‌লো না। উঃ! আমার মায়িকে কাড়িয়ে নিলে।

অনিলাক্ষ্য। শান্তশীল! শান্তশীল! আমার অপরাধ ক্ষমা কর! আমি তোমার প্রাণে কত না যন্ত্রণা দিয়েছি। সব ভুলে যাও! আজ আমার মহামুক্তির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত—আমায় আশীর্ব্বাদ কর ব্রাহ্মণ! মায়ের জন্য আমিও জীবন দিয়েছি। আমাকেও আজ বিদায় দাও—ক্ষমা কর!

শান্তশীল। বাঃ, চমৎকার! ভগবান্! কি সুন্দর তোমার নিয়ম শৃঙ্খলা। অনিলাক্ষ্য! ভাই! বন্ধু! আজ অহঙ্কারে আমার ভাঙ্গা বুকখানা নেচে উঠ্‌লো। এতদিনের পর আমি প্রকৃত ভায়ের মত ভাই পেলাম। এস—এস ভাই, বুকে এস। [অনিলাক্ষ্যকে বক্ষে ধারণ] আজ তোমার এ মরণ চির গৌরবের—চির আদরের। দেশের সন্তানগণ যেন এম্‌নিভাবে মরণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়।

অনিলাক্ষ্য। বিদায়—ব্রাহ্মণ—উঃ! [মৃত্যু]

শান্তশীল। অনিলাক্ষ্যও চ'লে গেল। আর কি হবে মাধব! এখন চল এদের এই মাতা পুত্রকে ওই শ্মশানের পবিত্র বক্ষে নিয়ে যাই চল। কাঁদো—কাঁদো মাধব। তুমিও কাঁদো—আর আমিও কাঁদি—দু'জনের সম্মিলিত বেদনার অশ্রুধারায় ধরিত্রীর বুকখানা ভেসে যাক্—আর এই শুষ্ক প্রকৃতির বিরাট অঙ্কে নিরঞ্জনের বাদ্য বেজে উঠুক।

[শান্তশীল অনিমাকে বক্ষে করিল, মাধব অনিলাক্ষ্যকে বক্ষে করিল ও ধীরে ধীরে উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

নেপথ্যে জনৈক সাধক গাহিতে লাগিল।

গীত।

সাধক।—

কাল-আঁধারের নীরে
জীবন-রবি ওই ডুবিয়ে যায়।
তবু এ ভ্রান্ত চিত হায়,
মুগ্ধ হইয়া থাকে মদিরা-মায়ায়॥
আসার সাধনা তরে
মরিচীকা মাঝে ঘোরে,
স্বপনে ভাবে না কভু, পেছুতে দাঁড়ায় কাল;
বৃথা এ আমার ভেবে অপরে কাঁদায়॥

[উৎকর্ণভাবে গান শুনিতে শুনিতে উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

সুনন্দা ও মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। এই নাও মা রাজমুকুট। আমায় বিদায় দাও।

সুনন্দা। সে কি পুত্র?

মহীরথ। অবাক হ'য়োনা রাক্ষসি! রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই, আমি রাজা হ'তে চাই না, এ রাজ্যলাভে শান্তি নাই, উঃ—কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা আমার। প্রজারা যে কাঁদ্‌ছে। কি ক'র্‌লে পাষাণি? স্বার্থের জন্য রাজ্যবাসীকে কাঁদালে? তীব্র বিষের জ্বালায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। আমি আর এক মুহূর্ত্তকাল এখানে থাক্‌তে পার্‌ছি না।

সুনন্দা। তা'হলে রাজ্য চাও না?

মহীরথ। না—না, রাজ্য চাই না; যে রাজ্যে সুখ নেই—শান্তি নাই—সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই মা! এ রাজ্য তুমি যাকে হয় বিলিয়ে দাও; প্রয়োজন নেই। উঃ—তোমার প্রাণ কি পাষাণ, দেব-দেবীর বিসর্জ্জন দিলে! ঐ যে তারা কাঁদছে। ওই যে তাদের চোখের জল তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটে আস্‌ছে। আমি চল্‌লুম তাদের ফিরিয়ে আন্‌তে। যদি তারা না আসে—তাহ'লে মহীরথেরও এ অগস্ত্য-যাত্রা। [প্রস্থানোদ্যত]

সুনন্দা। মহীরথ! মহীরথ! মায়ের প্রাণ ব্যথা দিয়ে চ'লে যাস্‌নে।

মহীরথ। পাষাণীর প্রাণ কথনও ব্যথায় আহত হয় না।

[প্রস্থান।

সুনন্দা। একি? সত্যই যে মহীরথ চ'লে গেল। মায়ের কথা শুন্‌লে না, আমার সকল আশা ব্যর্থ ক'রে দিলে। কোলাপুর-সিংহাসন যে আমার বহুদিনের সাধনার সম্পদ্‌। না—না, এ সিংহাসন আমি সহজে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

[নেপথ্যে জয় হৈহয়-রাজের জয়!]

সুনন্দা। ওকি? ওকি?

অগ্নিমিত্র। [নেপথ্যে] তোরণ দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে জলস্রোতের মত রাজপুরীতে প্রবেশ কর। কোলাপুর বিধ্বস্ত ক'রে হৈহয়রাজের জয়ভেরী বাজিয়ে দাও।

সুনন্দা। একি দৈবের অপ্রতিহত আক্রমণ, বিশ্বাসঘাতক হৈহয়-সেনাপতি রাজপুরী আক্রমণ ক'রেছে, তাইতো এখন কি ক'রে রাজ্যরক্ষা হয়। ওরে কে আছিস্‌, মহীরথকে ডেকে নিয়ে আয়। [প্রস্থানোদ্যত]

সসৈন্যে অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। দাঁড়াও রমণি একপদ অগ্রসর হ'য়ো না আর! সৈন্যগণ, বন্দী কর—বন্দী কর ওরে। [সুনন্দাকে দেখাইয়া দিল]

সুনন্দা। একি! সেনাপতি? বিশ্বাসঘাতক,
একি তব কর্ম্মের আচার?
কৌশলে লইতে চাও কোলাপুর-সিংহাসন?
ভুলে গেলে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি?

অগ্নিমিত্র। কণ্টকে কণ্টক নাশ শাস্ত্রের বচন।
তুমি কি ভেবেছ নারি,

তোমারি আদেশতলে নতশিরে
রব আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আকাশকুসুম সম কল্পনা তোমার!
ছাড় অহঙ্কার, বন্দী হও নীরব ভাষায়
নারী-সম্ভ্রমের তব নাহি হবে হানি।

সুনন্দা। এত স্পর্দ্ধা তব? এতদূর উন্মত্ত লালসা?
যাও—যাও, চ'লে যাও,
যতক্ষণ সুনন্দা রহিবে জীবিত,
ততক্ষণ পারিবে না হইতে বিজয়ী।
জাগায়ো না ক্ষুধিত সিংহিনীরে,
প্রতিফল পাইবে এখনি।

অগ্নিমিত্র। সৈন্যগণ! করিও না ভয়,
বন্দী কর দর্পিতা নারীরে।

সুনন্দা। সত্যই করিবে বন্দী বিশ্বাসঘাতক!
ওরে কে আছিস, রক্ষা কর
কোলাপুর আজ।

উতঙ্কের প্রবেশ।

উতঙ্ক। ভয় নাই—ভয় নাই দেবি,
কোলাপুর রক্ষার কারণ
আছে একজন,
দিবে আজ প্রাণ বিসর্জ্জন।

অগ্নিমিত্র। আরে আরে দেশদ্রোহি
এত শক্তি তোর?

প্রতি পদে জোটে অপমান ?
সৈন্যগণ ! একযোগে আক্রমণ
কর ওই দৈত্য-শত্রুরে ।

উতঙ্ক । আমিও প্রস্তুত দাদা !
মহাঋণ দিতে প্রতিশোধ—

[যুদ্ধ ও উতঙ্কের ভাব]

উঃ—উঃ, পারিনে যে আর—
চূর্ণ অস্ত্র, শিথিল অবশ অঙ্গ,
নিভে যায় জীবন-প্রদীপ । [পলায়ন]

অগ্নিমিত্র । বধ কর—বধ কর ওরে । [সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন]

উতঙ্ক । [নেপথ্যে] ওঃ—ওঃ, দাদা ! দাদা !

অগ্নিমিত্র । হাঃ-হাঃ-হাঃ, মরিলি উতঙ্ক ?
সৈন্যগণ ! সৈন্যগণ !
বন্দী কর—বন্দী কর
রাক্ষসী নারীরে ।
[সৈন্যগণ আসিয়া সুনন্দাকে বন্দী করিল]
যা—যা, নিয়ে যা কারাগৃহ-মাঝে
বিচার করিয়া দণ্ড দিব রাক্ষসীরে ।

সুনন্দা । উঃ—উঃ ! একি পরিণাম !
আশার তরণী হায় এতদিনে
ডুবে গেল আঁধার সাগরে,
মহি ! মহি !
আয়—আয়—আয়,
ফিরে আয় বাবা !

সাধনা-সম্পদ মোর
কেড়ে লয় দুরন্ত দানব।

অগ্নিমিত্র। নিয়ে যা !

সুনন্দা। বিচার—বিচার—সুবিচার ভগবান তব।

[সুনন্দাকে সৈন্যগণ লইয়া গেল।

অগ্নিমিত্র। এতদিনে এ রাজ্য আমার।
হাঃ—হাঃ—হাঃ !
কই—কই, কোথা সেই রূপসী মঞ্জুলা—
তাহারে যে আছে প্রয়োজন—
অনিমার বিনিময়ে সেই হবে অঙ্কলক্ষ্মী
হৈহয়-রাজার।
এইবার সুরথের করিয়া সন্ধান
বধিব জীবন তার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

সিদ্ধেশ্বরী, সুরথ ও মাধবিকার প্রবেশ

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

কাঁপিও না ভয়ে ওগো বীর।
প্রলয়-তুফান আসুক ছুটে,
তুলে রাখ তব উচ্চ শির॥
এগিয়ে চল আঁধার পথে,
জানিতে পাবে হাতে হাতে,
কালরাহুর ঐ অট্টহাসে—
চক্ষে কেন অশ্রুনীর॥

মাধবিকা। মহারাজ!

সুরথ। কহিও না মহারাজ আর।
আর যে সহিতে নারি
বেদনা তোমার।

মাধবিকা। কোথায় যাইব আজ?
আর যে সহিতে নারি—
বেদনা তোমার।

সুরথ। না—না রাণি,—নাহি কোন ব্যথা মোর।
শুধু মার তরে কাঁদে প্রাণ!
যে মায়ের স্নেহের ধারায়

এ জীবন হইল বৰ্দ্ধিত—
তাহারি সেবায় আজি হইয়া বঞ্চিত
পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াই।
সিদ্ধি! সিদ্ধি! কেন মাগো এলি তুই
আমাদের সাথে?
কত কষ্ট হবে মাগো তোর,
সহিবি কেমনে বল।

সিদ্ধেশ্বরী। না বাবা, কোন কষ্ট হয়নি আমার।

মাধবিকা। মহারাজ! কোথায় যাইব মোরা,
কে দেবে আশ্রয়?

সুরথ। আশ্রয়ের নাইক অভাব;
উর্দ্ধে ঐ চন্দ্রাতপ-নিম্নে শ্যামা বসুন্ধরা!
নিবিড় অরণ্যমাঝে
বৃক্ষপত্রে রচিয়া কুটীর,
মহাসুখে রহিব সেথায়।
সাথী হবে কাননবিহারী
পশুপক্ষিগণ, কলস্বিনী নিরবধি
তুলিবে ঝঙ্কার।
ক্ষুধায় যোগাবে ফল তরুলতাচয়।

সসৈন্যে অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

অগ্নিমিত্র। সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বধ কর
ওই কোলাপুরপতি সুরথকে।

সুরথ। কে—কে তুমি ?

অগ্নিমিত্র। সেই অপমানিত হৈহয়-সেনাপতি
অগ্নিমিত্র তব মৃত্যুকামী।

সুরথ। এখানেও তুমি ?

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ, এখানেও আমি !
মনে পড়ে কোলাপুররাজ
অপমানের কথা ?
এখনো ভুলিনি সেই অপমান।
তোমার কোলাপুররাজ্য
এখন আমার।
মহীরথ পালায়িত, উতঙ্ক ও
শেষ,—এইবার তুমি।

সুরথ। চমৎকার—চমৎকার তোমার কর্ম্মের তালিকা, চমৎকার তোমার জয়ের গৌরব, চমৎকার তোমার জন্মের সার্থকতা। কিন্তু মনে রেখো সেনাপতি, বর্ত্তমানে তুমি সৌভাগ্যের উচ্চ শীর্ষে আরোহণ ক'র্‌লেও একদিন আবার তোমায় দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে এসে দাঁড়াতে হবে। যাও রাজ্য নিয়েছ ভালই ক'রেছ। আশা তো পূর্ণ হয়েছে, আর কেন ? এখনো কি আশা মেটেনি ?

অগ্নিমিত্র। না—না আশা মেটেনি, তোমায় হত্যা না ক'রতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ ক'র্‌তে পার্‌বো না। জানি না ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার সৌভাগ্যের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াও, সৈন্যগণ !

সুরথ। নিষ্ঠুর—বিশ্বাসঘাতক ! ভেবেছ বোধ হয়, এইরূপ ভাবেই চিরজীবন অতিবাহিত ক'র্‌বে। ভ্রম—ভ্রম মহাভ্রম, তোমারও জন্য অদূরে কাল শাণিত খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অগ্নিমিত্র। কি, আবার উপদেশ! সৈন্যগণ বধ কর—বধ কর। এস কোলাপুরপতি! আজ তোমায় শেষ ক'রে ফেলি।

[একযোগে আক্রমণ]

মাধবিকা। ওগো কে আছ, বিপন্নদের রক্ষা কর। ভগবান্! ভগবান্! তুমি কি জগৎ হতে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছ?

দ্রুত মহীরথের প্রবেশ।

মহীরথ। না—না, ভগবান্ জগৎ হ'তে অন্তর্হিত হয়নি, ভগবান্ জগত হ'তে অন্তর্হিত হ'লে সৃষ্টি ধ্বংসগর্ভে ডুবে যেত। আরে—আরে দুরন্ত দানবের দল!

অগ্নিমিত্র। বধ কর—বধ কর ওই হৈহয়-শত্রুকে!

[যুদ্ধ ও মহীরথের পতন।

মহীরথ। উঃ—উঃ! খুল্লতাত—খুল্লতাত! আর পারলুম না তোমাদের রক্ষা কর্তে। [পতন]

মাধবিকা। মহি—মহি! বাবা আমার!

[মহীকে ধরিল]

সুরথ। মহীরথ—মহীরথ!

অগ্নিমিত্র। সৈন্যগণ! বধ কর—বধ কর এইবার।

সুরথ। উঃ—উঃ, মা! মা! রক্ষা কর মা! একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও সেনাপতি! একটীবার ভাল ক'রে আমার মহীরথের বিদায়ের মুখখানা দেখে নিই।

অগ্নিমিত্র। হবে না—হবে না; সৈন্যগণ! সৈন্যগণ!

[আক্রমণে উদ্যত]

মেধসের প্রবেশ ।

মেধস । ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রঃপুত বারিতে মর্ তোরা দানবের দল ।

[কমণ্ডলুর জল নিক্ষেপ]

অগ্নিমিত্র । উঃ—উঃ—একি ! সর্ব্বাঙ্গ যে জ্ব'লে গেল—পুড়ে গেল । উঃ—উঃ । পালাই ।

[সৈন্যগণসহ পলায়ন ।

সুরথ । কে—কে তুমি মহাপুরুষ
বিপন্নের রক্ষিলে জীবন ?
অসংখ্য প্রণাম পদে ।
দেহ তব আত্ম পরিচয় ।

মেধস । মেধস আমার নাম,
অদূরে আশ্রম মম ;
নাহি ভয় । এস রাজা,
নিশ্চিন্তে করিবে বাস—
কোন শত্রু কোনদিন
পারিবে না সাধিতে অনিষ্ট তব ।

সুরথ । অযাচিত দয়া তব
হে মহর্ষি ! বর্ণনা অতীত ।
রাণি ! রাণি ! এস রাণি—
নির্ভয় আমরা, ভগবান্
পাঠালেন অগ্রদূতে তাঁর
ভক্তের কারণ ।

মহীরথ । খুল্লতাত—খুল্লতাত !

শেষ—মোর সব।
ফিরে যাও—ফিরে যাও
ওগো স্নেহময়!
তোমারি বিহনে কাঁদে
রাজ্যবাসী প্রজা সব।
মরুভূমি—আর্ত্তনাদ ওঠে অনিবার।
কাঁদ মাতা জন্মভূমি
শত্রুর পীড়নে।

সুরথ। উঃ—উঃ—একি দৈব বিড়ম্বনা!
ভগবান্ কি করিলে মোর।
অকালে নিভায়ে দিলে
আশার প্রদীপ।
মহীরথ! স্নেহের তনয়!
কি করিলে আজ?
রাণি—রাণি! ভেঙ্গে যায় নয়নের বাঁধ।

মাধবিকা। মহি! মহি! ওরে পুত্র,
কাঁদায়ে কোথায় যাস্ জনমের মত?
ওগো, কে আছ হেথায়—
বাঁচাও বাঁচাও মোর
নয়ন-আনন্দে।

মেধস। জন্ম-মৃত্যু চির সত্য জানিও সংসারে।
অনুতাপ কি আছে তাহাতে?
এস রাজা, সন্ধ্যা সমাগতা—
বিলম্বে আসিতে পারে বৈরিগণ তব।

মহীরথ। প্রণাম চরণে ওগো খুল্লতাত !
ওগো দেবি ফিরে যাও
কোলাপুরে পুনঃ। মঞ্জুলা সেথায় হায় !
জানি না তাহার প্রতি—
উঃ—কহিতে পারি না আর—
বিদায়—বিদায়। [মৃত্যু]

সুরথ, মাধবিকা। মহীরথ ! মহীরথ !

মেধস। বৃথা কান্না মহারাজ !
পুত্র তব ফিরিবে না আর।
দাহ কার্য্য করিবারে সম্পাদন
নিয়ে এস অদূর শ্মশানে ;
গতি কর পুত্রের আত্মার।

সুরথ। চলুন মহর্ষি !
রাণি ! রাণি ! চমৎকার অদৃষ্ট মোদের।
কাঁদ—কাঁদ রাণি,
কান্না ছাড়া আমাদের আর কিছু
নাহিক সম্বল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

দ্রুত মঞ্জুলার প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ
অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

মঞ্জুলা। ওগো—কে আছ কোথায়? দুর্দ্ধর্ষ দানব-কবল হ'তে আমায় রক্ষা কর।

অগ্নিমিত্র। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বৃথা চেষ্টা—বৃথা চীৎকার। কেউ তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে এখানে ছুটে আস্‌বে না। এখনো তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও রাজনন্দিনি! নতুবা বলপ্রয়োগ ক'র্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না।

মঞ্জুলা। ওরে দানব! আমি যে সতী। উঃ! ভগবান্‌। সতীর প্রতি একি নির্য্যাতন? কৈ, কোথা তুমি সতীনাথ! কোথায় তুমি সতী-রাণি, এস—এস—আমার সতী-মান রক্ষা কর।

অগ্নিমিত্র। শুন্‌বে না? আমার অনুরোধ শুন্‌বে না? আচ্ছা তবে দেখ্‌ মঞ্জুলা আমার সে ক্ষমতা আছে কি না—তোমায় হৈহয় রাজার কাছে নিয়ে যেতে। [মঞ্জুলার হস্তধারণ]

মঞ্জুলা। ছাড়্‌ ছাড়্‌রে দানব—ছেড়ে দে। উঃ—উঃ। কি করি? ওগো দয়াময়! আমার যে সতীধর্ম্ম যায়। ওগো ওগো—কে আছ, আমায় রক্ষা কর।

অনুচরগণসহ মাধব ও শান্তশীলের প্রবেশ।

শান্তশীল। ভয় নেই মা—ভয় নেই! মাকে রক্ষা ক'র্‌তে সন্তানের দল ছুটে এসেছে। মাধব! মাধব! বধ কর—বধ কর—ওই সতীধর্ম্ম-নাশকারী পিশাচকে।

মাধব। মার্—মার্, বেইমান্‌কো মার্।

অগ্নিমিত্র। একি—একি বিদ্রোহিতা! শান্তশীল! মাধব! যাও—যাও, দূর হও—দূর হও। স্বেচ্ছায় কেন জীবন দিতে এসেছ?

শান্তশীল। যেন এম্‌নিভাবে চিরদিন জীবন দিতে পারি সেনাপতি। সতী ধর্ম্মহারা হবে চোখের সম্মুখে, আর আমরা নীরব হ'য়ে থাক্‌বো? না—না, তা হবে না দস্যু! দৈবচক্রে তুমি আজ কোলাপুর-সিংহাসন গ্রহণ ক'র্‌লেও মনে রেখো, জগতে এখনো ধর্ম্ম আছে।

অগ্নিমিত্র। আচ্ছা তবে দেখি—ধর্ম্মের শক্তি কতখানি। মঞ্জুলা! এস—এস সুন্দরি!

শান্তশীল। সাবধান নারকি!

অগ্নিমিত্র। আরে—আরে ভণ্ড ব্রাহ্মণ। [অস্ত্র উত্তোলন]

মাধব। আরে—আরে বেইমান দুষমন! মার্—মার্—শয়তানকো মারিয়ে ফেল্। [যুদ্ধ; মাধব পরাজিত হইয়া] ঠাকুরবাবা—ঠাকুরবাবা! তু মায়িকে লিয়ে ভাগিয়ে যা। হামি আউর পার্‌ছে না। হামার পরাণটা বোধ হয় এইবার ছোড়িয়ে যাবে। উঃ—ঠাকুরবাবা—ঠাকুরবাবা!

শান্তশীল। এ্যাঁ, একি! ভগবান্। জগতে অধর্ম্মের এতখানি শক্তি? মদনমোহন! মদনমোহন! তাহ'লে সত্যই কি তুমি চ'লে গেছ? সত্যই কি তোমার আর মহিমা নেই?

অগ্নিমিত্র। এস—এস সুন্দরি!

মঞ্জুলা। ছাড়্—ছাড়্ দানব!

শান্তশীল। মদনমোহন। মদনমোহন।

[চক্রকরে মদনমোহনের আবির্ভাব]

অগ্নিমিত্র। এ্যাঁ! একি—একি!
আচম্বিতে বজ্রের নিনাদ?
ঘর্‌ঘর্ ঘোরে ওই মহাচক্র,
বিচ্ছুরিত কালানল।
গেল—গেল—সব গেল মোর।
উঃ—উঃ! এত শক্তি ব্রাহ্মণের?
ওঃ—ওঃ। ব্যর্থ হ'ল সব।

[পলায়ন।

শান্তশীল। কে—কে তুমি? সত্যই তুমি আমার সেই মদনমোহন? যদি এসেছ ভক্তাধীন—ভক্তের কাতর ক্রন্দনে, তবে আর তোমায় যেতে দেবো না। এইবার আমার এই ভাঙ্গা বুকে তোমায় চির বন্দী ক'রে রাখ্‌বো। [মদনমোহনকে বক্ষে করতঃ] হাঃ-হাঃ-হাঃ, আর কোথায় যাবে কপটি?

[দ্রুত প্রস্থান।

মাধব। ঠাকুরবাবা, চলিয়ে গেলি? আয়—আয় মায়ি। তু হামার সাথ্‌মে চলিয়ে আয়, হামি রেজাকে খুঁজিয়ে তাহার পাশে তুহারে পাঠিয়ে দিবে।

মঞ্জুলা। চল সর্দ্দার।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মেধস-আশ্রম।

মেধস চণ্ডীপাঠ করিতেছিল।

মেধস। দেবাসুরমভূদ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতংপুরা।
মহিষাসুরাস্তমধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥
তত্রাসুরে মহাবীর্য্যৈ দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবা নিন্দ্রোঽভূর্‌ন মহিষাসুর॥

সুরথের প্রবেশ।

সুরথ। মহর্ষি! মহর্ষি! আপনার মুখে চণ্ডী-মাহাত্ম্য শ্রবণ ক'রে হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য আমিও দেবীর আরাধনা ক'র্‌তে নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়ী দশভূজা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রেছি। আপনি আসুন, আমার পূজায় সাহায্য ক'র্‌বেন।

মেধস। মহারাজ সুরথ! তুমি যে কর্ম্মে ব্রতী হয়েছ, মনে রেখো সে কর্ম্ম সম্পাদন করা সহজ সাধ্য নয়। মাতৃ-পূজায় বহু বিঘ্ন— কঠোর নিয়ম। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা দুষ্কর।

সুরথ। মাতৃ-পূজা সুসম্পন্ন কর্‌তে আমি জীবন বলিদান দেবো প্রভু! দেবতাদের পূজায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দুরন্ত দানবগণকে বধ ক'রে মা যেমন দেবতাদেব স্বর্গ জয় ক'রেছিলেন, আমারও পূজায় মা কি তা ক'র্‌বেন না? ঋষি! আমি যে মা ব্যতীত সংসারে কাউকে জানি

না। কঠোর প্রতিজ্ঞা—জীবনপাত; তবু চাই মায়ের আশীর্ব্বাদ। আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না ঋষি!

মেধস। চল রাজা! দেখি, তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি সজীব হ'য়ে অভয়-বারি বর্ষণ করেন কি না? দেখি, এতদিনে সার্থক হয় কিনা আমার চণ্ডীপাঠ।

সুরথ। মা! মা! পূর্ণ করিস্ মা মনোবাসনা।

মেধস। বল রাজা! যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

[আবৃত করতঃ উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

গীত।

সিদ্ধেশ্বরী।—

অবসান! অবসান! অবসান!
মুছাবো অশ্রু মুছাবো বেদনা,
কেঁদো না কেঁদো না পুরাব কামনা,
অদূরে সুখের ঊষা ওই আসে হাসিয়া
অবসান—অবসান, দুঃখ-নিশা অবসান॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীর।

দুর্গার মৃন্ময়ী দশভুজা মূর্ত্তি, পূজার দ্রব্যাদি, খড়্গ, যূপকাষ্ঠ স্থাপিত ছিল, মেধস ও সুরথ পূজায় ব্রতী; শিষ্যবালকগণ গাহিতেছিল।

গীত।

শিষ্যবালকগণ।—

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তং অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্॥
অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্॥
সুচারু দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥

মেধস। বল রাজা! যা দেবী সর্ব্বভুতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

সুরথ। [আবৃত্তি] কই গুরু! এখনো পর্য্যন্ত তো দেবীর চেতনা-শক্তি হ'ল না। এখনো তো তিনি এলেন না বিরাট নৈরাশ্যঘেরা আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে বরাভয়দায়িনী মাতৃ-মূর্ত্তিতে। আর কতদিন—কতকাল বেদনার অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বিশ্বমাতার পূজা ক'রবো?

মেধস। ধৈর্য্য ধর রাজা! সভক্তি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পাঞ্জলি কখনই ব্যর্থ হবে না। তিনি আস্‌বেন দিগ-দিগন্ত উষার নবীন আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত ক'রে—অনন্ত সান্ত্বনার নিশান ধ'রে প্রকৃতির দুর্জ্জয় সন্ধিক্ষণে। ওই যে তাঁর আগমনীর নহবৎ-বাদ্য বেজে উঠেছে। মা আসছেন রাজা—মা আস্‌ছেন।

সুরথ। মা! মা। আয় মা দুর্দ্দিন-দূরিতা অভয়া—আয় মা দানব-ঘাতিনী দশভূজা—আয় মা সন্তাপ-তাপিত সন্তানের মরু আঙিনায় তোর অভয়-বারি বর্ষণ ক'র্‌তে।

মেধস। বলিদান দাও রাজা! বিনা বলিদানে মাতৃ-পূজায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

সুরথ। বলিদান দিয়েছি গুরু! একে একে লক্ষ বলিদান দিয়ে মাতৃপূজা সুসম্পন্ন ক'রেছি, কিন্তু তবুও তো মায়ের কৃপা হ'চ্ছে না। ওগো পাষাণি! ওগো জগন্মাতা! আর কত যন্ত্রণা দিবি? রাজ্যহারা সন্তানকে রক্ষা কর জননি!

মেধস। এখনো লক্ষবলি মা'কে দিতে পারনি সুরথ! এখনো বলিদান দাও।

সুরথ। আর কি বলিদান দেবো গুরু?

পুত্রক্রোড়ে মাধবিকার প্রবেশ।

মাধবিকা। এখনো একটি বলিদান বাকী আছে রাজা!

সুরথ। কি বল্‌ছ রাণি?

মাধবিকা। শেষ বলি এই পুত্র। আজ মাতৃপদে এই শিশুকে বলিদান দাও রাজা! দেখি, পাষাণী মায়ের পাষাণ প্রাণ কেঁদে ওঠে কি না?

সুরথ। সুন্দর মাতৃপূজা! তাই দাও রাণি! মায়ের সন্তোষ বিধানে মায়ের সন্তানকে মায়ের সম্মুখে বলিদান দিই।

মেধস। সুরথ! একি মাতৃপূজা?

সুরথ। সুরথের এ মাতৃপূজা জগতে চির অমর হ'য়ে থাকবে গুরু! রাণি—রাণি! দাও—দাও, [পুত্র গ্রহণ] মা—মা! সন্তুষ্ট হও পাষাণি! সুরথের এই মহা-বলিদান গ্রহণ ক'রে।

[পুত্র-বলিদানে উদ্যত]

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ।

সিদ্ধেশ্বরী। আমি এসেছি ভক্ত!

সুরথ। একি! কে—কে তুই? সিদ্ধি? সিদ্ধি! তুই কি বলছিস্ মা?

সিদ্ধেশ্বরী। বলিদান বন্ধ কর।

মেধস। একি—একি! সহসা মেধসের আশ্রম স্বর্গীয় আলোক-মালায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? কে—কে ওই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি অনন্ত নীলাকাশ হ'তে ধীরে ধীরে নেমে এল? কে—কে তুই? তুই কি মা মেধসের লক্ষ যুগের ঈপ্সিত কামনা? চণ্ডী-কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকা?

সুরথ! সিদ্ধি…সিদ্ধি! বল্—বল্ মা, তুই কে?

সিদ্ধেশ্বরী। আমি সেই; যার জন্য তুমি পুত্র-বলিদানে কুণ্ঠিত নও। আমিই ওই মৃন্ময়ী মূর্ত্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

সকলে। মা—মা—মা!

সুরথ। না—না, মিথ্যা—মিথ্যা সিদ্ধি! তোর সব কথাই মিথ্যা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, আমার মাতৃপূজায় ব্যাঘাত দিস্‌নে। জানিস্‌নে

মা আমার কত যন্ত্রণা ? সত্যই যদি তুই কাম—মোক্ষ—মুক্তিপ্রদায়িনী—দীনজন-তারিণী আদ্যাশক্তি মহামায়া, তবে দেখা মা তোর সেই দশভুজা সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি।

সিদ্ধেশ্বরী। এই দেখ ভক্ত, আমার স্বরূপ মূর্ত্তি।

[সিদ্ধেশ্বরীর অন্তর্দ্ধান ও সিংহবাহিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব]

সকলে। মা—মা—মা!

দশভুজা। নির্ভয় পুত্র আমার আশীর্ব্বাদে তোমার সমস্ত দুর্দ্দিন দূরীভূত হবে। এইবার স্বরাজ্যে ফিরে যাও, তোমার মাতৃপূজা পূর্ণ। মায়ের আশীর্ব্বাদে তুমি শত্রুগণকে জয় ক'রে সিংহাসন লাভ কর। তোমার এই অপূর্ব্ব মাতৃপূজা জগতের বুকে চির অমর হ'য়ে থাকুক।

মেধস। বল—বল রাজা! বল মা! যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমোনমঃ॥

[সুরথ ও মাধবিকার আবৃত্তি ও প্রণাম]

যবনিকা

প্রিন্টার—শ্রীগৌরহরি মান্না

সরমা প্রেস ; ২৩ বাগবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৩